পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

নাদির শাহ

শয়তানের স্বপ্ন।

মি[illegible]ভা থিয়েটারে অভিনীত।

প্র[illegible] [illegible] পৌষ, ১৩২৮।

শ্রীবরদাপ্রসন্ন [illegible] গুপ্ত

[illegible] লাইব্রেরী, [illegible],
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

শয়তান।

মোল্লাবাসী ... ভগবদ্ভক্ত পুরুষ,—মেসেদের ইমাম।

নাদির শাহ্ ... জুলফিকারের পুত্র, পরে পারস্থের সম্রাট্।

তাহ্‌মাস ... কাজ্‌ভীনের স্থলতান।

শাহ্ হুসেন ... রাজ্যচুত পারস্থভূপতি, তাহ্‌মাসের পিতা।

সৈফুদ্দিন ... তাহ্‌মাসের সেনাপতি, পরে নাদিরের অন্যতম সেনাপতি।

আহাম্মদ আবদালী ... আফ্‌গান যোদ্ধা—পরে নাদিরের অন্যতম সেনাপতি।

মোহম্মদ শাহ্ ... দিল্লীর সম্রাট্।

ইব্রাহিম ... মোহম্মদ শাহের সেনাপতি।

জুলফিকার ... দরিদ্র অধ্যাপক, নাদিরের পিতা।

জেলাল ... জনৈক কৃষক।

সমসের, পরে হানিফ ... জুলফিকারের পুত্র, নাদিরের ভ্রাতা।

আশরফ ... আফ্‌গান দস্যু।

গফুর ... আকবরীর বিশ্বস্ত অনুচর।

হকিম, উজীর, ওমরাহগণ, সৈনিকগণ, পারিষদগণ, আফ্‌গানগণ লাড্ডুওয়ালা বালকগণ, পরিচারিকাগণ, প্রজাগণ, গুপ্তচরগণ, দরবেশ-বালকগণ, দৌবারিকগণ, শিষ্য, ব্যাধবালক, দর্জ্জি, আতরওয়ালা, জহুরী ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ।

আকবরী	...	জেলালের কন্যা, পরে নাদিরের বেগম।
হসিনা	...	সৈফুদ্দিনের পত্নী।
বুলবুল	...	ঐ কন্যা।
সরিফা	...	হসিনার ভগ্নী।
ধাত্রী	...	সরিফা, হসিনা ও বুলবুলের ধাত্রীমাতা।
নূর	...	জুলফিকারের কন্যা, নাদিরের ভগ্নী।
রাজ্ঞী	...	শাহ্ হুসেনের বেগম, তাহ্মাসের মাতা।
পরিবাণু	...	মোহম্মদ শা'র কন্যা।

নারীগণ, নাগরিকাগণ, গ্রাম্যবালিকাগণ, ব্যাধবালিকা, ক্রী-গণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি—

প্রস্তাবনা।

শয়তানের দরবার।

শয়তান সিংহাসনে আসীন—চতুঃপার্শ্বে সহচরগণ উপবিষ্ট, অনুচরগণ দণ্ডায়মান—সম্মুখে পশ্চাতে সঙ্গিনীগণ নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে।

শয়তান। তোমরা সকলে উপস্থিত আছ? কেউ বাকী নাই?

সকলে। সবাই হাজির, কেউ বাকী নাই।

শয়তান। উত্তম, তবে শোন। আমি এইমাত্র সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করে আসছি। দেখলুম পৃথিবীর তুল্য উর্ব্বরা ভূমি আর কোথাও নাই। পাপের ফসল এখানে যত সহজে ফলবে এমন আর কোথাও ফলবে না। একবার দেখে শুনে বীজ বপন কর্ত্তে পার্লেই হয়। অতএব আমার আদেশ তোমরা অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা কোন দেশ বাকী রাখবে না—পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, মরুভূমি কোন স্থান বাদ দেবে না। যেখানে দেখবে পিতা পুত্রের মুখ চুম্বন কর্চ্ছে, ভাই ভাইকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে বুকে তুলে নিচ্ছে, বন্ধু বন্ধুর বিপদে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে সেইখানে তোমরা গিয়ে পড়বে,—নরকের নূতন আলোকে

পুরাতন অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবে,—স্নেহ দয়া মায়ার সকল বাঁধন কেটে দিয়ে মানবকে স্বাধীনতা দান করবে। যেখানে দেখবে মানুষ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে খোদার কাছে আর্জ্জি পেশ কর্চ্ছে, যেখানে দেখবে সকাল সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠ্ছে, কোরাণ সরিফের পুরাতন বাণী তারস্বরে গীত হচ্ছে, বাইবেলের প্রাচীণ নিয়ম অনুসারে নরনারী নতজানু হয়ে উপাসনা কচ্ছে, সেইখানে তোমরা গিয়ে পড়বে,—ঈশ্বরকে তার উচ্চ আসন থেকে যেমন করে পার টেনে নাবিয়ে দেবে,—সহস্র প্রলোভন দিয়ে মানবকে ভুলিয়ে দেবে,—সুধাভাণ্ড তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। যদি পার, তোমাদেরই জয় জয়কার!—অচিরে তোমাদের নরক রাজ্যের বিজয় পতাকা এই পৃথিবীতে উড্ডীন হবে। যাও অগ্রসর হও। আমি এইখানে থেকে তোমাদের সহায় হব। এই প্রাচী একদিন সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের নাম দান করেছিল, আমি এইখানে থেকে তার বিলোপ সাধন করব।

(সকলে নতশিরে আদেশ গ্রহণ করিল)

নাদির শাহ্

বা

শয়তানের স্বপ্ন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুলফিকারের গৃহ। এক কোণে জুলফিকার জোড়হস্তে দণ্ডায়মান—
দুইজন সৈনিক বর্ষা হস্তে দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে—
গৃহের অপর পার্শ্বে সৈফুদ্দিন বেগ উলঙ্গ কৃপাণ
দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া রহিয়াছে।

জুলফিকার। সৈফুদ্দিন, আমায় ছেড়ে দে। আমি কোন অপরাধ করিনি,—তবে কেন বৃথা আমার উপর এই জুলুম কর্চ্ছিস্?

সৈফুদ্দিন। তুমি অপরাধ করনি?—বৃদ্ধ, তোমার অপরাধ অতি গুরুতর।

জুলফিকার। কি আমার অপরাধ সৈফুদ্দিন?

সৈফুদ্দিন। তোমার অপরাধ—তোমার কন্যা কাজভীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

জুলফিকার। সে কি আমার দোষ সৈফুদ্দিন? যিনি এই সোনার

নাদির শাহ্

দেশকে ফলে ফুলে সবুজ পত্রে বাবিলনের বাগানের মত করে সাজিয়ে দিয়েছেন, যিনি নিজের হাতে তুলী ধরে ইন্দ্রধনুর গায়ে রং ফলিয়েছেন আর ময়ূরের পাখায় তার ছবি তুলে দিয়েছেন, এ দোষ তাঁর। যদি এই অপরাধে কাউকে শাস্তি দিতে হয়, তবে সৈফুদ্দিন, তাঁকে খুঁজে বার কর্, তাঁকে শাস্তি দে।

সৈফুদ্দিন। শোন জুলফিকার যা বলছিলেম,—তোমার কন্যা এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। তার ভাগ্যবশে তোমার বহু সুকৃতির ফলে আজ স্বয়ং সুলতান তার জন্য লালায়িত। তাই তাঁর আদেশে তোমার কন্যাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমার কন্যা কোথায় জুল্‌ফিকার ?

জুলফিকার। সৈফুদ্দিন, আমি দরিদ্র অধ্যাপক। আমার পিতা ভেড়ী চড়িয়ে দিনপাত কর্ত্তেন, তাই লোকে আজও আমায় ভেড়ীওয়ালা মুন্সী বলে। আমার কন্যা আমারি মত কোন দরিদ্রের গৃহে গিয়ে তার আঁধার ঘর আলো করবে। সে সুলতানের প্রাসাদে বাঁদী হতে যাবে কেন ?

সৈফুদ্দিন। বাঁদী নয়, সাম্রাজ্ঞী।

জুলফিকার। না, না সৈফুদ্দিন, তুই আমায় প্রলোভন দেখাস্ নে—আমি তোর কথায় ভুলব না। আমার কন্যা সুলতানের গণিকা হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি।

সৈফুদ্দিন। কিন্তু এ যে কাজ্ ভীন্-পতির আদেশ, পালন কর্ত্তেই হবে।

জুলফিকার। কে পালন করবে ?—আমি ?

সৈফুদ্দিন। তুমি না কর আমি করব।

জুলফিকার। কি করে করবি সৈফুদ্দিন ?

সৈফুদ্দিন। ছলে, বলে, কৌশলে,—যেমন করে পারি। আমি হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করব।

জুলফিকার। মিথ্যা কথা। তুই স্বার্থের গোলাম, স্বার্থ বজায় করবি!

সৈফুদ্দিন। দেখ, কতকগুলো বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কোন লাভ নাই। সুলতান নিজে আদেশ দিয়েছেন তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে। আমি তাকে নিয়ে যাবই, যেমন করে হোক। দেখছ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি?—তোমার ইচ্ছা থাকলেও বাধা দেবার শক্তি তোমার নাই। তবে কেন বৃথা জঞ্জাল ঘটাও? কেন ইচ্ছা করে সুলতানের ক্রোধকে নিমন্ত্রণ করে আন? তার চেয়ে আমার কথা শোন, হাসতে হাসতে কন্যাকে সুলতানের কাছে পাঠাও, তোমার ভাল হবে। তোমার কন্যা চিরসুখিনী হবে, একদিনে তোমার অবস্থা ফিরে যাবে।

জুলফিকার। আর তুমি, একেবারে তিন ধাপ উপরে উঠে যাবে।

সৈফুদ্দিন। সে কি?

জুলফিকার। হাঁ তাই। আমি জানি সৈফুদ্দিন, তুই স্বার্থের জন্য না কর্ত্তে পারিস হেন কাজ নাই। তুই কি ছিলি আর কেমন করে এত বড় হয়েছিস তা কি আমি জানি না?—কত গৃহস্থের ঘর বাড়ী লুঠে এনে সুলতানের তোষাখানা পূর্ণ করেছিস, কত কুমারীর সর্ব্বনাশ করেছিস, কত স্বামীর বুক থেকে তার প্রাণতুল্যা পত্নীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তার চরণে ডালি দিয়েছিস—তবে সুলতান খুসী হয়ে তোকে ধন, সম্পদ, পদমর্য্যাদা পারিতোষিক দিয়েছেন। আর কেন সৈফুদ্দিন, যথেষ্ট হয়েছে। তুই উন্নতির শেষ শিখরে আরোহন করেছিস। আর একটু এগুতে গেলেই শূন্যে পা বাড়াতে হবে। অতি উচ্চ হতে

একেবারে এত নীচে পড়ে যাবি, যে আর নিজের অস্তিত্ব টুকুই খুঁজে পাবি না। আমার কথা শোন সৈফুদ্দিন, যেখানে আছিস্ সেইখানে থেমে যা। যে থামতে পারে না, এগুবার যায়গা না পেলে তাকে পেছু হটতে হয়। চাঁদ বাড়ে, আবার তাকে কমতে হয়। বানের জল বাধা মানে না, গৃহস্থের বাড়ী ঘর ভাসিয়ে দেয়,—আবার তাকে নেমে যেতে হয়। মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, কবরের সীমা কেউ অতিক্রম কর্ত্তে পারে না।

সৈফুদ্দিন। চুপ কর বৃদ্ধ। আমি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে এসেছি, তোমার কাছে ধর্ম্মোপদেশ শুনতে আসিনি। বল তোমার কন্যা কোথায়? যদি প্রাণের মায়া থাকে, যদি কন্যার প্রতি তোমার কিছুমাত্র মমতা থাকে, যদি স্থলতানের ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্র, পরিবার, আত্মীয়, স্বজন সকলের সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে না চাও তবে শীঘ্র বল।

জুলফিকার। সৈফুদ্দিন, আমার প্রাণের মায়া আছে—তাইতো এমন একটা পাপের পাহাড় মাথায় তুলে নিতে ভয় পাচ্ছি। কন্যার মমতা আছে—তাইতো নিজে হাতে করে তাকে দরিয়ায় ডুবিয়ে দিতে সাহস হচ্ছে না। আর পুত্র পরিবার?—নিজে হাতে করে সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলে পুত্র পরিবার কোথায় দাঁড়াবে সৈফুদ্দিন?

সৈফুদ্দিন। তুমি ওই সব বাজে কথায় আমাকে ভুলাবে মনে করেছ বৃদ্ধ? তা পারবে না। শোন, আমি তোমায় আর এক মুহূর্ত্তমাত্র সময় দিচ্ছি। মন স্থির কর,—বল তোমার কন্যা কোথায়?

জুলফিকার। সৈফুদ্দিন, সৈফুদ্দিন, এ বুড়োকে দেখে তোর দয়া হচ্ছে না? দেখ দেখি, আমার মুখপানে তাকা দেখি, আমার চোখে চোখে চা দেখি,—কেমন তোর চোখে জল আসে না?

সৈফুদ্দিন। না, এ কিছুতেই নিজের ভাল বুঝবে না। তবে আর আমি কি করব? যা ঘটবার ঘটুক, এতে আমার কোন দোষ নাই। কিন্তু—না এতে কোন কিন্তু নাই। আমি হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করব। রক্ষীগণ, একে নিয়ে চল। সুলতানের আদেশ—দেখো যেন না পালায়।

জুলফিকার। বেশ, তবে নিয়ে চল, কোথায় নিয়ে যাবে। আমায় নিয়ে যাবার জন্য কোন জাহান্নমের দ্বার মুক্ত করে রেখেছ, একবার দেখে আসি। এই বৃদ্ধের শীতল শোণিতে কতগুলি অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত কর্ত্তে হবে, চল একবার দেখে আসি। এই শুষ্ক অস্থি পঞ্জরে কার সর্ব্বনাশের পাশা তৈরী হবে, চল—চল,—দেখে আসি।

৩য় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ গ্রাম্যপথ,—বৃক্ষতল।

সময়—অপরাহ্ণ।

নাদির, নূর ও সমসেরের প্রবেশ।

নাদির। নূর, সমসের, এইখানে বসে একটু জিরিয়ে নে। সেই সকাল থেকে চলে চলে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, রোদে আপাদমস্তক ঝলসে গেছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সমসের। না দাদা, আর তো বেশী পথ বাকী নেই। একেবারে বাড়ী গিয়েই বিশ্রাম করব। এখানে বসলে যে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না।

নাদির। না ভাই, আমরা ব্যাটাছেলে, আমাদের সব সয়। কিন্তু নূর পারবে কেন? দেখছিস না ব্যাচারীর মুখখানি শুকিয়ে গেছে, আর চলতে পার্চ্ছে না। নে এই গাছের তলায় বোস, সঙ্গে যা খাবার আছে তাই খেয়ে একটু জল খা, তারপর যাওয়া যাবে এখন।

(সকলের উপবেশন—গাহিতে গাহিতে কলসী লইয়া
গ্রাম্যবালিকাগণের প্রবেশ)

গ্রাম্যবালিকাগণ। গীত।

ও মোর পিয়ারে !—
নিপট, কপট, শঠ, লম্পট,—কুলীশকঠিন তোর হিয়ারে !
দু'টী কোমল বাহুবল্লরী দিয়ারে, জড়ায়ে ধরিনু তোর গলে,
কেমনে পলায়ে গেলি আগুন জ্বালিয়ারে—
অবলা ভুলাইলি ছলে ?
কোথায় মজিলি পিয়া কারে ভালবাসিয়া,
কেমনে রহিলি পাশরিয়ারে ?
নিতি আসি, নিতি যাই, নিতি তোর পথ চাই,
আঁখিবারি আঁচলে মুছিয়ারে,—
কত যে বেদনাভরে পরাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে
বিফলে তুঁহারে পিয়া চু রিয়ারে !

(পশ্চাতে কলসী লইয়া আকবরীর প্রবেশ)

১মা বালিকা। বাঃ দিব্বি ফুট্‌ফুটে মেয়েটীতো। হাঁগা তোমরা কোত্থেকে আসছ গা ?

নূর। আমরা গফুরাবাদ মামার বাড়ী থেকে আসছি।

২য়া বালিকা। গফুরাবাদ ?—সে যে অনেক দূর। এখান থেকে প্রায় ছ' সাত ক্রোশ।

৩য়া বালিকা। তুই কেমন করে জানলি লা ?

২য়া বালিকা। কেন আমার ফুফুর বাড়ী যে সেখানে।

৪র্থা বালিকা। এরা দু'টী বুঝি তোমার ভাই ?

নূর। হাঁ।

৫ম বালিকা। হ্যাঁ গা, কেমন লোক তুমি, অমন সোমত্ত বোনকে এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে এসো ?

১মা বালিকা। নে ভাই, কেন মিছে বাজে কথায় সময় নষ্ট কচ্ছিস ? কে কার বোনকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো, কি বাজারে বেচে এলো, তাতে আমাদের কি ?

সামসের। কি ?—

নাদির। শান্ত হও ভাই। যারা গরিব, তাদের অমন কথায় কথায় রাগ কর্লে চলে না।

১মা বালিকা। ওমা যাব কোথা ?—এক রত্তি ছেলে তার গোস্বা দেখ ! রাগে যেন একেবারে ডিগবাজী খাচ্ছেন। তা করনা বাবু তোমাদের বোনকে নিয়ে তোমাদের যা খুসী—আমাদের কি ?

২য়া বালিকা। চ' বোন, বেলা গেল, জল নিয়ে যাই। মিছে বাজে লোকের সঙ্গে বকর বকর ভাল লাগে না। এরপর বাদসার সেপাইরা সব শিকার খুঁজতে বেরুবে, তখন যাকে হাতের কাছে পাবে ধরে নিয়ে গিয়ে বাদশার কাছে হাজির করে দেবে।

সকলে। হ্যাঁ ভাই, চল্ চল্।

(বালিকাগণের প্রস্থান)

আকবরী। হ্যাঁ ভাই, তোমরা কি বড় গরিব ?

নাদির। তুমি একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন?

আকবরী। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি কেন?—আমরাও গরিব,—বড় গরিব। গরিবকে সবাই ঘৃণা করে, ভুলেও কেউ একটী মিষ্টি কথা কয় না। গরিবের দুঃখু গরিবের ব্যাথা শুধু গরিব জানে, আর বাবার মুখে শুনেছি খোদা জানেন। তাই গরিব দেখলে তাকে বড় আপনার জন বলে মনে হয়।

নূর। তোমার নাম কি বোন?

আকবরী। আমার নাম আকবরী।

সমসের। তোমাদের বাড়ী কে কে আছে ভাই?—আমার মা নাই, তোমার মা আছেন?

আকবরী। না ভাই আমিও মাতৃহীনা। পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে শুধু এক বাবা আছেন, আর—আর—

(শির নত করিল)

সমসের। তোমারও মা নাই, আমারও মা নাই। আমাদের দু'জনার একই ব্যাথা। হ্যাঁ ভাই, তুমি আজ থেকে আমার বোন হবে?

আকবরী। আমারও একটী ভাই বড় সাধ। আজ থেকে তুমি আমার ভাই হবে?

সমসের। তবে তুমি আমায় কোলে নাও—

আকবরী। এসো। (আকবরী বাহু প্রসারিত করিলে সমসের তাহার কোলে আসিল)

নাদির। খোদা! খোদা! অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি! কে বলে গরিব গরিব? এমন হৃদয়ের তুলনায় কি ছার হীরা মতি মাণিক আসরফি? (প্রকাশ্যে)—আকবরী, তোমার কি বিবাহ হয় নি?

আকবরী। (ঘাড় নাড়িয়া) হুঁ।

নাদির। তুমি কি তোমার স্বামীর ঘরে থাক না?

আকবরী। তিনিও আমাদেরই মত গরিব। তাঁর আলাদা বাড়ীঘর নাই। তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাকেন।

নূরী। গরিব বলে দুঃখ কি বোন? বাবা বলেন মানুষ বহুভাগ্যে গরিব হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। গরিবরা পদে পদে খোদার নাম নিয়ে ধন্য হয়। ধনবানেরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত।

আকবরী। আমি চাষার মেয়ে, অতশত বুঝি না। তবে আমি একরকম বেশ আছি। দিন রাত খাটি—রাঁধি বাড়ি, জল তুলি, কাঠ কুড়ুই, বুড়ো বাপের এবং স্বামীর সেবা করি,—তাতেই আমার দিন কেটে যায়। আর দুঃখু কষ্ট অভাব—ও সব এখন একরকম গা সওয়া হয়ে গেছে।

(বালিকাগণের কলসীপূর্ণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

১মা বালিকা। ওমা, কি ঘেন্না! কি লজ্জা!—চেনা নেই, শুনা নেই, আঠার বছরের সোমত্ত মাগী সেই জল বিছুটে ছোঁড়াটাকে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরেছে!—মরণ হয় কি?

২য়া বালিকা। সাধে কি বলি ছোট লোকের রকমই ঐ। যে যা সে তাই খোঁজে।

৩য়া বালিকা। যাক গে ভাই, আমাদের কি? সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখনো জল নিয়ে বাড়ী যাবার নামটী নেই। চ' ভাই আমরা চলে যাই, ও থাক পেছনে পড়ে। এরপর সরকারী সেপাইদের হাতে পড়লেই মজাটা টের পাবেন।

(বালিকাগণের প্রস্থান)

আকবরী। বেলা গেল ভাই। এইবার আমি যাই। বেশী

দেরী হলে আমার বাবা ভাববেন। হ্যাঁ ভাই, আমার নাম তো আমি বল্লুম, তোমাদের নামতো তোমরা বল্লে না?

সমসের। আমার নাম সমসের, আমার দাদার নাম নাদির, আমার দিদির নাম নূর৷

আকবরী। মনে রেখো ভাই, তুমি আমার আপন ভাই। আবার যখন এই পথ দিয়ে যাবে, এই গরিব বোনকে ভুলে যেও না,—একবার দেখা দিয়ে যেও।

সমসের। আমি তোমায় কক্ষণো ভুলব না।

নূর। আমরা কেউ তোমায় ভুলব না। কিন্তু বোন তোমায় কোথায় খুজে পাব?

আকবরী। এই মাঠের ওপারে খেজুর গাছের আড়ে ঐ যে একখানি কুঁড়ে ঘর দেখছ, ঐ আমাদের বাড়ী। যাই ভাই, আর দাঁড়াব না। (প্রস্থান)

নাদির। এ কি রূপ!—চাষার মেয়ে এত সুন্দরী হতে পারে এ যে আমার কল্পনার অতীত। তাইতো, এ বালিকাকে দেখে আমার প্রাণের ভিতর এ কি হচ্ছে?—না, না, এ যে বিবাহিতা। ছি, আমি কি ভাবছি!

(ইতিমধ্যে আকবরী পা হড়্কাইয়া অগাধ
জলে পড়িয়া গিয়াছে)

নেপথ্যে আকবরী। ওগো, কে আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর—ডুবে মলুম—ভাই ভাই, শীগ্গির এসো,—আমি সাঁতার জানি না। ভাই, নাদির—সমসের—

নাদির। ওকি?—সেই বালিকার কণ্ঠস্বর—বুঝি জলে পড়ে গেছে।

সমসের। দাদা দাদা, শীঘ্র যাও, আমার দিদিকে বাঁচাও।

নাদির। ভয় নাই, ভয় নাই। নূর, সমসের তোরা এইখানে থাক, কোথাও যাসনে। (দ্রুত প্রস্থান)

(নূর ও সমসের একদৃষ্টে নদীর দিকে দেখিতে লাগিল—ইতি মধ্যে পা টিপিয়া টিপিয়া শয়তান, সেফুদ্দিন ও কতিপয় রক্ষীর প্রবেশ—শয়তান নূরকে অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল)

সৈফুদ্দিন। রক্ষীগণ, তোমরা পেছন দিক থেকে যাও—একেবারে ধরেই মুখ বেঁধে ফেলবে। ছোঁড়াটার জন্য ভেবো না। যদি চেঁচায়, চুপ করাতে বেশী সময় লাগবে না। যাও।

(দুইজন রক্ষী পশ্চাদ্দিক হইতে গিয়া নূরের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল)

সমসের। একি! ওগো তোমরা একি কর্চ্ছ? আমার দিদিকে বাঁধছ কেন? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

সৈফুদ্দিন। চুপ কর হারামজাদ।

সমসের। দাদা, দাদা, শীগ্‌গির এসো। আমার দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।—দাদা, দাদা শুনতে পাচ্ছ না—শীগ্‌গির এসো। ওগো, দোহাই তোমাদের, আমরা কোন দোষ করি নি। তোমরা না হয় আমাকে বেঁধে নিয়ে যাও, আমার দিদিকে ছেড়ে দাও।

সৈফুদ্দিন। চুপ কর বলছি।

সমসের। চুপ করব? কেন চুপ করব?—তোমরা বিনাদোষে আমার দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাবে আর আমি চুপ করে থাকব? আমি কি পুরুষ নই? দেখি কার সাধ্য আমার দিদিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়।

(পার্শ্বে একখানি শুষ্ক বৃক্ষশাখা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া নূরের বন্ধনকারী সৈনিকের মাথায় মারিতে গেল)

সৈফুদ্দিন। তবে রে কম্‌বক্ত—জাহান্নমে যা।

(পদাঘাত)

সমসের। উঃ খোদা,—আমার দিদিকে রক্ষা কর। (মূর্চ্ছা)

সৈফুদ্দিন। যাও, নিয়ে যাও।—(নূরকে লইয়া রক্ষীগণের প্রস্থান)—হাঃ হাঃ হাঃ !!!

(প্রস্থান)

(বামহস্তে একটী লণ্ঠন ও দক্ষিণ হস্তে ধৃত যষ্টি স্কন্ধের উপর স্থাপিত মোল্লাবাসীর প্রবেশ—পশ্চাতে একটী বালক শিষ্য।

গীত।

মোল্লাবাসী।

পঢ়ো কলমা মহম্মদকা মহম্মদ নাম লে লেকর।
করো ইস্‌লামকো কায়েম খোদা কা নাম লে লেকর॥

শিষ্য। করো জন্নৎমে ঘর আপনা মহম্মদ নাম লে লেকর।
মহম্মদকো করো রাজী খোদাকা নাম লে লেকর॥
তুম্‌হে অ্যায় মোমিনো লাজিম হ্যায় হো হজরৎকে উম্মৎমে।
বাজাও দীনকা ডঙ্কা মহম্মদ নাম লে লেকর॥

মোল্লাবাসী। ইন্‌সানো কি খিদ্‌মৎসে গুজারিশ এক করতাহুঁ।
পঢ়ো কলমা মহম্মদকা খোদাকা নাম লে লেকর॥

শিষ্য। জনাব জনাব, দেখুন, একটী ছেলে পথের উপর ঘুমিয়ে আছে।

মোল্লাবাসী। কই?—তাইতো এ কি? কার এ সোণার কমল

এমন করে ধূলায় গড়াগড়ি যায় ?—(নিকটে গিয়া)—ও ভাই, ওঠ, ওঠ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে—(ধাক্কা দিয়া)—ওঠ।

সমসের। উঃ দিদি, দিদি,—

মোল্লাবাসী। একি, এ শিশু এমন কচ্ছে কেন ? এ যে মূৰ্চ্ছাভঙ্গের লক্ষণ।—(পরীক্ষা করিয়া)—অতি দুর্ব্বল, তাতে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। মূৰ্চ্ছাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবিয়োগও হতে পারে। ইউসুফ, শীঘ্র যাও, জল নিয়ে এসো। (শিষ্যের প্রস্থান)—কোন অন্ধের যষ্টি এ, কোন অভাগিনীর নয়নের তারা, কার বাগানের কচী এ ফুল—কে এমন করে অযতনে অন্ধকারে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ?—(শিষ্যের জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ—মোল্লাবাসী কর্ত্তৃক জল সিঞ্চন)—এত বড় দুনিয়াটার ভিতর এর আপনার বলতে কি কেউ নাই ?—না না, আছে—খোদা, খোদা, তুমি আছ। মেহেরবান, তুমিই মুস্কিল সৃষ্টি করেছ, তুমিই আসান করে দাও।—(সমসরকে তুলিয়া লইয়া)

পঢ়ো কলমা মহম্মদকা খোদাকা নাম লে লেকর।
করো জন্নৎমে ঘর আপনা মহম্মদ নাম লে লেকর॥

(শিষ্যসহ মোল্লাবাসীর প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(খর গামিনী তটিনী পূর্ণিমার ভরা জোয়ার লইয়া মত্তপ্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে—নদীতীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘণীভূত—আকাশে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইতেছে—নদীগর্ভে নাদির ও আকবরী)

নাদির। আকবরী, আমার কাঁধে ভর দিয়ে স্থির হয়ে থাক, নড়ো চড়ো না, শুধু কোন রকমে মাথা ভাসিয়ে রাখ।

আকবরী। না, আমি আর নড়ব না। কিন্তু তুমি পারবে কি—এই ভরা গাংয়ের পাগলা জোয়ার ঠেলে আমায় নিয়ে সাঁতরে পার হতে ?—

নাদির। খোদা জানেন—আকবরী, খোদা জানেন।

(নদীতীরে জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। আর কোথায় খুঁজবো ? পাড়ার মেয়েরা একে একে জল নিয়ে চলে গেল, সবাইকে জিজ্ঞাসা কলুম, কেউ উত্তর দিলে না। নদীর ধারে ঘাটের আশে পাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম কোন সন্ধান নাই। চিৎকার করে ডাকলুম, কেউ সাড়া দিলে না।—আকবরী আকবরী, কোথায় তুই জবাব দে। আমি তোর বুড়ো বাপ জেলাল—আমার অন্ধের যষ্ঠি তুই—কোথায় আছিস জবাব দে। হায়, যদি তাই হয়—আমার ভাবতে সাহস হচ্ছে না,—যদি তাই হয়, তবে তার চেয়ে যে তোর জলে ডুবে মরা ছিল ভাল।

আকবরী। নাদির, তুমি মরদ বটে। আমি দেখছি তোমার বল টুটে আসছে, তুমি তোড়ের মুখে আর এক পাও এগুতে পার্চ্ছ না। আমায় নিয়ে তুমি পারে উঠবে সে আসা আর নাই,—তবু

বলছি তুমি মরদ বটে। নাদির, এইবার আমায় বিদায় দাও। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বৃথা মরবে কেন?

(শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। কি বৃদ্ধ, কন্যাকে খুঁজছ?—ঐ দেখ।

জেলাল। এ কি!!!—অ্যায় মেরে আল্লা রহিম!—এ কি!

শয়তান। ব্যাস্। তুমি যদি অমন রহিম রহিম করবে তবে আমি চল্লুম। তুমি এইখানে বসে চেঁচাও, আর তোমার রহিম এসে তোমার মেয়েকে বাঁচাক।

জেলাল। না না, যেওনা, আমায় উপায় বলে দিয়ে যাও। আমি বুড়ো মানুষ, একটা পিঁপড়ের বলও তো আমার গায়ে নাই। আমি কেমন করে এই দিবানী দরিয়ার স্রোতের মুখ থেকে তা'কে রক্ষা করব? ঐ ভেসে যাচ্ছে—গেল—না না, যাব যাব,—খোদা! আমি যাব।

(অবতরণোদ্যোগ)

শয়তান। দাঁড়াও বৃদ্ধ, শোন। তুমি পারবে না। তোমার চেয়ে চতুর্গুণ বলশালী এক মূর্খ যুবক তোমার কন্যাকে উদ্ধার করবার জন্য ওই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে। তা'কে ভর করে তোমার কন্যা এখনও বেঁচে আছে। নইলে সে এতক্ষণ ওই স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যেত। ওই দেখ,—দেখতে পাচ্ছ?

জেলাল। না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। আমি শুধু দেখছি আমার আকবরী, আমার সোণার আকবরী বানের জলে ভেসে যাচ্ছে। না, কৈ তাও দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখের সম্মুখে সারা দুনিয়াটা ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে। ওগো, তোমার চোখদুটো তো

আংরার মত ধক্ ধক্ করে জলছে।—তুমি দেখ—দেখে যা হয় একটা কিছু উপায় কর—আমার মেয়েকে বাঁচাও।

শয়তান। তোমার মেয়েকে বাঁচাব?—বিনিময়ে তার কি দেবে তুমি?

জেলাল। কি আছে আমার?—কি দেব? আমি গরিব, নিতান্ত গরিব। আমার কিছু নাই। আছে শুধু এই আশাহীন শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য প্রাণ। তোমার প্রয়োজন থাকে নিতে পার।

আকবরী। নাদির, আর আমায় ধরে রেখো না। আমি বুঝেছি তুমি পারবে না। কেন মিছে মরবে?—আমায় যেতে দাও—আমি যাই।

নাদির। কোথায় যাবে আকবরী?

আকবরী। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে একটা ছোট পাহাড় এই নদীর মুখে বাঁধের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই অগাধ জলের রাশি তা'কে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে একেবারে দশহাত নীচে পড়ছে। সেইখানে আমার কবর তৈরি হয়ে আছে—খোদা নিজের হাতে তৈরি করে রেখেছেন। দেখছ না আমি সেইখানে চলেছি।

নাদির। তবে চল আমিও যাই। আকবরী, মানুষ মরবার জন্যই জন্মায়। কেউ মরে দু'দিন আগে, কেউ বা মরে দু'দিন পরে। কিন্তু এমন মরা ক'জনার ভাগ্যে ঘটে?

শয়তান। জেলাল, আমি তোমার কন্যাকে বাঁচাব। বিনিময়ে তার অঙ্গীকার কর তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমায় দেবে?—তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তোমার ইহপরকাল, তোমার দেহ মন প্রাণ, তোমার কন্যা, তোমার আপনার বলতে যা কিছু আছে—সব আমার?

জেলাল। আমি অঙ্গীকার কর্চ্ছি—খোদা সাক্ষী—আজ থেকে

আমার যা কিছু আছে সব তোমার। তুমি শুধু আমার মেয়েকে বাঁচাও।

শয়তান। খোদার দোহাই নয়—আমার হাতে হাত দাও—বল আজ থেকে তুমি আমার?—(হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল)

জেলাল। (শয়তানের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক)—আমি তোমার,—আমি—উঃ—আগুন! আগুন!—জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! (মূর্চ্ছা)

শয়তান। (নদীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—তটিনী রুদ্ধ হও—জল উপে যাও—বায়ু স্তব্ধ হও।—(নিমেষে নদীর জল অন্তর্হৃত হইল)—নাদির! আকবরী! উঠে এসো।— (উভয়ে অতি কষ্টে উঠিয়া আসিল—তীরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—নদীর জল পুনরায় পূর্ব্ববৎ হইল)—জেলাল! জেলাল! ওঠ, তোমার কন্যাকে কোলে নাও।

জেলাল। (উঠিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিল—মুহূর্ত্তপরে কন্যার নিকট ছুটিয়া গেল।—পরীক্ষা করিয়া)—আছে, আছে, এখনও বেঁচে আছে।

শয়তান। জেলাল, যদি কন্যাকে বাঁচাতে চাও তবে তা'কে অবিলম্বে গৃহে নিয়ে যাও। আকবরী! ওঠ, গৃহে যাও।

(আকবরী অতিকষ্টে উঠিয়া কোন প্রকারে জেলালের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইল)

জেলাল। কিন্তু তুমি কে?

শয়তান। আমি কে?—হাঃ হাঃ হাঃ!—আমি কে? ক্রমশ পরিচয় পাবে। যাও, আজ হ'তে তৃতীয় দিবসে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার সাক্ষাত পাবে।—(জেলাল ও আকবরীর প্রস্থান) (নাদিরের প্রতি)—মূর্খ মানব! তুমি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে

পরের জন্য প্রাণ দিতে শিখেছ ? তোমার এ ভ্রান্ত শিক্ষার অন্ধকার ঘুচিয়ে আমি তোমায় নূতন আলো দান করব। যার তাড়নায় মানুষ কাপুরুষ হয়, আমার অধিকার মানতে চায় না, তোমার বুক থেকে সেই অকর্ম্মণ্য বিবেকটাকে বার করে ফেলে তোমার এই মুমূর্ষু প্রাণে নূতন শক্তি সঞ্চার করব,—নূতন চোখে দুনিয়া দেখতে শেখাব। সমগ্র মানব-মণ্ডলির উপর আমার একাধিপত্য স্থাপন করব—এই পৃথিবীতে আমার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

সরিফার উদ্যান বাটী।

পূর্ণিমা রাত্রি।

গাহিতে গাহিতে সরিফার প্রবেশ।

সরিফা। গীত।

শ্মশান-পরাণে পাষাণ বাঁধিয়া আরতো সহিতে নারি,—
নয়ন-পুত্তলী গিয়াছে হারায়ে, আঁধার আইল ঘিরি।
আমার হিয়ার একটী মাণিক, একফোঁটা সুখ দুঃখের পাথারে,—
অসীম হইতে একটী বিন্দু করুণার মত পেয়েছিনু তারে—
ত্রিদিব-কুসুম ফুটিল না হেথা, মরুমাঝে হায় পড়েছে ঝরি।
আসিবে না আর, হাসিবে না আর, জাগিবে না, মোরে জাগাবে না আর!-
রুদ্ধকণ্ঠে নয়ে হাহাকার, দীর্ণবক্ষে বেদনার ভার,
বাহিতে যে গো পারিনা আর—ডুবে যায় ভাঙ্গা তরী।

হায়, সে আর ফিরে আসবে না, আর আমায় আধ আধ বোলে মা বলে ডাকবে না, তার অফুরন্ত হাসিতে আর আমায় পাগল করে দেবেনা। খোদা, খোদা, এ কি বিধান তোমার!—যেখানে যে থাকবে না তা'কে সেখানে কেন পাঠাও? যেখানে যে ফুল ফুটবে না তা'কে সেখানে কেন ফোটাও? কাঙ্গালের হাতে মাণিক তুলে দিয়ে আবার কেন কেড়ে নাও—কেন তাকে চোখের জলে ভাসাও? হানিফ! হানিফ! কেন এসেছিলি, কেন চলে গেলি,—কোথায় গেলি? পরলোকগত দেবতার স্মৃতিচিহ্ন তুই, কোথায় তোকে হারিয়ে ফেল্লুম?

(সমসেরকে কোলে লইয়া মোল্লাবাসীর প্রবেশ—পশ্চাতে শিষ্য)

মোল্লাবাসী। সরিফা, সরিফা, শান্ত হও। তোমার হানিফ ফিরে এসেছে।

সরিফা। কে, হজরৎ?—বাবা? শেষ তুমিও কি আমায় পরিহাস কর্ত্তে এসেছ? হায়, নর্ত্তকী কি মানুষ নয়? সে কি নিজের পেটের ছেলেকেও ভালবাসতে পারে না? যে অমৃত-পিযূষ পান করে মানুষ মানুষ হয়, তা'তে কি নর্ত্তকীর বুকও ভেসে যায় না?—হায়, আজ আমার হানিফ নাই, আমার বুকে দুধের বান ডেকেছে। দেখ, দেখ বাবা আমার বক্ষের বসন সিক্ত।

মোল্লাবাসী। সরিফা, সরিফা, আমি সত্য বলছি তোমার হানিফ ফিরে এসেছে। দশমাসের শিশু এই তিন দিনে দশ বছরের হয়ে ফিরে এসেছে। এই নাও, একে বুকে করে মানুষ কর।

সরিফা। কিন্তু হজরৎ, এ বালক কে? আমি তো একে চিনি না।

মোল্লাবাসী। আমি চিনি। আমি বলছি এই তোমার হানিফ। আমার কথায় বিশ্বাস কর।

সরিফা। কেমন করে করব জনাব? দশ বছরের ছেলে, এর যে জ্ঞান হয়েছে—এ যে নিজের বাপ, মা, ভাই, বোনকে চিনিতে শিখেছে। এ আমায় মা বলতে রাজি হবে কেন? আমার কাছে থাকতে চাইবে কেন? আর যা'দের ছেলে তারাই বা কি বলবে? পৃথিবীতে কোন পিতামাতা নিজের সন্তানকে ঘৃণিতা নর্ত্তকীর গৃহে প্রতিপালিত দেখতে চায়? আর—

মোল্লাবাসী। আর কি সরিফা?

সরিফা। জনাব, আমি যে মায়ের ব্যাথা বুঝতে শিখেছি। এর হতভাগিনী মা কি করবে?

মোল্লাবাসী। শোন সরিফা, এই শিশু মূর্চ্ছিত হয়ে পথের ধারে পড়ে ছিল, আমি একে তুলে নিয়ে যাই। খোদার দয়ায় আমার ঔষধে এর কিছুক্ষণের জন্ত চেতনা হয়েছিল। সেই সময় আমি এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। এর পিতা আমার পরিচিত। এ জানে না, কিন্তু আমি জানি আজ প্রভাতে এর হতভাগ্য পিতা জুলফিকার রাজরোষে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেখান থেকে আর সে বেরুতে পারবে এমন সম্ভাবনা নাই। এর ভগ্নিকে সুলতানের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে—সেনাপতি সৈফুদ্দিনের আদেশে। এর ভাই এক অপরিচিতা কৃষককন্যাকে রক্ষা করবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—আর ফিরে আসে নি। শৈশবে মাতৃহীন, আজ পৃথিবীতে এর আপনার বলতে একমাত্র খোদা ভিন্ন আর কেউ নাই। সরিফা, তুমি এর মা হও। আজ থেকে এর নাম হোক হানিফ।—ও কি! সরিফা, তবু তুমি কাঁদছ!—(শিষ্যের প্রতি)—ইউসুফ, তুমি সরিফাকে সান্ত্বনা দাও—গাও—"দম্‌বদম্ দিল্‌মে মেরে ইয়াদ্ নবী আতি হ্যায়"।

শিষ্য। গীত।

দম্‌বদম্‌ দিল্‌মে মেরে ইয়াদ্‌ নবী আতি হ্যায়।

মোল্লাবাসী। গাও সরিফা তুমিও গাও। তোমার জ্বালা জুড়াবে, তুমি প্রাণে শান্তি পাবে।

শিষ্য ও সরিফা। গীত।

দম্‌বদম্‌ দিল্‌মে মেরে ইয়াদ্‌ নবী আতি হ্যায়।
ডাক পর ডাক মদিনে কি চলি আতি হ্যায়।
কুচ্‌ কব্‌ হিন্দ্‌সে হোতা হ্যায় মদিনে কি তরফ্‌।
দেখেঁ কিস্‌ওয়ক্‌ৎ উয়ো সা আৎ উয়ো ঘড়ি আতি হ্যায়॥
মকসদ্‌ কুল্‌ হো রওয়া সব্‌কি হাজৎ তুম্‌সে।
ইয়া মহম্মদ মুঝে হাজৎ তলবী আতি হ্যায়॥
নক্সা ফের যাতা হ্যায় আখোঁকে ওলে জন্নৎ কা।
ইয়াদ্‌ যব মুঝকো মদিনে কি গলি আতি হ্যায়॥
খওফ্‌ দুনিয়ামে ক্যায়ামৎকা ন'থা অ্যায় শোরৎ।
দেখ্‌ রহমৎ তেরে লেনেকো চলি আতি হ্যায়॥

মোল্লাবাসী। সরিফা, আপাততঃ আমার অনেক কাজ আছে। আজ আমায় বিদায় দাও, আবার শীঘ্রই দেখা হবে।

সরিফা। জনাব, আদাব! আদাব! আদাব!

পঞ্চম দৃশ্য।

কাজভীন রাজপ্রাসাদে সুলতান তাহ্‌মাসের প্রমোদ-গৃহ।
একপার্শ্বে উপরে আরাম-কক্ষে যাইবার সিঁড়ি।

সময়—রাত্রি।

তাহ্‌মাস, অমাত্যগণ ও বন্ধুগণ আসীন। নটীগণ গাহিতেছিল—
সুলতান ও অমাত্যগণ মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেছিল।

গীত।

নটীগণ।

লুটায়ে পড়ে সখী আলুথালু পরিধান-বাস,
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী, ভূঁয়ে লুটায় কেশপাশ।
জাগরণে জাগে নয়নে স্বপন, ঘুমঘোরে শিহরে হিয়া ঘন ঘন,—
উহুহুঃ!—খুলে দে কাঁকন,—বড় ভার ফুলহার বহিতে ঘন বহে শ্বাস!
বারণ করে দে সখী তটিনী গাহেনা যেন কুল্ কুল্ কুল্,
বারণ করে দে সখী মলয় আনে না যেন পরিমল লুটিয়া মুকুল;—
কোথায় ফুটেছে সখী ফুল?—আমারে যে করিল আকুল!
বঁধু মোর পরদেশে,—আজ আসে কাল আসে,—
বুঝি সখী নাহি আসে—বুঝি সখী ফুরাইল আশ।

তাহ্‌মাস। নাঃ, সৈফুদ্দিন দেখছি কোন কাজের নয়।, এখনো সেই মেয়েটাকে এনে হাজির কর্ত্তে পার্লে না।

১ম পারিষদ। জাঁহাপনা, কিছু ভাব্‌বেন না। জাঁহাপনার হুকুম, আর সৈফুদ্দিন মিঞার চেষ্টা—এ দুই একত্র হলে অসাধ্য সাধন কর্ত্তে পারে, তা এ আর কাজটা কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদ করুন। সে তা'কে ঠিক সময়ে এনে হাজির করে দেবে।

তাহ্‌মাস্‌। আমোদ করব?—কি নিয়ে আমোদ করব? আমোদের সরঞ্জাম তো চাই।

২য় পারিষদ। জাঁহাপনার আমোদের ভাবনা কি? সেই বুড়ো জুলফিকার মিঞাকে একবার ডেকে পাঠান না, দেদার রগড় হবে এখন। যতক্ষণ জুতো না আসেন ততক্ষণ কানমলাই চলতে থাকুন না।

৩য় পারিষদ। ঠিক কথা। মেয়ে নাই, মেয়ের বাপ তো আছে। সেই না হয় মেয়ের হয়ে আমাদের জাঁহাপনাকে একটু খাতির করে যাক।

তাহ্‌মাস। আচ্ছা তবে তাই হোক। কে আছ?—(জনৈক প্রহরী প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিল)—যাও, কারাগার হ'তে সেই বৃদ্ধ জুলফিকারকে নিয়ে এসো।

১ম পারিষদ। ততক্ষণ তোমরা নাচগান চালাও, আসর জমিয়ে রাখ।

২য় পারিষদ। হাঁ হাঁ—বেস একটা লচ্‌পচে গোছের—

নটীগণ। গীত।

আবো আবো সেইঞা!—লুটো, লুটাবো,
উঠাবো, ছুটাবো প্যারে খুসিকি তুফান!
তোরি নজরিয়াসে হোঃ হোঃ জিগরিয়া হায়রান,—
আবো, টাহ্‌লাবো, বাহ্‌লাবো, বাঁচাবো মেরে জান!
সরাবে ইস্কে শুলে আশমানসে বনা হুয়া মেরে প্যারে—
পিয়ো পিলাবো, হিলো হিলাবো, ডোলো ডোলাবো হারে!—
(দেখো) চাঁদি কি দরিয়ে পর সোনে কি নাইঞা
ফলতি ফুঁলো কি বিছান—
আবো, আবো সেইঞা, রাতিয়া বিত যায়রে—যওয়ানী চলি যায়রে—
হাওয়াসে উড় যায়রে তোরি নিশানী নিশান!

(শৃঙ্খলাবদ্ধ জুলফিকারকে লইয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)

তাহ্‌মাস। (নটীগণের প্রতি)—আচ্ছা তোমরা এখন যাও।

১ম পারিষদ। আইয়ে জনাব, আইয়ে—তস্‌রিফ্ লাইয়ে—ইনায়েৎ ফরমাইয়ে—গোস্তাকী মাফ্ কিজিয়ে।

তাহ্‌মাস। বৃদ্ধ, দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা এখনো তোমার কন্যার দর্শন পেলেম না। যদি আমাদের দুর্দ্দশায় তোমার কিছুমাত্র দয়া হয় তো এখনো বল—কোথায় গেলে, কি কলে আমরা তোমার কন্যাকে পাব।—(জুলফিকার নিরুত্তর—তাহ্‌মাস মুহূর্ত্তকাল উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া পরে)—উত্তর দাও জুলফিকার আলি। নীরব কেন?—

জুলফিকার। কি উত্তর দেব সুলতান? তোমার কথার উত্তর দেবার মত ভাষা আমার নাই। উত্তর দিতে পার্ত্তুম সুলতান যদি আমার কণ্ঠে বজ্র থাকতো, যার একটী নির্ঘোষে এই ধরণী ভীমবেগে কম্পিত হয়ে কেন্দ্রচ্যুত হত—যদি আমার নয়নে বহ্নি থাকতো, যার দোর্দ্দণ্ড জ্বালায় সমগ্র সৃষ্টি ভস্মীভূত হয়ে যেতো—যদি আমার ইচ্ছার তেমন অপ্রতিহত প্রভাব থাকতো, যে আমার একটী অঙ্গুলী সঞ্চালনে আরব সাগরের সমগ্র বারি রাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে এই অভিশপ্ত দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। সম্রাট আব্বাসের বংশধর, দয়ালু সম্রাট শাহ্ হুসেনের পুত্র তুমি, তোমায় আমি কি উত্তর দেব? তোমার জন্য উত্তর তৈরী হচ্ছে—খোদার কারখানায়—গলিত লৌহের মত উত্তপ্ত, শুষ্ক নরকঙ্কালের মত বীভৎস, ঝটিকাময়ী অমানিশায় জনহীন কবরস্থানের মত ভয়াবহ।

তাহ্‌মাস। বেশ বেশ। তুমি পণ্ডিত শুনেছি, বাগ্মী তা জানতুম না।—(রক্ষীদ্বয়ের প্রতি)—বেত লে আও—

—(একজন রক্ষী মুহূর্ত্ত মধ্যে একগাছি বেত লইয়া আসিল)—
লাগাও।

(রক্ষী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত—জুলফিকার এক পা নড়িল না, একটী কথা কহিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির নির্গত হইতেছিল এবং সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—সহসা যেন ভগ্নজানু হইয়া ভূমিতলে নতজানু হইল)

জুলফিকার। (ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া জোড় করে)—খোদা! খোদা! মেহেরবান! তোমারই জয় জয়কার। ঘৃণিত পিশাচদের সাধ্য কি তা'দের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তোমার সম্মুখীন হয়?

(মূর্চ্ছা)

তাহ্‌মাস। নিয়ে যাও। সচেতন হলে আবার এখানে নিয়ে আসবে।

(জুলফিকারের অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া
রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)

(সৈফুদ্দিনের প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। সুলতান তাহ্‌মাসের জয়!

তাহ্‌মাস। সৈফুদ্দিন, সৈফুদ্দিন, কি করে এলে বল? আমি অনেকক্ষণ তোমার প্রতিক্ষা কর্চ্ছি।

সৈফুদ্দিন। সব ঠিক করে এসেছি জাঁহাপনা। আমার অনুচরেরা তাকে নিয়ে আসছে। তবে—

তাহ্‌মাস। আবার তবে কি?

সৈফুদ্দিন। সে তার পিতারই মত একগুঁয়ে—কথার বাধ্য নয়। এখানে এতগুলো লোকের মধ্যে সে যদি সুলতানকে দেখে তবে তাকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন হবে।

তাহ্‌মাস। তা হ'লে তুমি কি কর্ত্তে বল?

সৈফুদ্দিন। কৌশল ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আমার মতে জাঁহাপনা উপরের বিশ্রাম কক্ষে যান, আমরা এইখানে থাকি। সে এলে তা'কে যেমন করে হোক জাহাপনার সম্মুখে হাজির করে দেব।

তাহ্‌মাস। উত্তম পরামর্শ। সৈফুদ্দিন, আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

সৈফুদ্দিন। তবে আর বিলম্ব করবেন না, সে এলো বলে।

তাহ্‌মাস। বেশ, আমি চল্লুম। দেখো যেন কোন রকমে না পালায়।

সৈফুদ্দিন। জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত থাকুন।—(তাহ্‌মাস সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল—নূরকে লইয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)—তোমরা যাও।—(রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)

নূর। এ কি!—এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে? আমায় এখানে আনলে কেন? না না, আমি যাই। আমার দাদা হয়তো এতক্ষণ আমায় খুঁজে খুঁজে না পেয়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। আমার ভাইকে তোমরা মেরেছিলে,—হয়তো সে এখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কত কাঁদছে। আমার বাবা হয়তো পাগলের মত পথে পথে ছুটোছুটি কর্চ্ছেন।—আমি যাই।

সৈফুদ্দিন। না না, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। তোমার পিতার অভিপ্রায় অনুসারেই তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, নইলে তোমাকে দিয়ে আমাদের দরকার কি? তোমার ভাইদের জন্যে ভেবো না। তারা এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম কর্চ্ছে।

নূর। বাবা আমাকে এখানে আনতে বলবেন কেন? আমরা তো বাড়ীই যাচ্ছিলেম, সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। আর—না না, তোমরা দুধের বাছা সমসেরকে মেরেছ, আমি তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস করি না।

সৈফুদ্দিন। আহা বিশ্বাস কর্ত্তে কি আমরা তোমায় বলছি? তুমি নিজেই ওই উপরের ঘরে গিয়ে দেখনা, তোমার বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা কর্চ্ছেন কিনা। আমরা যা যা করেছি সবই তাঁর আদেশে, তাঁর প্রয়োজনে। তাঁর কাছে গেলেই সব জানতে পারবে।

নূর। তিনি এখানে কেন আসবেন? তিনি তো আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়ের বাইরে কখনো যান না। এর আগে তো তিনি কখনো এখানে আসেন নি।

সৈফুদ্দিন। অমনি কি আর এসেছেন?—একটু দরকার পড়েছে তাই এসেছেন। সত্য মিথ্যা নিজে গিয়েই দেখনা। এতটা পথ যখন এসেছ তখন আর একটু এগিয়ে ওই ঘরটায় যেতেই বা দোষ কি?

নূর। বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু যদি তিনি ওখানে না থাকেন তবে কিছুতেই আমি তোমাদের আর এক কথাও বিশ্বাস করব না।

(নূর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল—সৈফুদ্দিন দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিল ও আনন্দে হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল—নূর অদৃশ্য হইলে উচ্চহাস্য করিতে করিতে উপবেশন করিল)

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ!—

১ম পারিষদ। আমাদের সৈফুদ্দিন সাহেবের আশ্চর্য্য বুদ্ধি।

২য় পারিষদ। তা আর বল্‌তে?—না হবে কেন, না হবে কেন!

৩য় পারিষদ। এই সময় কিছু নাচ আর গান আর সঙ্গে সঙ্গে পিপে ট্যাক মদ হলে ফুর্ত্তিটা জমতো ভাল।

২য় পারিষদ। এই তো রয়েছে—ঢাললেই হয়।

১ম পারিষদ। তবে আর কথা কি?—এসো বিস্‌মিল্লা বলে লেগে পড়া যাক।

(সকলে মদ্যপান করিতে লাগিল ও পরস্পর সাধাসাধি করিতে লাগিল—জুলফিকারকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। কি, একে এখানে নিয়ে এলি যে?

১ম রক্ষী। আজ্ঞে জাঁহাপনার হুকুম ছিল।

১ম পারিষদ। হাঁ হাঁ বুড়োটা ভারি বুড়ো কিনা—মোটে রক্তের জোর নাই। দু'ঘা বেত পিঠে পড়তে না পড়তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জাঁহাপনা ওকে নিয়ে একটু রগড় কর্ত্তে চেয়েছিলেন, তা আর হয়ে উঠলো না। তাই আর একবার নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

সৈফুদ্দিন। বটে?—তা বেশ করেছিস। আচ্ছা তোরা এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।—(রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান)—কি হে বুড়ো ওস্তাদ, একটু চৈতন্য হয়েছে, না এখনো নেশা আছে? ও'বেলা ধর্ম্মোপদেশ তো খুব দিলে,—তা এ'বেলা না হয় আমাদের সঙ্গে এক ঢোক টেনেই যাও। এসো—এসোনা—লজ্জা কি?

(পানপাত্র মুখের কাছে ধরিল)

১ম পারিষদ। কিহে নাও না? চোখ কান বুঁজে একটানে গিলে ফ্যাল। ওতে আর কি, নেশাও হবে না, জাতও যাবে না।

সৈফুদ্দিন। আহা আর অভিমান কেন?—নাও না।—(পানপাত্র

জুলফিকারের ওষ্ঠ স্পর্শ করিলে সে হস্ত দ্বারা উহা সরাইয়া দিতে গেল—খানিকটা সুরা ঝলকাইয়া পড়িয়া গেল)—ওঃ এখনো দেখছি খোঁয়ারী কাটে নি। আচ্ছা বুড়ো মিঞা, এত দেমাক তোমার কিসের? যা এক অহঙ্কার ছিল তা তো গেল—তবে আর কেন? তোমার মেয়ে—

জুলফিকার। (গর্জ্জিয়া উঠিল)—কি?

সৈফুদ্দিন। আর—কি?—তোমার কন্যার বরাৎ ফিরেছে—সে সুলতানের অঙ্কশোভিনী হয়েছে।

জুলফিকার। চুপকর মিথ্যাবাদী। যদি তুই আবার ঐ মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিস, তবে তোর রসনা এই মুহূর্ত্তে অসাড় হয়ে যাবে।

সৈফুদ্দিন। হাঃ হাঃ হাঃ!—মিথ্যা হলে তো। দুর্ভাগ্য তোমার যে এমন পণ্ডিত হয়েও তোমার ঘটে বুদ্ধি নাই। দেখ, তুমি আমার কোথা শোন। যা হবার তা তো হয়েছে, এখনো সমঝে চল। সুলতানের সঙ্গে আপোষে মেটাও—তোমার ভাল হবে।

জুলফিকার। সৈফুদ্দিন, সত্য বল—আমার কন্যা—আমার কন্যা নূর—(আর বলিতে পারিল না—শির নত করিল)

সৈফুদ্দিন। আমি সত্য বলছি তোমার কন্যা সুলতানের বিশ্রাম-কক্ষে, তাঁরই শয্যায় নিদ্রিতা। আমি নিজে তাকে এখানে নিয়ে এসেছি—এতে কোন সন্দেহ নাই।

জুলফিকার। তবে শোন সৈফুদ্দিন, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

সৈফুদ্দিন। আমায় অভিশাশ দিচ্ছ! বেশ বেশ—কি অভিশাপ আমায় দিচ্ছ?

জুলফিকার। আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—যেমন তুই আমার

কন্যার সর্ব্বনাশ কর্লি, আমার বুকে বজ্রাঘাত কর্লি—যদি খোদা থাকে- ধর্ম্ম থাকে, কোরাণ সরিফ সত্য হয়—তবে একদিন তুই এম্নি করে নিজে কন্যার সর্ব্বনাশ করবি। নিজে তার হাত পা বেঁধে এক কামু- কুক্কুরের লালসার বহ্নিতে তা'কে নিক্ষেপ করবি। আমার মত কোটি কেউটের বিষে তুই জর্জ্জরিত হবি,—জীবনে অশেষ জ্বালা, মরণে অনন্ত নরক ভোগ করবি।

সৈফুদ্দিন। ব্যাস্—আর একটা কথা কইলে তোর ওই কদর্য্য মুখে আমি এই জুতো শুদ্ধু লাথী ারব

(দ্বিতলে গুলির শব্দ – তাহ্মাস চিৎকার করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল)

তাহমাস। খুন কর্লে, খুন কর্লে—রাক্ষসী, পিষাচী, ডাইনী—খুন কর্লে—(অবতরণ)।

(পশ্চাতে ইতস্ততঃ পিস্তল দ্বারা গুলি করিতে করিতে নূর নামিয়া আসিতে লাগিল—তাহার কেশ আলুলায়িত, বসন অবিন্যস্ত, নয়ন ঘূর্ণিত)

সকলে। একি জাঁহাপনা—কি হয়েছে ?

তাহ্মাস। সর্ব্বনাশী, শয়তানী—আমার বালিসের নীচে গুলি ভরা পিস্তল ছিল—(পলায়ন

(একজন পারিষদ নূরের হাত ধরিতে গিয়া আহত হইয়া ভূপতিত হইল—অন্যান্য সকলে "শয়তানী, ডাইনী—মেরে ফেল্লে" ইত্যাদি চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন)

—(সহসা জুলফিকার অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইয়া তাহার বক্ষে গুলি করিল—সে হাত দুইখানি উর্দ্ধে

তুলিয়া "ওঃ বাবা" বলিয়া ভূপতিত হইল—তৎপর জুলজিকার নিজের বক্ষে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিল)—

এক মুহূর্ত্ত পরে বিকট অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পশ্চাতের পর্দ্দা উত্তোলন করিয়া শয়তানের প্রবেশ। শয়তান নতজানু হইয়া ঈষৎ অবনত মস্তকে বাহুদু'টী সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বিকশিত মুখে শোণিতগন্ধ-লোলুপ শার্দ্দুলের ন্যায় মৃতদেহ দুইটীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জুলফিকারের গৃহপ্রাঙ্গন।

করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া ভূমিতলে নাদির উপবিষ্ট,—তাহার
কেশ রূক্ষ, মুখ মলিন, পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন—
তাহার ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত, চক্ষু প্রোজ্জ্বল।
পার্শ্বে শয়তান দণ্ডায়মান।

শয়তান। নাদির, এইরূপে তোমার পিতার এবং ভগ্নীর মৃত্যু হয়েছে। তোমার ভাই নিরুদ্দিষ্ট—তোমার পক্ষে মৃত। আজ পৃথিবীতে তোমার কেউ নাই কিছু নাই। তুমি কি এখন বলতে চাও নাদির খোদা আছেন, পাপপুণ্য আছে, তার দণ্ডপুরস্কার আছে?—(নাদির শয়তানের মুখপানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)—পার যদি, আমায় বুঝিয়ে দাও নাদির কি পাপে তোমার এ দশা হল, কি পাপে তোমার পিতাকে এমন করে মর্ত্তে হল, কি দোষে তোমার ভগ্নীকে এ কঠিন শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হল।

নাদির। তুমি ঠিক বলেছ, ঈশ্বর নাই। খোদা শুধু একটা কথার কথা, ভুয়োবাজী, কবির কল্পনা। পাপ পুণ্য?—হাঃ হাঃ হাঃ—রোগীর প্রলাপ, মাতালের স্বপ্ন। পরকাল?—গাঁজাখুরী গল্প। আমি বেশ বুঝে নিয়েছি মানুষ নিজেই নিজের কর্ত্তা, নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারে। চাই শুধু পুরুষকার। সর্ব্বশক্তিমান?—কে সে?—জ্ঞান-

বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি যার করতলগত সেই সর্ব্বশক্তিমান। পৃথিবীতে যদি এমন কেউ কখনো জন্মগ্রহণ করে, বিজ্ঞানের সকল তথ্য যার নখদর্পণে, কার্য্যকারণের সকল সমস্যার যে সমাধান কর্ত্তে পারে, ভূত ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গহ্বরে যার সুতীক্ষ্ণ নয়নের দৃষ্টি প্রসারিত হয়,—সেই হবে সর্ব্বশক্তিমান। মেঘ বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা তার আজ্ঞাবহ হবে, চন্দ্রসূর্য্য তার আদেশে আলোক বিকীর্ণ করবে, বায়ু অগ্নি জল তার সন্দেশ বহন করবে। তেমন মানুষ হয়, তো একদিন মানুষ সৃষ্টি করবে। যত দিন তেমন মানুষ না জন্মায়, ততদিন খোদার আসন শূণ্য। কিম্বা যদি সে বাস্তবিক থাকে তবে সে ভীরু, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, জোচ্চোর, ভণ্ড। তা'কে সেই আসন থেকে চাব্‌কে নামিয়ে দিয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিকে সেখানে বসান আবশ্যক।

শয়তান। নাদির, তুমি ঠিক বলেছ—খোদার আসন শূণ্য। যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমায় সেই শূণ্য আসনে বসাতে পারি।

নাদির। তা'তো পার। কিন্তু—

শয়তান। কি ?—

নাদির। আমি বুঝতে পার্চ্ছি না।—আমি বুঝতে পার্চ্ছি না—যদি পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পরকাল নাই তবে মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন, শ্রদ্ধা করে কেন, পরে পরের জন্য প্রাণ দেয় কেন, আমি সেই মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম কেন, তুমি আমাকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা কর্লে কেন ?—কেন, কেন, কেন ?—

শয়তান। এ অতি সহজ কথা। এ সকলের কারণ স্বার্থ, ঈর্ষা, অহঙ্কার।—যদি প্রত্যুপকারের আশা না থাকতো, স্বার্থের গন্ধ না থাকতো, যদি পৃথিবীতে পেটের ক্ষিদে বলে একটা জিনিষ

না থাকতো,—তবে ছেলে মায়ের জন্য কাঁদতো না, পিতা পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাত না, পতিপত্নীর সম্বন্ধ থাকতো না, পরে পরের জন্য মুখের কথাটী ব্যায় কর্ত্ত না। তুমি সেই মেয়েটাকে উদ্ধার কর্ত্তে গেছিলে, কারণ তুমি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলে, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে, তাকে হারাতে কিছুতেই তোমার মন চাইছিল না। আমি তোমাদের তুললুম সেই বালিকার পিতার অনুরোধে—তার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে।—কেমন বুঝেছ ?

নাদির। আমি সেই মেয়েটার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেম ?—তা'কে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেম ?

শয়তান। হ্যাঁ হয়েছিলে। হয়েছিলে কেন, তুমি এখনও তা'কে চাও। তা'কে পাবার আকুল পিপাসা তোমার প্রাণে থেকে থেকে জেগে উঠছে, তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে—তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তা'কে ভুলতে পার্চ্ছ না। কেমন, নয় কি নাদির কুলি ?

নাদির। হাঁ—না না, সে যে পরস্ত্রী—সে যে আমায় দাদা বলে সম্বোধন করেছিল।

শয়তান। কি এসে যায় তা'তে নাদির ? আর কি সম্পর্কেই বা তুমি তার দাদা ? শোন নাদির কুলি, এ পৃথিবী সুখের স্থান—স্বেচ্ছাচারেই পরম সুখ—ভোগেই পরম তৃপ্তি। ভয় কি নাদির, আমি তা'কে তোমায় দান করব।

নাদির। দেবে ? তা'কে তুমি আমায় দেবে ?—কিন্তু—কিন্তু—আচ্ছা, পিতাপুত্র ভাইভগ্নী এ সবই যদি স্বার্থের সম্বন্ধ—তবে আমার তো সব মরে গেছে চুকে গেছে, আর তো তাদের দিয়ে কোন স্বার্থের আশা নাই—তবে তাদের যে দুর্দ্দশা এবং মৃত্যুর কারণ, সেই সৈফুদ্দিন এবং তাহ্মাসের সর্ব্বনাশ করবার জন্য আমি এত অস্থির হয়ে উঠেছি কেন ?—

কি যায় আসে আমার?—কি দায় পড়েছে আমার সে জন্য মাথা খারাপ করবার?—

শয়তান। ওইখানে ঈর্ষা এবং অহঙ্কার। তারা যে তোমার চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে শক্তিমান এ তুমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছ না। তারা ইচ্ছা কর্লে এমন একটা কাজ অনায়াসেই কর্ত্তে পারে, তুমি তো তা পার না—তাই তোমার প্রাণ বিষের জ্বালায় জ্বলছে। তুমি তা'দের চেয়েও শক্তিশালী এ কথা প্রমাণ করবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। যাক, তুমি কি তাদের শাস্তি দিতে চাও?

নাদির। চাই।—এমন শাস্তি দিতে চাই যার তুলনা হয় না—বিশেষ সৈফুদ্দিনকে। সৈফুদ্দিন ছাড়া সুলতান তাহ্‌মাস কিছু নয়, আমি তা'কে গ্রাহ্য করি না।

শয়তান। আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিতে পারি যা'তে তারা উভয়ে তোমার মুষ্টির মধ্যে এসে পড়বে—তখন তুমি ইচ্ছা কর্লে রাখতে পারবে ইচ্ছা কর্লে শূলে দিতে পারবে। সৈফুদ্দিন?—সে কুকুরের মত একটু প্রসাদের আশায় তোমার পদলেহন করবে।—

নাদির। পার তুমি?—পার? পার যদি তবে আমি আজীবন তোমার দাসত্ব করব, তোমার আদেশ মেনে চলব।—তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

শয়তান। বেশ।—তবে আমার সঙ্গে চল। নাদির, আমি তোমায় শক্তি দেব, বুদ্ধি দেব, তোমায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট করব। আর তোমার সকল কার্য্যে সকল চিন্তায় সহায় হবে তোমার উপযুক্ত সঙ্গিনী সেই বালিকা আকবরী।

নাদির। বেশ, তবে চল।—না না, আমার প্রাণের ভেতর কে যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠছে—কে যেন অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমায় বারণ

কর্চ্ছে—কে যেন পেছন থেকে ডেকে বলছে—"নাদির, নাদির, ফের—এখনও ফের।" না না, কিসের চিন্তা, কিসের ভয়? তুমি ঠিক বলেছ,—এ পৃথিবী সুখের স্থান, স্বেচ্ছাচারেই পরম সুখ, ভোগেই পরম তৃপ্তি। চল, পথ দেখিয়ে দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হসিনার শয়ন-কক্ষ।

শয্যার উপর বুলবুল নিদ্রিতা—ধাত্রী একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছে।—

হসিনার প্রবেশ।

হসিনা। বুলবুল ঘুমিয়েছে?

ধাত্রী। হাঁ এইমাত্র ঘুমুল।

হসিনা। (ঘুমন্ত বুলবুলের মুখ চুম্বন করিয়া)—দুষ্টু মেয়ে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকবে না, আমারও একটু শোয়াস্তি দেবে না। খালি ভাবনা কখন জলে ডুবে মরে, কি আগুনে পুড়ে মরে। এই বয়সে এত দুরন্তপণা, না জানি বড় হলে কি হবে।

ধাত্রী। বড় হলে লক্ষ্মী মেয়ে, সোনার মেয়ে হবে, সব দোষ শুধরে যাবে—তুমি কিছু ভেবো না।

হসিনা। ভাবব না? জান তো সব—ছ'বছরের মেয়ে হল—এই ছ'বছরে যে কত অষুধ কর্ল্লুম, কত ঝাড়ফুক কর্ল্লুম আর কত তাবিজ পরথ কর্ল্লুম তার ইয়ত্তা নাই—কিন্তু কিছু ফল হল না। জানিনা খোদার

মনে কি আছে। আম্মি আম্মি, এ মেয়ে বড় হলে এর গতি কি হবে? কোন মূর্খ জেনে শুনে একে বিবাহ করবে?

ধাত্রী। হসিনা, হসিনা, আমি তোকে কোলে করে মানুষ করেছি, আমার বয়েস হয়েছে,—আমি কি কিছুই বুঝিনা? এতদিন কি বৃথাই দুনিয়ায় বেঁচে রইলুম?—না হসিনা, আমি ঠিক বলছি বড় হলে এর সব রোগ সেরে যাবে। একি, কৈ, তুই একে সেই মুস্কিল-আসানের কবচ পরিয়ে দিসনি?—না তা হারিয়ে ফেলেছিস?

হসিনা। কি হবে আর কবচ পরিয়ে?—কত কবচ তো পরখ করে দেখলুম। হায়, অভাগিনী জননী আমি, কেন সেদিন বাঘের মুখে আমার মৃত্যু হল না? কেন তিনি আমায় উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন? জননী আমার নর্ত্তকী ছিলেন, অমার ভগ্নী সরিফা এ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী,—আমিও কেন নর্ত্তকী হলুম না? কেন গৃহস্থের ঘরে এসে মায়ার শেকলে বাঁধা পড়লুম?

ধাত্রী। বৃথা অনুশোচনায় ফল কি হাসিনা?

হসিনা। আমি তো ভাবতে চাইনা আম্মি, কি জানি কেন ভাবনা আপনি এসে পড়ে। মনে পড়ে সরিফার গৃহে সেই আনন্দোৎসব—রাত্রিকালে বনের পথে ফিরে আসব শুনে তার সেই আপত্তি, অনুনয়, রোদন—আর স্বামীর সেই জেদ। তার পর মনে পড়ে গভীর রাত্রি, নিবিড় বন, গাঢ় অন্ধকার—পলায়িত-বাহক শিবিকায় অষ্টম মাস গর্ভবতী আমি একাকিনী নারী, আর সম্মুখে সেই সেই হৃতশাবা বাঘিনী। চোখদু'টো তার আগুনের মত জ্বলছে, ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সমস্ত বন মুখরিত করে তুলেছে আর শিবিকার দুর্ব্বল দ্বারে বজ্রের মত আঘাত কর্চ্ছে। তারপর আর কিছু মনে নাই। যখন চেতনা হল, দেখলুম আমি বিছানায় শুয়ে আছি—কোলে এই শিশু। তখন কি জানতুম আম্মি

সেই বাঘিনীর আক্রমণের ফলে আমার গর্ভে এক বাঘিনী জন্মগ্রহণ করেছে ?

ধাত্রী। শান্ত হও হসিনা, খোদা যা করেন ভালর জন্যই করেন আচ্ছা হসিনা, এর পিতাকে একবার সংবাদ দেবার কি করা যায় ? তিনি এলে তাঁকে বলে কয়ে একবার যেমন করে হোক মেসেদের ইমাম হজরৎ মোল্লাবাসীর কাছে পাঠাতে হবে। শুনেছি তাঁর আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তি। হয়তো তিনি দয়া কর্লে বুলবুল অনায়াসেই রোগমুক্ত হতে পারবে।

হসিনা। কা'কে খবর পাঠাবে ? তিনি কি আর আসবেন আম্মি। এখন দিন দিন তাঁর পদোন্নতি হচ্ছে।—এখন আর ঘরের কথা নিজের স্ত্রীকন্যার কথা, ভাববার তাঁর অবকাশ কোথায় ? আজকাল সুলতানের মন যোগাতেই তাঁর দিন যায়—এখানে আসবার তাঁর অবকাশ নাই। আমার ব্যায়রামের সময় কত অনুনয় বিনয় করে একবার তাঁর দর্শন পেয়েছিলেম, তারপর আজ দশমাস গত হতে চলেছে, —এর মধ্যে আর তাঁর দেখা পেলুম না।

ধাত্রী। তবু তুমি একবার সংবাদ পাঠিয়েই দেখ না।

হসিনা। বেশ তোমার মন যদি না বোঝে একবার সংবাদ পাঠিয়ে দেখব।—(ইতিমধ্যে নিদ্রিতা বুলবুল নড়িয়া উঠিল)—ওই, ওই জেগে উঠছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়েছে আর বাঘিনী নিজের স্বভাব পেয়ে জেগে উঠছে।—(বুলবুল উঠিয়া বসিল ও কটমট্ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল—সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল)—ধর ধর আম্মি, শীগ্গির ধর, নইলে অনর্থ ঘটাবে। আমি পারি না—আমার ভয় করে।

(ধাত্রী ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে সহসা লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে নামিয়া ধাত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তমাত্র তীব্র দৃষ্টিতে তাহার

মুখ পানে চাহিয়া বিকট হুঙ্কার করিয়া নখদ্বারা তাহার মুখ আঁচড়াইয়া দিল ও দন্ত বিকাশ করিয়া তাহার কণ্ঠদেশ কামড়াইতে গেল—ধাত্রী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল ও উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল।—বালিকার অঙ্গে ঘাম ঝরিতেছিল ও অবেণীসম্বদ্ধ কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।—বালিকা সহসা ধাত্রীকে ত্যাগ করিয়া মুখ-ব্যাদানপূর্ব্বক থাবা বাড়াইয়া মাতাকে ধরিতে গেল—হসিনা পলায়ন করিয়া গৃহের অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল—ধাত্রী পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—সে মুহূর্ত্তকাল ধাত্রীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া তাহার কোলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল—ধাত্রী তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল)

হসিনা। (বুলবুলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে)—তুমিই বল তো আম্মি, কোন স্বামী এ কন্যাকে নিয়ে ঘর কর্ত্তে সাহস করবে?

ধাত্রী। ভেবে আর কি করবে?—খোদার মনে যা আছে তাই হবে। এখন আজ রাত্রির মতন তো নিশ্চিন্ত হলে। এইবার তুমিও একটু চোখ বোঁজ।

হসিনা। তুমিই বা আর বসে থেকে কি করবে, তুমিও শোওগে যাও। (শয়ন—ধাত্রীর প্রস্থান—হসিনা নিদ্রিতা হইল)

(শয়তান ও তৎপশ্চাৎ নাদিরের প্রবেশ)

শয়তান। (হসিনার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—ওই। এই তোমার প্রতিহিংসা সাধনের উত্তম সুযোগ। যাও, যেমন বলে দিয়েছি তেম্নি করবে। কার্য্যশেষে বাগানে আমার দেখা পাবে। (প্রস্থান)

(নাদির জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন করিল—দেহ উন্নত করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক একদৃষ্টে হসিনার দিকে চাহিয়া যেন নীরবে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল)—

নাদির।

নামে নাদির তাঁবেদার তেরে খুবসুরৎ ও নওজওয়ান।
তেরে সুরৎ-খঞ্জর সে বিঁধা দিলো-জান॥
প্যারী মেরি! তুহি মেরে দৌলৎ ঔর আন্‌শান্।
ছাতি মেরে হ্যায় জমীন যাঁহা কদমসে তু দি নিশান॥
সিতারে মেরে! উত্তর আবো ইঁহা ম্যাঞ্চ হুঁ পরেশান।
আঁধেরাসে সুঝতা নেহি ক্যা জমীন ঔর ক্যা আশমান॥

(হসিনা অর্দ্ধ-জাগরিতা হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ও পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুছিয়া নাদিরের দিকে তাকাইল—কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপ চাহিয়া থাকিয়া পরে বাহু প্রসারিত করিয়া নাদিরের দিকে অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল—নাদির উঠিয়া পশ্চাৎ দিকে হটিতে লাগিল—সহসা বুলবুল স্বপ্নের ঘোরে বলিয়া উঠিল)—

বুলবুল। মা মা, আমায় কোলে নাও—আমায় ফেলে কোথা যাও?

(হসিনা বাণ-বিদ্ধার মত পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তাকাইল—যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল—"মা মা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বুলবুলকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—নাদিরের প্রস্থান)

হসিনা। খোদা! খোদা! এ আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে? তুমিই নিয়ে যাচ্ছিলে, আবার তুমিই ফিরিয়ে আনলে। তুমি যাকে রাখ কে তা'কে ধ্বংশ কর্ত্তে পারে?—

তৃতীয় দৃশ্য।

বনভূমি।

ব্যাধবালক ও ব্যাধবালিকা।

গীত।

তাল-তমাল-শাল-পিয়াল-ছায়ে গভীর গহনে করি বাস।
সবুজ পাতায় ঢাকা পাতার কুটীরখানি—মোদের সে বিভব-বিলাস॥
আঘুনে ফাগুনে বনে বনে আপন মনে মরি বনফুল কত ফোটে গো!—
গন্ধে পাগল করে, আগল খুলিয়া ধীরে পরাণে ঢেউ ওঠে গো!
চারিধারে বেণুবনে বাঁশরী বাজায় কে!—কি জানি সে কার করে আশ!
নিতি সে কাঁদিয়া ফেরে, নয়নে শিশির ঝরে, এত তার কিসের পিয়াস!

চতুর্থ দৃশ্য।

জেলালের কুটীরাভ্যন্তর। গৃহকোণে মলিন শয্যায় আকবরীর স্বামী শয়ান—আকবরী শিয়রে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতেছে।

আকবরী। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন, একবার ডাকি। না না, সারাদিন ছটফট করে এখন একটু স্থির হয়েছেন—এখন ডাকব না। আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

(জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। মা! মা!—

আকবরী। বাবা, একটু আস্তে কথা কও—ইনি একটু ঘুমিয়েছেন।

জেলাল। হুঁ, হায়রে পোড়া নসীব!

(ভূমিতলে উপবেশন)

আকবরী। কি বাবা, এমন কর্চ্ছ কেন? হকিম সাহেবের সঙ্গে কি দেখা হয়নি? কি বাবা, চুপ করে রইলে কেন? তিনি কি আসছেন?

জেলাল। না না। হকিম?—আগাম পয়সা না পেলে হকিমরা কখনো গরিবের বাড়ী পা দেয়। ভুলে যাস কেন পাগলী, আমরা যে গরিব। গরিব বাঁচলো কি ম'লো তাতে হকিমদের কি আসে যায়? তারা চায় পয়সা। আগাম দর্শনী না দিলে তারা কথা কয় না।

আকবরী। তবে?—তবে কি হবে বাবা? বাবা, যা হয় একটা উপায় কর না। আমার যে বড় ভয় কর্চ্ছে। এই দেখনা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন। তুমি বেরিয়ে যাওয়া অবধি একটুও নড়েন নি, একবার পাশ ফিরেও শোন নি, একটী কথাও কন নি। এত যে পিপাসা, এক ফোঁটা জলও চান নি।

জেলাল। সেকি? দেখ দেখি নিশ্বাস বইছে তো?—কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে?—দেখ, ভাল করে দেখ দেখি।

আকবরী। সে কি বাবা, নিশ্বাস বইবে না কেন?—নিশ্বাস বইবে না কেন?

জেলাল। হতভাগা মেয়ে, একবার দেখ না।

(আকবরী রোগীর নিকটে গিয়া তাহার নাসিকার নিকট হাত লইয়া মুহূর্ত্ত পরে চিৎকার করিয়া উঠিল)—

আকবরী। বাবা বাবা,—না না, আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না—তুমি দেখনা বাবা,—ওকি, আমার মুখপানে অমন করে চেয়ে আছ কেন?—তুমি একবার দেখনা—

(পিতার হাত ধরিয়া শয্যার নিকট টানিয়া আনিল)

জেলাল। (পরীক্ষা করিয়া) ব্যাস্।—আর দেখতে হবে না—আর হাকিমেরও দরকার হবে না। হা ঈশ্বর!—(গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল)

আকবরী। কি বাবা, কি দেখলে? চুপ করে রইলে কেন? বলনা—উঃ! আমার—আমার বুকের ভেতরটা যে কেমন করে উঠছে—আমার মাথা ঘুচ্ছে—বাবা,—(ছুটিয়া শয্যা-পার্শ্বে গিয়া মৃতদেহকে একটা ঝাঁকানি দিল)—ওগো, ওগো, সাড়া দাওনা, কথা কওনা—বল, বল তুমি বেঁচে আছ?—না না, এ হ'তে পারে না—আমি এ হতে দেব না। তুমি আছ—আমি তোমায় যেতে দেব না।

জেলাল। আকবরী, আকবরী, অভাগী! কা'কে ডাকছিস?—সে কি আর আছে যে সাড়া দেবে? পাখী উড়ে গেছে—ও শুধু খাঁচা।

আকবরী। উঃ মাগো!—(মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল)

জেলাল। ব্যাস্। তোর স্বামী গেছে—তুইও যা।—বেঁচে থাকি শুধু আমি—এত বড় দুনিয়াটার ভিতর একলা মনের আনন্দে বিচরণ করি।

শয়তান। (নেপথ্যে)—জেলাল, জেলাল, গৃহে আছ?

জেলাল। (হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া)—কেও?—কে? (শয়তান ও নাদিরের প্রবেশ)—কে, কে তোমরা? কি চাও? আমাদের দুর্দ্দশা দেখে আমোদ কর্ত্তে এসেছ বুঝি? দেখ দেখ—ওই, ওইখানে পড়ে আছে আকবরী, আছে কি না জানি না—আর ওই বিছানায় শুয়ে আছে তার স্বামী, ঘুমিয়ে আছে—আর জাগবে না। আজ সকাল থেকে কি হ'ল, সারাদিনটা ছটফট কর্লে—তারপর, তারপর বেশ ঘুমিয়ে পড়ল। হাঁগা, আমার ঘুম আসেনা? অগ্নি ঘুম? আমি অনেক কাল জেগে

আছি—আর পাচ্ছিনা। এই বুকটা—বুকটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে—তবুতো পোড়া চোখে ঘুম আসেনা।

শয়তান। জেলাল স্থির হও। আকবরী! আকবরী!—

আকবরী। উঃ মা গো!—(উঠিয়া চারিদিকে চাহিল)—

জেলাল। বাঃ, দিব্বি বেঁচে আছিস তো!—বেশ কথা কইছিস তো! তা থাক, নইলে এ জ্বালা সইবে কে?

আকবরী। কেও?—জনাব?—এসেছেন? আপনি অন্তর্য্যামী। তাই বুঝি আমার বিপদ জেনে দয়া করে আমায় উদ্ধার কর্ত্তে এসেছেন।

শয়তান। আকবরী, কেন এত অধীরা হচ্ছ? স্থির হও।

আকবরী। (কাঁদিয়া শয়তানের পদতলে লুটাইয়া পড়িল)—জনাব! জনাব! আমায় রক্ষা করুন, আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিন। নইলে—নইলে—

শয়তান। নইলে কি?

আকবরী। নইলে বৃথাই আমায় জল থেকে তুলেছিলেন। আমি আত্মহত্যা করব—আমার স্বামী যে পথে গেছেন আমিও সেই পথে যাব।

শয়তান। নাদির, তোমার সঙ্গিনীর সহিত সম্ভাষণ কর।

নাদির। মাঝখানে যে একটা মৃতদেহ জনাব।

শয়তান। কিছু আসে যায় না।

নাদির। আকবরী!—

আকবরী। কেও?—কে?—নাদির? আমার দাদা? দাদা, দাদা, এই দেখ আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।—(ভূমিতলে নতজানু হইয়া মৃতদেহের উপর মুখ লুকাইয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

শয়তান। জেলাল! জেলাল!—

জেলাল। কে?—কে ডাকে?—ওঃ চিনেছি। জনাব?—হাঁ হাঁ,

আপনিই তো ওই মেয়েটাকে জল থেকে তুলেছিলেন। কেন বাঁচিয়েছিলেন ওকে? ও মর্ত্তে যাচ্ছিল—মরে গেলেতো আর ওর মুখ পানে চাইতে হ'ত না।

শয়তান। আমি ওকে বাঁচিয়েছি ওকে নূতন জীবন দান করব বলে। শোন জেলাল, আমার বেশী অবকাশ নেই। তুমি সেদিন আমার হাতে হাত দিয়ে কি অঙ্গীকার করেছিলে মনে আছে?

জেলাল। কি অঙ্গীকার করেছিলেম?—কি? দাঁড়াও মনে পড়ছে। আমার সব তোমার—কেমন এই তো? তা নাওনা—সবই তোমার। এ ভাঙ্গা কুঁড়ে তোমার, এ ছেঁড়া কম্বল তোমার,—এই বুড়ো হাড় ক'খানা তোমার, এ প্রাণটা তোমার,—তা নাওনা—নেবে? এই প্রাণটা আগে নাও।

শয়তান। শোন বৃদ্ধ, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকারে বদ্ধ, তুমি আমার ক্রীতদাস। তোমার নিজের বলতে আর কিছু নাই, সবই আমার।

জেলাল। বেশ, তারপর?—

শয়তান। তারপর অবিলম্বে আমার আদেশ পালন কর। এই কন্যাকে এই যুবকের হস্তে সমর্পণ কর। আকবরী, এদিকে এসো—তোমার নূতন স্বামীকে বরণ কর। ও মৃতদেহ—পরিত্যাগ কর।

আকবরী। না না, কি বলছ তুমি? ওকি?—আমায় অত জোরে হুকুম কর্চ্ছ কেন? আমার পানে অমন করে চাইছ কেন? না না, আমি যাব না—আমার স্বামীকে ছেড়ে আমি যাব না—আমায় নিওনা—আমি যেতে পারব না।—(মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল)

শয়তান। আকবরী, আমার আদেশ পালন কর।

আকবরী। (সহসা দলিত-ফণা ফণিণীর ন্যায় শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল)—তুমি কে?—তুমি কি? তুমি কি মানুষ নও? তুমি কি

মুসলমান নও? মৃতদেহের সম্মান কর্ত্তে জান না? আমার স্বামীর পবিত্র আত্মা এখনো এ স্থান পরিত্যাগ করেন নি। আমি প্রাণের ভিতর তাঁর স্পর্শ অনুভব কর্চ্ছি। তাঁর প্রাণহীন দেহ এখনো কবরস্থ হয় নি। আর তুমি, তুমি অনায়াসে আমার আদেশ কচ্ছ আর একজনকে—ছিঃ ছিঃ! তোমায় লজ্জা করে না? আর তুমি নাদির, তুমি আমার দাদা হয়ে অনায়াসে চুপকরে দাঁড়িয়ে এই কুৎসিৎ কথা শুনছ! না না, তুমি যে হাসছ! তুমি—তুমি—না না, তুমি তো আমার দাদা নও। তুমি কি পিশাচ?—না শয়তান? বাবা, দেখ দেখ, এদের মুখ পানে তাকাও—কি কুৎসিত! কি ক্রূর!—এদের দূর করে দাও বাবা। আর না হয় চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

জেলাল। তাইতো!—তোমরা কে?

শয়তান। নাদির, এ কন্যার উপর আমার অপ্রতিতি অধিকার। আমি একে তোমায় দান কর্চ্ছি—তুমি গ্রহণ কর। যদি বাধা দেয় গ্রাহ্য কর না।

(শয়তানের প্রস্থান—নাদির লম্ফ দিয়া আকবরীকে ধরিতে গেল—
আকবরী পিতাকে জড়াইয়া ধরিল)—

আকবরী। বাবা, বাবা, আমায় রক্ষা কর। নিলে—নিলে—পিশাচ শয়তান—আমায় কেড়ে নিলে—

জেলাল। (আকবরীকে জড়াইয়া ধরিয়া)—না না—আমি দেব না—আমি দেব না।—দূর হ পিশাচ—

(ধাক্কা দিয়া নাদিরকে সরাইবার চেষ্টা—নাদির সজোরে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল—বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল-দ্রুমের ন্যায় ভূপতিত হইল—আকবরী চিৎকার করিয়া মৃতদেহের নিকট ছুটিয়া গেল)—

আকবরী। ওগো! একবার জেগে ওঠ—এক মুহূর্ত্তের জন্য—আমায় রক্ষা কর—এ পিশাচকে বুঝিয়ে দাও জীবনে মরণে তুমিই আমার একমাত্র স্বামী।—(স্বামীর মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিতে গেল—মূর্চ্ছিতা হইয়া মৃতদেহের উপর পতিত হইল—আকবরীর অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া নাদিরের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বনভূমি।

সময়—রাত্রিকাল।

আহাম্মদ আবদালী ও সঙ্গীগণ।

আহাম্মদ। ভাই সব, মাহ্‌মুদ আমাদের কিছুতেই এদেশে থাকতে দেবে না। সে আজ ইস্পাহানের প্রাসাদে সম্রাট হয়ে বসেছে, আর আমরা যে তার জন্য এত কষ্ট করে এ দেশে এলুম, বুকের রক্ত জল করে যুদ্ধ কল্লুম তা সে আজ ভুলে গেছে।

১ম সঙ্গী। কেন ভুলবে না? আজ কালকার দিনে ভুলে যাওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের লক্ষণ। এই দেখ না, সুলতান তাহ্‌মাস—দিব্বি বাপমা'কে ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে রাজ্যসুখ ভোগ কচ্ছে।

আহাম্মদ। ভাই সব, তোমরা ফিরে যাও। মাহ্‌মুদ আবার তোমাদের সাদরে গ্রহণ করবে। তার যত রাগ আমার উপর। সে শুধু আমায় নির্ব্বাসিত করেছে। আমার দণ্ড আমি একাই ভোগ করব। তোমরা কেন আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে?

২য় সঙ্গী। মাহ্মুদের দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল, সে তোমায় পরিত্যাগ করেছে। একদিন এর জন্যে তা'কে যথেষ্ট অনুতাপ কর্ত্তে হবে। আমাদের তো আর দুর্ব্বুদ্ধি হয়নি। কি বল ভাই?

৩য় সঙ্গী। স্পষ্ট কথা ভাই, এক সঙ্গে দেশে থেকে বেরিয়েছি, এক সঙ্গে ফিরে যাব। ছাড়াছাড়ীর ভেতর আমি নাই।

আহাম্মদ। কিন্তু আমরা এতগুলো লোক, এভাবে লুট-তরাজ করে আর কতদিন চলবে? আর আমরা জঙ্গী জওয়ান—লড়তে চাই, ডাকাতি করতে চাই না।

১ম সঙ্গী। আহা যতদিন চলে চলুক না। তারপর যখন অবস্থা অচল হবে, তখন একটা ব্যবস্থাও জুটে যাবে।

আহাম্মদ। আচ্ছা, আমি বলি এক কাজ কর্লে হয় না?

সকলে। কি?—কি?

আহাম্মদ। সুলতান তাহ্মাস বুদ্ধিমান, নিজের ভাল অবশ্যই বুঝবে। তার বাপ মাহ্মুদের বন্দি, আর তার মা কোথায় কেউ জানে না। তা'দের জন্য তাহ্মাসের যতটা মাথাব্যাথা থাক না থাক, নিজের তক্ত্ উদ্ধারের জন্য একটা ব্যাকুলতা অবশ্যই আছে। শুধু কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মোসাহেব জুটে তা'কে একেবারে বিলাসে ডুবিয়ে রেখেছে। তাই সে এতদিন ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করে উঠতে পারে নি। আমরা এতগুলি বলিষ্ঠ যোদ্ধা যদি তার সম্মুখে গিয়ে বলি—"তাহ্মাস্! আমরা মাহ্মুদের নির্ব্বাসিত সৈনিক। আফ্গান রণনীতি আমাদের নখদর্পণে। মাহ্মুদের সৈন্যবল অর্থবল কিছুই আমাদের অবিদিত নাই। আমরা তোমার সৈন্যদল গঠন করে দেব, অর্থ সংগ্রহ করে দেব, তোমার পিতার তক্ত্ উদ্ধার করে দেব।"—তবে কি সে আমাদের কথা একেবারে কানেই তুলবে না। উল্টে আমাদের ধরে শূলে চড়িয়ে দেবে?

১ম সঙ্গী। চুপ—কে আসছে।

(মূর্চ্ছিতা আকবরীকে লইয়া নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। (আকবরীকে বৃক্ষতলে শোয়াইয়া)—ছুঁড়ীটে বেশ। দেহখানি যেন মোম দিয়ে গড়া। এতটা পথ একে নিয়ে ছুটে এলুম আমার একটু [illegible] হয় নি। গ্রামের লোকগুলো পেছু পেছু তাড়া করে যা এ[illegible] অসুবিধায় ফেলেছিল। এ এখন আমার—এর মালিক আ[illegible] দিয়েছে। কিন্তু এখনো জাগছে না কেন?

আহাম্মদ। ভাই সব, তোমরা চুপ করে থাক—কেউ কোন কথা কয়ো না। কেউ একটা মশাল নিয়ে এসো। আমি দেখব এ লোকটা কে। (একজন মশাল আনিতে গেল)

নাদির। তাইতো এখনো জাগছে না কেন? আর তিনিই বা কোথায়—আমার মুনিব? তিনি বলেছিলেন এই বনের ভিতর তিনি আমায় খুঁজে নেবেন।

(মশাল সহ অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

আহাম্মদ। এগিয়ে যাও।—(মশালধারীর অনুসরণ করিল)

নাদির। একি!—বনের ভেতর রাত্রিকালে আলো কোত্থেকে এলো? তাই তো, দু'টো লোক যে!

আহাম্মদ। তুমি কে? আর এই বালিকাই বা কে?

নাদির। তোমার সে খবরে দরকার?

আহাম্মদ। আমার দরকার আছে।

নাদির। তোমার কোন দরকার নাই। তুমি নিজের কাজ দেখ গে।

আহাম্মদ। এই আমার কাজ। রাত্রি এক প্রহর অতীত—গভীর বন—নিকটস্থ গ্রাম এখান থেকে দু' ক্রোশের উপর। গ্রামের লোক

যে যার দোর বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে, আর তোমার এমন সময় একটা মেয়েকে কাঁধে করে বনের ভিতর ঢুকবার কি দরকার পড়ল—এ জানা আমার কাজ। একি, এ বালিকা কি নিদ্রিতা? এ কেমন ধারা ঘুম? ওগো!—ওগো!—ও মেয়েটী!—একি, কথা কয় না যে!—(পরীক্ষা করিয়া)—ভাই, কেউ একটু জল নিয়ে এসো। বল তুমি কে?

নাদির। আমি বলব না—আমার খুসী।

আহাম্মদ। তোমায় বলতে হবে—আমার খুসী।

(জনৈক আফ্‌গান জল লইয়া আসিল—জলসিঞ্চনে আকবরীর চৈতন্য হইল)

আকবরী। বাবা, বাবা, আমায় বাঁচাও—আমায় শক্ত করে ধরে রাখ—নিলে নিলে—আমায় নিলে—(আহাম্মদকে জড়াইয়া ধরিল)

আহাম্মদ। কি মা, কি হয়েছে? তোমার কোন ভয় নাই। তুমি যখন বাবা বলে আমায় জড়িয়ে ধরেছ, তখন কার সাধ্য আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেয়? কি হয়েছে আমায় বল।

আকবরী। তাইতো, আমি কোথায়?—তোমরা কারা?

আহাম্মদ। আমি যেই হই, তুমি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমায় বাবা বলেছ। কি হয়েছে আমায় খুলে বল।

আকবরী। এ আমার বাবার কাছ থেকে আমায় কেড়ে এনেছে—আমার মৃত স্বামীর বুক থেকে আমায় ছিনিয়ে এনেছে।

আহাম্মদ। এ কথা কি সত্য?

নাদির। দেখ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর্চ্ছ। এ আমার সম্পত্তি—এর মালিক আমায় দান করেছে। একে নিয়ে আমি যা খুসী কর্ত্তে পারি। তোমার কি অধিকার আছে সে সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন করবার? তুমি একে ছেড়ে দাও।

আহাম্মদ। জীবনে অনেক পাপ করেছি, একটা ভাল কাজ করি। আচ্ছা দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে চাই না। এ যদি তোমার হয়, তো তুমি একে আমার কাছে বিক্রয় কর।

নাদির। না, আমি একে বেচবো না, আমি একে পুষব।

আহাম্মদ। পুষবে!—কিন্তু এ যে পোষ মানতে চায় না।

নাদির। তোমার তা'তে কি? তুমি একে ছেড়ে দাও।

আহাম্মদ। আমি একে ছাড়বো না।

নাদির। ছাড়বে না?

আহাম্মদ। না।

নাদির। ছাড়বে না?

আহাম্মদ। না।—(নাদির আহম্মদের অতর্কিতে তাহার মুখে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল)—তুমি যুদ্ধ কর্ত্তে জান? তোমার কাছে তরবারি আছে?—(লক্ষ্য করিয়া)—ভাই, কেউ একখানা তলোয়ার দিয়ে যাও।—(একজন তরবারি দিয়া গেল)—এসো, যুদ্ধ কর।

নাদির। আমি যুদ্ধ করব না—আমার খুসী। তুমি একে ছেড়ে দাও।

আহাম্মদ। তোমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। তুমি আহাম্মদ আবদালীর মুখে চপেটাঘাত করেছে—তোমায় যুদ্ধ কর্ত্তে হবে।

নাদির। আমি যুদ্ধ করব না,—তোমার হুকুম আমি মানব না। তুমি একে ছেড়ে দাও বলছি। নইলে আমি তোমায় গলা টিপে মেরে ফেলব।—(আহাম্মদের গলার দিকে থাবা বাড়াইল)

আহাম্মদ। (নাদিরকে পদাঘাত করিয়া)—যুদ্ধ কর।

নাদির। কি!—

(সহসা শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। নাদির, যুদ্ধ কর। ওই তরবারি তুলে নাও।—দাঁড়াও,

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর। দেখি—(নাদির শয়তানের হস্তে তরবারি দিল —শয়তান একবার তরবারি খানি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক আপনি অস্ফুটস্বরে বলিল)—জয়লাভ কর—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বির মুষ্টি শিথিল হোক।—নাদির এই নাও, যুদ্ধ কর।—(তরবারি প্রদান)

আহাম্মদ। বাঃ, এইতো কথার মত কথা। আগন্তুক, তুমি যেই হও, তুমি থাক আমাদের এই যুদ্ধের সাক্ষী। আমি অঙ্গীকার কচ্ছি, যদি আমি পরাজিত হই আমি এর ক্রীতদাস হব। এ আমায় যা বলবে বিনা বিচারে অম্লান বদনে আমি তাই করব। আর যদি আমি জয়ী হই তবে এ হবে আমার ক্রীতদাস। একে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পারব। তুমি রইলে আমাদের উভয়ের সাক্ষী। এইবার এসো— একি! হাত কাঁপছে কেন? মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যেন তরবারি খসে পড়বে। আশ্চর্য্য! প্রতিদ্বন্দ্বির সম্মুখে তরবারি ধারণ করে আহাম্মদ আবদালীর হাত কাঁপছে!

নাদির। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, বিলম্ব আমার অসহ্য হয়ে উঠছে।

আহাম্মদ। খোদা খোদা, একি কর্লে? এর চেয়ে যে মরণ ভাল।— না না, আমি যুদ্ধ করব—জান দেব তবু আত্মবিক্রয় করব না।

(উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—উভয়ের অসি মিলিত হইল—আহাম্মদের অসি ঝঞ্ঝনার সহিত ভূপতিত হইল—নাদির তাহাকে বধ করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন করিল

শয়তান। ক্ষান্ত হও। আহাম্মদ, পরাজয় স্বীকার কর।—(আহাম্মদ অধোমুখে নিরুত্তর)—আহাম্মদ, শুনতে পাচ্ছ?—পরাজয় স্বীকার কর।

আহাম্মদ। অগত্যা কর্ত্তে হল।—(নাদিরের প্রতি)—আমি তোমার কাছে পরাজিত হয়েছি—পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। আজ হতে আমি তোমার ক্রীতদাস, তোমার আজ্ঞাবহ।

আকবরী। ইয়া আল্লা!—(তুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া রোদন)

শয়তান। উত্তম। নাদির, অস্ত্র পরিত্যাগ কর।—(নাদির আদেশ পালন করিল)—যাও তোমরা এখন বিশ্রাম করগে।

নাদির। ওই মেয়েটা ?—

শয়তান। এখন আমার কাছে থাক।

(শয়তান ও আকবরী ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

আকবরী, কাঁদছ কেন ?

আকবরী। হা ঈশ্বর! আমার কি মরণ নাই ?

শয়তান। ঈশ্বর ?—ঈশ্বর নাই। থাকতো যদি, তবে সে তোমায় রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলো না কেন ? তোমার কাতর প্রার্থনা তার কাণে গিয়ে পৌঁছুল না কেন ? বালিকা, শোন আমার কথা। ঈশ্বর নাই—অতএব পাপ-পুণ্যও নাই, স্বর্গ-নরক নাই, ইহকালের পর পরকাল বলে কিছু নাই। তবে কিসের ভবেনা ? কিসের দুঃখ ? এ পৃথিবী সুখের স্থান—এ জীবন সম্ভোগের জন্য। স্বেচ্ছাচারেই পরম সুখ—ভোগেই পরম তৃপ্তি। এই নাদির একদিন তোমার সম্ভোগের জন্য পৃথিবী জয় করে তোমার পাদমূলে অঞ্জলা দেবে। তুমি স্বেচ্ছায় এর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে নিজের স্বার্থ সাধন কর।

আকবরী। না, না, পারব না, পারব না—আমায় ক্ষমা কর। ওগো, তোমার কি দয়ামায়া নাই ? আমার অবস্থায় তোমার কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না ?

শয়তান। দৃঢ় হও আকবরী, জ্ঞান হারিও না। কা'র জন্য শোক ? স্বামী ? কে সে ? ক'দিনের সম্বন্ধ ? আনন্দ কর আকবরী, তুমি আজ স্বাধীনতা পেয়েছ,—নিজের সুখের পথ খুঁজে নেবার সুযোগ পেয়েছ। শোন আকবরী, এই নাদির কুলি—

আকবরী। আবার, আবার সেই ঘৃণিত প্রস্তাব। হায়, আমার কি কেউ নাই যে এর নির্ম্মম আঘাত হ'তে আমায় রক্ষা করে? ঈশ্বর! তুমিও কি নাই? থাক যদি, আমায় এর হাত থেকে রক্ষা কর, আমায় আশ্রয় দাও—আর না হয় আমার মৃত্যু দাও। দাও, দাও, শীঘ্র দাও। ওই আকাশ থেকে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর।

শয়তান। কা'কে ডাকছ বালিকা? কে উত্তর দেবে? কে তোমায় আশ্রয় দেবে? কেউ নাই, কেউ নাই।

আকবরী। তবে কি তুমি সত্য সত্যই নাই? তুমিও যদি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন না কর্লে, আশ্রয় না দিলে তবে কেমন করে বলব তুমি আছ?

শয়তান। নাই—নাই—নাই,—ঈশ্বর নাই। বালিকা, তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমার আশ্রয় দেব।

আকবরী। তুমি—তুমি—কে তুমি? প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখার মত তোমার রূপ, যেন দাবানলের বুভুক্ষায় সমগ্র বিশ্ব গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত,—বজ্রের মত কঠিন তোমার আদেশ, কার সাধ্য অবহেলা করে—কোটী কেউটের বিষের জ্বালা তোমার চোখে, যার একটী চাউনিতে সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি ধ্বংশ হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসে, দেহ হীম হয়ে যায়। আর পারি না। দাও, তবে তুমিই আমায় আশ্রয় দাও।

শয়তান। তুমি না চাইতে আমি তোমার আশ্রয় দিয়েছি। আর আমার আদেশে এই নাদির কুলি——

আকবরী। কেন তুমি বারবার তার নাম আমার কাছে উচ্চারণ কচ্ছ? তার নাম শুনলে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। পেতুম যদি তা'কে একবার আমার মুঠোর মধ্যে—যদি আমার শক্তি থাকত,—না না, আমি দীনা হীনা অবলা। হায়, দুর্ব্বৃত্ত আমায়

মৃত স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে—তাঁর অন্তিম কার্য্য পর্য্যন্ত করা হয়নি। আমার বাবার বুকে বজ্রাঘাত করেছে। পারতুম যদি——

শয়তান। কি?

আকবরী। এম্নি তার বুকে আগুন জ্বেলে দিতে, তার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে, তাকে দগ্ধে দগ্ধে মার্ত্তে।—দেখ, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি, তোমার ক্রীতদাসী হয়েছি। আমরণ অবনত মস্তকে তোমার আদেশ পালন করব। তুমি দয়া করে আমায় একটা বর দাও।

শয়তান। কি?

আকবরী। আমায় এই বর দাও, যেন একদিন আমা হ'তেই এই নাদির কুলির সর্ব্বনাশ হয়। যেন আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে তা'কে এমন শাস্তি দিয়ে যেতে পারি, যার কল্পনাও মানুষের পক্ষে ভয়াবহ। যা'তে আমার স্বামীর বুভুক্ষু আত্মা শান্তি লাভ করে, আমার বাবার বুকের জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

শয়তান। উত্তম, তাই হবে। আপাততঃ তুমি নাদিরের সঙ্গিনী হও। সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তার পশ্চাদনুসরণ করবে, সকল কার্য্যে তার সহায়তা করবে, তা'কে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলে দেবে—তখন হবে তোমার প্রতিশোধের সময়। আমি বর দিচ্ছি, একদিন তোমা হ'তেই এই নাদির কুলির সর্ব্বনাশ হবে। পন্থা তোমায় খুঁজে নিতে হবে না, একজন তোমায় দেখিয়ে দেবে। কে সে জান?—সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ। তাঁকে খুঁজে নিও আকবরী। সে শেষ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে তোমার সহায়তা করবে।—(নাদিরের পুনঃ প্রবেশ) —এ কি, তুমি আবার এলে যে?

নাদির। আজ্ঞে ওই মেয়েটা,—আপনি আমায় দান করেছেন,—

শয়তান। এই নাও, গ্রহণ কর।—(আকবরীকে নাদিরের হস্তে

সমর্পণ করিল—সে শিহরিয়া উঠিল, কথা কহিল না, একবার শয়তানের মুখপানে একবার নাদিরের মুখপানে চাহিয়া শির নত করিল)—মনে রেখো নাদির, আজ হ'তে এই আকবরী তোমার সকল কার্য্যে সহায় হবে, ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাদনুসরণ করবে, আলেয়ার আলোর মত তোমাকে উন্নতির উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করবার পথ দেখিয়ে দেবে। বালিকা বলে তুচ্ছ করো না—একে তোমার গুপ্ত মন্ত্রণা দান করো, এর উপর নির্ভর করো। নাদির, আমি তোমায় বুদ্ধি দিয়েছি, বল দিয়েছি, উপযুক্ত সঙ্গিনী দিয়েছি, পথ দেখিয়ে দিয়েছি —এইখানে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি। তুমি জীবনে আর একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ পাবে। তার এখনও বিলম্ব আছে। এখন যাও, আমার প্রদর্শিত পথে কার্য্য করবার জন্য প্রস্তুত হওগে।

(শয়তানের প্রস্থান—ভিন্নদিকে আকবরী ও নাদিরের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুলতান তাহ্মাস বসিয়াছিলেন—পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র
মেজের উপর সুরাধার ও অর্দ্ধ-পরিপূর্ণ পান-পাত্র।
তাহ্মাস মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেছিলেন—
সম্মুখে দাঁড়াইয়া নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আজুঁ ইয়াদ পড়ে পিয়া ওহি রাতিয়া,—
শেষ ফাগুণমা, চন্দ্রকিরণসে উজরী ধরণী,

ফুকারে কোয়েলিয়া মধুমাতিয়া!
নদী-কিনারে কুঞ্জকুটীরে মর্ম্মর-শয়ন পর—
ভোলীভালী ম্যাঞ থি নিরালী
পিয়ারে! তুহারি ধেয়ান পর।—
চমকি জাগাওল তোরি নিশোয়াসা, লাগল তুহারি বোসা,—
আঁখে খোলি দেখি মোহন মূরতিয়া!
পিয়ারে! তু মেরে জীবনক সার,—
হাতক দরপণ, মাথক ফুল, নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল,
হৃদয়ক মৃগমদ, কণ্ঠক হার, পিয়াসকি পানি তুঁহি হামার!
কাঁহা গয়ো পিয়া, ভুল গয়ো নাগরী, অব্ না তরসে মোরি ছাতিয়া।
ঝুরত আঁখিয়া রাঙিয়া পিয়ারে! মাঙত দরশন তুহারি সুরতিয়া॥

(গান সমাপনান্তে জনৈকা নর্ত্তকী পানপাত্র তাহ্মাসের মুখের কাছে ধরিল—সে পান করিল)

তাহ্মাস।—আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করগে, আবশ্যক হয়তো এর পর ডেকে পাঠাব)

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

কি হয়েছে আমার সেদিন থেকে যে দিন আমার অত্যাচারে জুলফিকার আর তার কন্যার মৃত্যু হয়?—আমার কিছু ভাল লাগে না। কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় যেন বুক ধড়্ফড়্ করে, প্রাণটা দেহের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। এখনো যেন তার সেই কথা আমার কাণে প্রতিধ্বনিত হয়ে হৃদ্-পিণ্ডে গিয়ে আঘাত কচ্ছে—"তোমার জন্য উত্তর তৈরি হচ্ছে—খোদার কারখানায়"—কি সে উত্তর কে জানে! সেইদিন থেকে নারীর উপর আর স্পৃহা নাই। আছে শুধু এই সুরা—যত পান করি তত তৃষা বাড়ে, জ্বালা বাড়ে, শান্তি আরো দূরে সরে যায়—তবু আরো চাই, আরো চাই। সাদা চোখে দুনিয়ার দিকে চাইতে ভয় হয়। আমার গত জীবনের

কার্য্যকলাপ গুলো এমন অস্থিচর্ম্মসার বিকট চেহারা নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় যে আমি নিজেই শিউরে উঠি।

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। সুলতান তাহ্মাস, জেগে আছ ? সুরাপান কর্চ্ছ ?—বেশ, বেশ। আরাম পাচ্ছ তো ?

তাহ্মাস। কে তুই ?—এখানে কেমন করে প্রবেশ কলি ?—

মোল্লাবাসী। কে আমি ?—আমায় চেননা সুলতান ? আমি মেস্‌েদের ইমাম—মোল্লাবাসী।

তাহ্মাস। জনাব ! আদাব।

মোল্লাবাসী। সুলতান তাহ্মাস, সুরা আর নারী নিয়ে বেশ সুখে আছ কি ?—সম্ভোগে তৃপ্ত হচ্ছ কি ?—বিলাসে মজা পাচ্ছ কি ?

তাহ্মাস। জনাব,—

মোল্লাবাসী। কি, বল—চুপ কর্লে কেন ?—বল।

তাহ্মাস। জনাব, আপনার অবিদিত কি আছে ?

মোল্লাবাসী। আমি কতটুকু জানি তাহ্মাস ? জ্ঞান অনন্ত—সাগর তুল্য। আমার কাছে যে এক ফোঁটাও নাই। আমি তো জানতুম পাপে সুখ নাই—মানুষ একদিন না একদিন এ সরল সত্য কথাটা বুঝতে পারবে। কিন্তু কৈ ?—সৃষ্টির পর হ'তে আজ পর্য্যন্ত কতদিন কেটে গেল, পৃথিবীতে পাপের ধ্বজা তেমনি মাথা উঁচু করে উড়ছে। তাই জিজ্ঞাসা কর্লুম তাহ্মাস, বেশ সুখে আছ কি ?—

তাহ্মাস। জনাব, আজ ক'দিন থেকে আমি বড় অশান্তি ভোগ কর্চ্ছি দিবারাত্রি কি যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে কালযাপন কর্চ্ছি।

মোল্লাবাসী। কর্চ্ছ ?—বেশ, বেশ। তা'হলে দেখছি আরম্ভ

হয়েছে। সুলতান, আমি শুনে বড় সুখী হলুম। তোমার এখনও আশা আছে। তুমি ধীরে ধীরে জেগে উঠছ। দেখো, আবার যেন মোহে আচ্ছন্ন হয়ো না, এই শঙ্কাটুকু হারিয়ে বোস না। যখন এ আশঙ্কা অসহ্য হয়ে উঠবে তখন একবার মেসেদে গিয়ে এই বুড়োর খোঁজ করো। হয়তো তোমার চোখ খুলে যেতে পারে। যদি তোমার নসীবে থাকে, হয়তো হতভাগ্য জুলফিকারের আত্মাও তোমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারে। আমি তবে আসি সুলতান। এই চিঠীখানি নাও। আমি ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদে গিয়ে পড়েছিলেম। সেখানে তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তিনি সামান্যা বাঁদীর ন্যায় ছদ্মবেশে কালযাপন কর্চ্ছেন। সাধ্বী এত কষ্ট সয়েও তোমার পিতাকে—তাঁর অন্ধ স্বামীকে পরিত্যাগ করেন নি। তিনি তোমায় এই চিঠী লিখেছেন— ভাল করে পড়ে দেখো,—আর যদি কিছু উপায় কর্ত্তে পার, চেষ্টা করো।

(মোল্লাবাসীর প্রস্থান—তাহ্‌মাস একমনে পত্রপাঠ করিতে লাগিল—সৈফুদ্দিন প্রবেশ পূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল)

তাহ্‌মাস। (পত্রপঠন সমাপনান্তে)—কে, সৈফুদ্দিন?—তুমি কখন এলে?

সৈফুদ্দিন। আমি এই আসছি জাঁহাপনা।

তাহ্‌মাস। তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। তোমাকেই আমার প্রয়োজন।

সৈফুদ্দিন। বান্দার প্রতি কি হুকুম জাঁহাপনা?

তাহ্‌মাস্‌। এই চিঠীখানি পড়।—

(পত্র প্রদান)

সৈফুদ্দিন।

পত্র পঠন।

তাহ্মাস, আজ দুনিয়ায় এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে আমায় বলে দিতে পারে তুমি সত্যসত্যই আমার গর্ভে জন্মেছিলে কিনা—আমার বক্ষের শোণিতে তোমার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা। আজ দেবতুল্য পিতা তোমার তাঁর নিজের, তোমার পিতৃ-পুরুষের রাজধানী ইস্পাহানে আততায়ী মাহ্মুদের কারাগারে শত লাঞ্ছনা শত অপমান সহ্য করে প্রতিদিন মৃত্যু কামনা কর্চ্ছেন,—আর আমি, তোমার জননী আমারই নিজের প্রাসাদে ছদ্মবেশে সামান্যা বাঁদীর ন্যায় কালযাপন কর্চ্ছি। কবে তুমি এসে তোমার পিতার শৃঙ্খল মোচন করবে, আমার দাসীত্ব মোচন করবে সেই আশায় এখনো জীবন ধারণ কর্চ্ছি। ওদিকে তুমি নিজের বংশের মান দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে কাজ্ভীনের উপত্যকায় বসে নিশ্চিন্তমনে রাজ্যসুখ ভোগ কচ্ছ। তাহ্মাস, এ দিন কি এমন করেই যাবে? তুমি কি আর জাগবে না? প্রেতলোকেই কি চির নিদ্রাগত থাকবে? জেগে ওঠ তাহ্মাস, আমাদের দুঃখ ঘুচাও, তোমার নিজের ললাট হতে কালিমার রেখা মুছে ফেল। আমার পুত্র তুমি—আমার এ শেষ অনুরোধ রক্ষা কর। আমায় ভিক্ষা দাও—শুধু তুমি এসো—এসো—এসো।

তাহ্মাস। সৈফুদ্দিন, এখন কর্ত্তব্য কি?

সৈফুদ্দিন। কর্ত্তব্য যুদ্ধ। কিন্তু কেমন করে করব জাঁহাপনা? আমাদের সৈন্যবল অতি অল্প, আমাদের রাজ্যরক্ষার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। তার আবার অর্দ্ধেক অশিক্ষিত। মাহ্মুদের শিক্ষিত বাহিনীর সম্মুখে তারা কতক্ষণ টিকবে?

তাহ্মাস। আমি কিছু শুনতে চাইনা সৈফুদ্দিন, কিছু বুঝতে

চাইনা। রাজ্য জাহান্নমে যাক—তবু পিতার উদ্ধার কর্ত্তেই হবে, মাতার দাসীত্ব মোচন কর্ত্তেই হবে। সৈফুদ্দিন, আমার মনে হয় আমি যেন অল্পে অল্পে ঘুম থেকে জেগে উঠছি। খোলা চোখে দুনিয়ার দিকে যত চাইছি, কি জানি কেন তত আমার নিজের উপরই রাগ হচ্ছে।

সৈফুদ্দিন। ও কিছু নয় জাঁহাপনা, মনের দুর্ব্বলতা মাত্র। আপনি কিছু ভাববেন না। নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদে মন দিন, সব ভাবনা সব চিন্তা হাওয়ায় উড়ে যাবে।

তাহ্মাস। না সৈফুদ্দিন, আমোদে আর আমি আমোদ পাইনা। নৃত্যগীত সুরা নারী প্রচুর ভোগ করেছি—এত, যে এদের উপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। সেই বৃদ্ধ জুলফিকার আর তার কন্যা আমার জীবনের উপর কি একটা ইন্দ্রজালের ছায়া বিস্তার করে দিয়ে গেছে জানিনা সৈফুদ্দিন, আমি তা'দের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পাচ্ছিনা। সকল আমোদের মধ্যে সেই বৃদ্ধের দীর্ণ কম্পিত কণ্ঠ আমার প্রাণের ভিতর ছুরিকার মত গিয়ে আঘাত করে,—সুরার তরঙ্গে তরঙ্গে তার অশ্রুজল মিশে আমায় হলাহল পান করায়, নর্ত্তকীর নুপুর-নিক্কনে তার জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়ে ওঠে, আর স্বপ্নে জাগরণে অহোরাত্র দেখি সেই আলুলায়িতকুন্তলা, স্খলিতবসনা, স্ফুরিতাধরা বিভীষণা নারী। —সৈফুদ্দিন, আমি আর পারিনা। ঢের আমোদ হয়েছে, এবার নূতন আমোদের ব্যবস্থা কর—যুদ্ধ কর।

সৈফুদ্দিন। জাঁহাপনার হুকুমের প্রতিবাদ কর্ত্তে পারে গোলামের এমন সাহস নাই। কিন্তু আমি যে কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছিনা।

তাহ্মাস। বেশ করে ভেবে দেখ সৈফুদ্দিন, কোন মতে উপায় হয় কিনা।

সৈফুদ্দিন। কোন উপায় নাই জাঁহাপনা—আমি তো কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।

(শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। আমি এর উপায় করে দিতে পারি।

সৈফুদ্দিন। কে তুই?—না না, কে আপনি জনাব?

শয়তান। সম্রাট, আমি এর উপায় কর্ত্তে পারি।

তাহ্মাস। কি উপায় কর্ত্তে পারেন জনাব?

শয়তান। আমি তোমায় পাঁচ শত সুশিক্ষিত আফ্গান সৈন্য দিতে পারি। তারা আফ্গান বাহিনীর সারভাগ—আপাততঃ মাহ্মুদের অত্যাচারে তারা নির্ব্বাসিত। তারা তোমার অশিক্ষিত সৈন্যদের শিক্ষা দেবে, দল গঠন করে দেবে, দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করবে আর তোমার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে দেবে। তাদের দাবী অতি সামান্য—যদি তুমি রাজী হও তবে আজই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

তাহ্মাস। কিন্তু—কিন্তু—

শয়তান। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে আমি বিদায় হই জাঁহাপনা।

তাহ্মাস। না না, আমি বিশ্বাস কচ্ছি। বলুন আমায় কি কর্ত্তে হবে?

শয়তান। এই মুহূর্ত্তে একাকী আমার পশ্চাদনুসরণ কর, আমি তোমায় সে গুপ্ত মন্ত্রণা দান করব।

(শয়তান ও তৎপশ্চাৎ তাহ্মাসের প্রস্থান)

সৈফুদ্দিন। কে এই আশ্চর্য্য আগন্তুক? এর একটী মুখের কথা যেন অলঙ্ঘনীয় আদেশ। সুলতানকে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে? —যাই দেখি।

(যাইতেছিল—একজন ভৃত্য প্রবেশ পূর্ব্বক একখানি পত্র সৈফুদ্দিনের হস্তে প্রদান করিল)

ভৃত্য। একজন লোক আপনার নামে এই চিঠীখানি দিয়ে গেল। বল্লে এতে আপনার বাড়ীর সংবাদ আছে—বড় জরুরী।

(প্রস্থান)

সৈফুদ্দিন। (পত্র পাঠ করিয়া)—একি! কি ভীষণ! কি বীভৎস! —পাপিষ্ঠার এতদূর সাহস?—জানে না আমায়?—আমার সঙ্গে প্রতারণা! আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন। আজ যদি তার শোণিতে এ হস্ত রঞ্জিত না হয় তবে আমার নাম সৈফুদ্দিন বেগ নয়।

(দ্রুত প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

হসিনার বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।

নাদিরের প্রবেশ।

নাদির। আকবরী বেশ—ঠিক আমি যা চাই। হসিনা রূপসী বটে, কিন্তু তা'কে তো আমি চাই না। তবে কেন আমি এ কাজ কর্‌লুম?—বেশ করেছি—কেন করব না? আমি সৈফুদ্দিনের সর্ব্বনাশ চাই, তার বুকে তুষানলের জ্বালা জ্বেলে দিতে চাই, তা'কে তিল তিল করে পুড়িয়ে মার্ত্তে চাই। হাঃ হাঃ হাঃ কেমন মজা হবে! সৈফুদ্দিন বেগ চিঠী খানা পেয়ে বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ছুটে আসবে। এতক্ষণ সে আসছে, প্রাণপণে ছুটে আসছে।

(হসিনার প্রবেশ)

নাদির। হসিনা, হসিনা—

হসিনা। তুমি আবার এসেছ? কি করেছি আমি তোমার যে তুমি নির্দ্দয় ব্যাধের মত এই নিরপরাধিনী বন্য হরিণীর পশ্চাতে অবিরত তাড়না কর্চ্ছ?

(বুলবুলের প্রবেশ)

বুলবুল। মা মা, আম্মি বলছে বাবা কাল নিশ্চয় বাড়ী আসবেন।

নাদির। আমি আবার কেন এসেছি জান হসিনা? বাঘ যেমন শিকারের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত পান করবার আগে তা'কে নিয়ে খেলা করে, তাকে যাতনা দিয়ে আমোদ পায়, আমি তেমি ক'দিন তোমাকে নিয়ে খেলা কর্চ্ছিলুম। আর আজ তোমার ঘাড় মটকাবার সময় এসেছে।

বুলবুল। কি বলছ তুমি? হ্যাঁ মা, এ লোকটা কি বলছে?

হসিনা। তুমি কি বলছ? তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না।

নাদির। আমি কি চাই জান? আমি চাই তোমার স্বামীর এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার সর্ব্বনাশ।

বুলবুল। হ্যাঁ মা, এ কি বলে?

হসিনা। কেন তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করবে? আমরা তোমার কি করেছি? আজ আমি স্বামী-পরিত্যক্তা অনাথিনী, তাই তুমি আমায় এ সব কথা বলতে সাহস কর্চ্ছ। তুমি জান না, আজ যদি এই বালিকার পিতা ঘুণাক্ষরেও এসব কথা শুনতে পান তবে তোমার কি অবস্থা হবে। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে? কি সর্ব্বনাশ তুমি আমার করবে?

নাদির। হাঃ হাঃ হাঃ!—কি সর্ব্বনাশ করব?—শুনবে? তা শোন না, মন্দ কি? আমি তোমার স্বামীর কাছে একখানি চিঠী লিখে

পাঠিয়েছি যে—তুমি ভ্রষ্টা। যদি তিনি আজ এম্নি সময় এখানে আসেন তবে তোমাকে এবং তোমার জারকে একত্রে দেখতে পাবেন।—সে এলো বলে। এসেই আমাদের দু'জনকে এখানে দেখতে পাবে। তার সাধ্য নাই যে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে পারে। কিন্তু তোমার এবং তোমার কন্যার মৃত্যু নিশ্চিত। আর যদি বাঁচতে চাও, বেশ, আমার সঙ্গে চল। আমার পক্ষে ফল সমানই। যেমন করে হোক তার বুকে বিষের ছুরি বসাতে পার্লে'ই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

হসিনা। তুমি মানুষ নও, তুমি পিশাচ। তোমার উপযুক্ত স্থান নরকেও নাই। এ বালিকা তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে?

নাদির। অপরাধ?—সে ব্যাচারী তার কাছে কি অপরাধ করেছিল? আমরা তার কাছে কি অপরাধ করেছিলুম? অপরাধ কাউকে কর্ত্তে হয় না। সময় হলে অপরাধ মাটী ফুঁড়ে ওঠে। কিছু কর আর না কর, দণ্ড তোমাদের নিতেই হবে। তার বুকে আগুন জ্বালাতেই হবে—যেমন আমার বুকে জ্বলছে। নইলে এ জ্বালা জুড়াবে না। যাক, সে এখুনি এসে পড়বে—আমাকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো এখনো বল, এখনও সময় আছে।

হসিনা। পৃথিবীতে নিজের জীবনটা কি এতই বড়, যে তার জন্য হসিনা ইহলোকে ধিক্কার আর পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করবে? না না, তার চেয়ে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ। আমি মরবো—আর এই বালিকা, যদি এরও মরণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় তো মরবে। কিন্তু তাই বলে মনে করো না পিশাচ, যে ঈশ্বরের রাজ্যে বিচার নাই। মনে করো না এর জন্য তোমায় একদিন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। স্থির জেনো এমন একদিন আসবে, যেদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়েও নিস্কৃতি পাবে না—নিজের বুক চিরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়েও এ পাপের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলতে

পারবে না—নিজের কলিজা নিজের হাতে ছিঁড়ে টেনে বার কর্ত্তে চাইবে, নিজের চক্ষু নিজে উপড়ে ফেলতে চাইবে, কিছুতেই জ্বালা জুড়াবে না, কিছুতেই নিস্তার পাবে না। ঈশ্বরের অমোঘ দণ্ড তোমার মাথায় বজ্রের মত এসে পড়বে।—জগদীশ্বর! (কাঁদিয়া ফেলিল)

বুলবুল। মা, তুমি কাঁদছ? হায়, বাবা কাল না এসে যদি আজ এখুনি এসে পড়তেন——

(সৈফুদ্দিনের প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। কাল নয়, আমি আজই এসেছি। এই যে পিশাচ পিশাচী একসঙ্গে——

(নাদিরের পলায়ন—সৈফুদ্দিন বস্ত্রমধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কয়েকবার গুলি করিল—নাদির কতিপয় বৃক্ষান্তরালে ঘুরিয়া ফিরিয়া চকিতে অদৃশ্য হইল—সৈফুদ্দিনও তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গেল—নেপথ্যে দুই তিন বার গুলির শব্দ—সৈফুদ্দিন ফিরিয়া আসিল)

—পালিয়েছে। সৈফুদ্দিন বেগের গুলি খেয়ে একটা জ্যান্ত মানুষ পালিয়ে গেল! কোথায় যাবে?—আমি সমগ্র পৃথিবী খুঁজে তা'কে বার করব। সৈফুদ্দিন বেগ পত্নীজারকে ক্ষমা করে না।

বুলবুল। বাবা, আমার মার কোন দোষ নাই, দোষ সব ওই লোকটার।—

সৈফুদ্দিন। এই যে পিশাচী এখনও এখানে দাঁড়িয়ে। দোষ নাই—বটে?—(হসিনার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর পিস্তল উদ্যত করিল)—

বুলবুল। (ছুটিয়া আসিয়া দুই হস্তে পিতার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া

ধরিল)—বাবা, বাবা, আমার মাকে মেরো না। আমি সত্যি বলছি আমার মার কোন দোষ নাই।—

(সৈফুদ্দিন বাম হস্তে বুলবুলের গলা টিপিয়া ধরিল—বুলবুল মুক্ত হইবার জন্য ছটফট্ করিতে লাগিল কিন্তু পিতার হস্ত ত্যাগ করিল না)

বুলবুল। আম্মি, আম্মি, শীগ্‌গির এসো—আমার মাকে খুন কর্লে, আমার মাকে বাঁচাও।

হসিনা। (অতি কষ্টে)—এ শিশুকে ছেড়ে দাও—ওর কি দোষ?—ইচ্ছা হয় আমায় হত্যা কর।—কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার শেষ কথা বিশ্বাস কর, তুমি প্রতারিত হয়েছ।—আমি অসতী নই।

(বেগে ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। এ কি!—সৈফুদ্দিন বেগ, তুমি কি?—তুমি কি মানুষ, না পশু, না শয়তান?—(বুলবুলকে টানিয়া লইল)

(সৈফুদ্দিন গুলি করিল—হসিনার মৃত্যু—সৈফুদ্দিন উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল হসিনার মৃত্যু হইয়াছে—দাঁড়াইল, বুলবুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল)—

সৈফুদ্দিন। কুলটার সন্তান—আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

(বুলবুলকে ধরিতে গেল—ধাত্রী এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সৈফুদ্দিনের গতিক দেখিয়া যেন তাহার চৈতন্য হইল—সে চকিতে বুলবুলকে কোলে তুলিয়া অদৃশ্য হইল—সৈফুদ্দিন পশ্চাদ্ধাবন করিল)—

পট পরিবর্ত্তন—গভীর বন—

দূরে ধাত্রী ছুটিতেছে—লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার জন্য আঁকা বাঁকা পথে চলিতেছে—পশ্চাতে উদ্যত পিস্তল হস্তে সৈফুদ্দিন।—

পট পরিবর্ত্তন—চতুর্দ্দিকে গিরিশ্রেণী-বেষ্টিত অধিত্যকা—
পূর্ব্ববৎ বুলবুলকে বুকে করিয়া ধাত্রী বন্য মার্জ্জারীর মত পাহাড়ে
পাহাড়ে ছুটিতেছে—পশ্চাতে সৈফুদ্দিন—

অষ্টম দৃশ্য।

সুসজ্জিত দরবার-কক্ষ।

মঞ্চোপরি শূন্য সিংহাসন—দক্ষিণে ও বামে উজির, কতিপয় সেনাপতি
ও ওমরাহ উপবিষ্ট, কতিপয় দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে নাদির,
আহাম্মদ আবদালী ও কতিপয় আফ্‌গান যোদ্ধা।

দরবার-বেশে সুলতান তাহ্‌মাসের প্রবেশ।—দুইটী সুসজ্জিত বালক
তাহার পরিচ্ছদের পশ্চাদ্‌ভাগ (Tail) ধরিয়া রহিয়াছে—উপস্থিত
সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সুলতানের অভ্যর্থনা করিল।)

সকলে। জয় সুলতান তাহ্‌মাসের জয়।

তাহ্‌মাস। (সিংহাসনে উপবেসনপূর্ব্বক)—সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ কোথায়? সে দরবারে অনুপস্থিত কেন?

জনৈক সেনানী। জাঁহাপনা, তিনি যে কোথায় তা কেউ বলতে পাচ্ছে না। তাঁর গৃহে তিনি নাই।

তাহ্‌মাস। সেকি!—অবিলম্বে সংবাদ লও। সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর। যদি সহরে তা'কে না পাও তার বাটী পর্য্যন্ত যাবে। তুমি নিজেই যাও। তা'কে আমাদের অবিলম্বে প্রয়োজন।

(সেনানীর প্রস্থান)

নাদির। (স্বগত)—সে যে কোথায় তা আমি জানি, আর কে জানবে? না জানাই ভাল। সে এখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে চিনতে পার্লে বিষম বিভ্রাট ঘটবে।

তাহ্‌মাস। সেনাপতিগণ, ওমরাহগণ, তোমরা সকলেই অবগত আছ যে আমার পিতা দয়ালু সম্রাধ শাহ্‌ হুসেন অন্যায়ভাবে আমাদের পৈত্রিক সিংহাসন হতে বঞ্চিত হয়েছেন। আফ্‌গান দস্যু মাহ্‌মুদ পিতার সরলতার সুযোগ পেয়ে ছলে সিংহাসন অধিকার করেছে। আমার পৈত্রিক রাজধানী ইস্পাহান ও তার করায়ত্ত। বর্ব্বর সিংহাসন পেয়েই আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করেছে, প্রজার উপর চরম অত্যাচার কর্চ্ছে, রক্তস্রোতে দেশ প্লাবিত করে তুলেছে। জননী আমার শত অত্যাচার সহ্য করেও আমার হতভাগ্য পিতাকে পরিত্যাগ কর্ত্তে পারেন নি, ছদ্মবেশে অতি দীনভাবে প্রাসাদে কালযাপন কর্চ্ছেন। এ অবস্থায় আমরা, আমরা কেন, কোন মানুষই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না।

সকলে। কখনই নয়, কখনই নয়।

তাহ্‌মাস। আমরা শুধু শক্তির অভাবেই এতদিন চুপ করে ছিলেম। আজ বহু ভাগ্যে এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী জ্যোতিষ্মান পুরুষের কৃপায় আমরা এক দুর্দ্ধর্ষ আফ্‌গান পল্টন লাভ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতা বীরাগ্রগণ্য এই নাদির এবং আহম্মদ আবদালী আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। সেই শক্তিশালী পুরুষ বলেছেন যে এদের নেতৃত্বে এই আফ্‌গান পল্টন অজেয়। তাঁর কথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি। তাঁরই আদেশে আজ এই নাদিরকে আমি প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেম। আজ হতে সকল সেনাপতি এবং সৈনিক এর আদেশ আমার আদেশের ন্যায় মান্য করবে।

সকলে। জয় সুলতান তাহ্মাসের জয়।

তাহ্মাস। নাদির,—(নাদির অগ্রসর হইয়া মঞ্চের পাদমূলে নতজানু হইল) নাদির, এই তরবারি এবং উষ্ণিষ গ্রহণ কর।—(তাহ্-মাসের সিংহাসন-পার্শ্বে মঞ্চের নিম্নে উপবিষ্ট উজির তরবারি ও উষ্ণিষ নাদিরকে প্রদন করিল—নাদির নতশিরে উহা গ্রহণ করিল—বাহিরে তোপধ্বনি)—নাদির! আজ হতে তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি। তোমার উপর অসংখ্য কর্ত্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত হল। আশা করি তোমার কার্য্যে আমরা বিফলমনোরথ হব না। আপাততঃ আমাদের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য মাহ্মুদের বিরুদ্ধে অভিযান। অবিলম্বে তার জন্য প্রস্তুত হও। আহাম্মদ! তুমি সহকারী সেনাপতি। আমরা তোমাদের উভয়েরই কৃতিত্ব দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলেম।

সকলে। জয় সুলতান তাহ্মাসের জয়।

(সিংহাসনের পশ্চাতে দরবার-কক্ষের বৃহৎ তোরণ—তাহাতে মখমলের কামদার পরদা ঝুলিতেছিল। পরদা অপসারিত হইয়া বাহিরে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত বারাণ্ডা, তথায় সুসজ্জিত সামরিক বাদক-দল দৃষ্ট হইল। রণবাদ্যে পারসীক জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল—তাহ্মাস ও সভাসদ্‌গণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শিরনত করিল।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরিফার গৃহ।

সরিফা। হানিফ, বাবা—

(একটী কাঠের নৌকা দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে হানিফের প্রবেশ)

হানিফ। কি মা, আমায় ডাকছিলে?

সরিফা। হ্যাঁ বাবা।—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

হানিফ। আমি বাইরে বসে নৌকা গড়ছিলুম। এই দেখ মা কেমন সুন্দর নৌকা হয়েছে। এইবারে এতে পাল তুলে দিলেই বেশ হয়, না মা?

সরিফা। এ নৌকা কি হবে বাবা?

হানিফ। কেন, তোমার মনে নাই, সেদিন তুমি মুক্তোরাণীর গল্প বলছিলে—এই নৌকা চড়ে আমি সেই মুক্তোরাণীর দেশে যাব—সেই সাত সমুদ্রুর ওপারে।—সেখান থেকে কত মুক্তো আনব।

সরিফা। তুমি একাই যাবে?

হানিফ। একা কেন, তোমায়ও সঙ্গে নেব। আচ্ছা মা, মতি সব সমুদ্রের তলায় না ফলে গাছে ফলে না কেন? তা হ'লে তো আমরা অনায়াসে পেড়ে নিতে পার্ত্তুম।

সরিফা। যা যেখানে ফলবার তা সেইখানে ফলে। মতি যদি গাছে ফলতো আর ফল যদি সাগরের তলে ফলতো তবে মতির ও আদর থাকতো না, মানুষ ও ফল খেতে পেতো না।

হানিফ। ঠিক মা, তুমি ঠিক বলেছ। আমার বাবাও এম্নি বলতেন—হ্যাঁ মা, আমার বাবা কোথায় ? তিনি কবে এসে আমায় নিয়ে যাবেন ?

সরিফা। কেন, এখানে থাকতে কি তোমার ভাল লাগেনা ?

হানিফ। কি জানি—আমার বাবার কথা মনে পড়ে, দাদার কথা, দিদির কথা, আমার খেলার সাথীদের কথা—সক্কলের কথা মনে পড়ে। তাঁরা সব কোথায় মা ? তাঁদের সঙ্গে কি আর দেখা হবে না ?

সরিফা। ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমিতো জানি না কি বলে এই শিশুকে প্রবোধ দিব।

হানিফ। হ্যাঁ মা, আমি যেমন তাঁদের কথা ভাবিছ, তাঁরাও কি তেম্নি আমার কথা ভাবেন না ? আমি যেমন রাত্তিরে তাঁদের জন্য লুকিয়ে কাঁদি, তারাও কি তেম্নি কাঁদেন না ? হ্যাঁ মা, বলনা মা, চুপ করে রইলে কেন ?

সরিফা। তুমি তাঁদের কাছে যাবে ? আমার জন্য মন কেমন করবে না ?

হানিফ। তা কেন, তোমায়ও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সরিফা। তার চেয়ে চলনা তোমর এই নৌকা চড়ে আমরা সেই মুক্তোরাণীর দেশেই যাই।

হানিফ। (হাততালি দিয়া)—বাঃ সে বেশ হবে !—বেশ হবে !—চল না মা—(মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া)—চল না মা আগে বাবার কাছে যাই, তারপর মুক্তোর দেশে যাব।

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। কি হানিফ, কি বলছ ?—হানিফ কি বলছে সরিফা ?

সরিফা। হজরৎ এসেছেন।—আমি আজ ক'দিন আপনারই কথা

ভাবছিলেম। অনেক দিন আপনার চরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেম—আজ বহু ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলেম।

মোল্লাবাসী। আমার দর্শন কেন কামনা করেছিলে সরিফা?

সরিফা। আপনি এই শিশুকে সান্ত্বনা দিন জনাব। বালক কিছু খেতে চায় না, খেলাধূলা কিছু চায় না। সারাদিন কি ভাবে, রাত্তিরে বালিসে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা কর্লে এমন সব কথা বলে যা শুনে আমারই চোখে জল আসে। তা আমি কি সান্ত্বনা দিব?

মোল্লাবাসী। কিছু ভাবতে হবে না সরিফা, জগদীশ্বর একে সান্ত্বনা দিবেন। আমি আপাততঃ কিছুদিনের জন্য দূরদেশে যাব বলে যাত্রা করেছি। ফির্ত্তে বিলম্ব হবে। তাই তোমাকে বলতে এলেম সরিফা, জননীর কর্ত্তব্য শুধু স্নেহ ভালবাসা নয়, শুধু কোমলতা নয়—একটু কঠোরও হতে হবে। সন্তানের শিক্ষারও প্রয়োজন।

(বুলবুলকে লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। উঃ, আর পারি না। সমস্ত রাত ছুটেছি। বনের পর বন, আরো বন—তার শেষ নাই। কাঁটায় গা ছড়ে গেছে—হোঁচট খেয়ে খেয়ে পা দু'টো অসাড় হয়ে গেছে—আর দাঁড়াতে পার্চ্ছি না। এই—এটা—এটা সরিফার গৃহ নয়? (বুলবুলকে নামাইয়া ভূমিতলে উপবেশন) —সরিফা! সরিফা!—নাঃ, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।—(মূর্চ্ছা)

বুলবুল। ওগো, তোমরা আমার আম্মিকে বাঁচাও—আমাদের একটু জল দাও—(মোল্লাবাসীর প্রস্থান)

সরিফা। কে, বুলবুল? কি হয়েছে মা, কি হয়েছে? তোমাদের এ দশা কেন?—(বুকে তুলিয়া লইল)

বুলবুল। কে?—মাসিমা? আগে আমার আম্মিকে বাঁচাও, আমাদের একটু জল দাও—আমি সব বলছি।

(জল লইয়া মোল্লাবাসীর পুনঃ প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। এই জল এনেছি, পান কর।—

(বুলবুলের জলপান—মোল্লাবাসী ধাত্রীর চোখে মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল—সরিফা তাহাকে বীজন করিতে লাগিল)

ধাত্রী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিল)—বুলবুল—বুলবুল—আমার বুলবুল কৈ ?

বুলবুল। আম্মি, এই যে আমি।—(ধাত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—ধাত্রী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল)

ধাত্রী। আর না, আর দেরী নয়। সে পেছু পেছু পিস্তল নিয়ে ছুটে আসছে। চল, চল পালাই।

সরিফা। কি হয়েছে আম্মি ?—কে পিস্তল নিয়ে ছুটে আসছে ?

ধাত্রী। কে আবার ?—সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ। সেনাপতি কিনা, বীরত্ব দেখান চাইতো। তাই বিনা দোষে এর মাকে গুলি করে মেরেছে, আর একে মারবার জন্য পিস্তল নিয়ে ছুটে আসছে।

সরিফা। আম্মি আম্মি, তুমি কি বলছ ? সৈফুদ্দিন বেগ কা'কে গুলি করে মেরেছে ? এর মাকে ? হাসিনাকে ? না না, তুমি কি বলতে কি বলছ।

ধাত্রী। আমি ঠিক বলছি। এর মাকে—হসিনাকে গুলি করে মেরেছে।—

—(সরিফা দুই হস্তে মুখ আবৃত করিল)—

তুমি কে ?—তুমি অমন কচ্ছ কেন ?—কে, সরিফা ? আঃ, বাঁচলুম। সরিফা, এ শোক করবার সময় নয়। ওঠ, এ শিশুকে নিয়ে ছুটে পালাও। একটুও দেরী করো না—কোথাও একটু দাঁড়িও না। কি করব, আমি আর পার্চ্ছি না। আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নাই।

সরিফা। আম্মি আম্মি, কি হয়েছে আমায় খুলে বল। সৈফুদ্দিন কেন হসিনাকে হত্যা কর্লে, কেন এই শিশুকে হত্যা কর্ত্তে চায়? শীঘ্র বল আম্মি—আমি এ উদ্বেগ, এ আশঙ্কা আর সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

ধাত্রী। কি হয়েছিল আমি সব ঠিক গুছিয়ে বলতে পার্চ্ছি না—সব ভাল জানি ও না। ওগো, আর যে কথা কইবার সময় নাই—সে এলো বলে।

মোল্লাবাসী। তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। আপাততঃ তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন। এখন তোমরা বিশ্রাম লাভ কর। অপরাহ্নে আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাব। আর কি ঘটেছে না ঘটেছে তা জানবার জন্য এখন ব্যস্ত হয়ো না, সময়ে সবই জানতে পারবে।

সরিফা। যদি এর মধ্যে সৈফুদ্দিন এখানে খুঁজতে আসে?

মোল্লাবাসী। তোমাদের কোন ভয় নাই। সে দায় সে ভার আমার। আপাততঃ আমি চল্লুম। তোমরা অপরাহ্নে আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হওগে।

সরিফা ও ধাত্রী। জনাব, আদাব।

মোল্লাবাসী। খোদা তোমাদের নিরাপদে রাখুন।—(প্রস্থান)

সরিফা। চল আম্মি, একটু মুখে হাতে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হবে চল। হুজরৎ যখন বলেছেন তখন আর কোন ভয় নাই। তুমি ঠিক বলেছ জনাব, সন্তানের শিক্ষার প্রয়োজন। হানিফের সকল শিক্ষার আগে অস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন।

(ধাত্রী ও সরিফার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

নাদির একাকী পদচারণা করিতেছিল।

নাদির। আজ আমি সুলতান্ তাহ্মাসের প্রধান সেনাপতি। দীন ভিখারীর পুত্র আজ একটা সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা—এ কি কম গৌরবের কথা? আজ আহাম্মদ আবদালী এবং তার দুর্দ্ধর্ষ আফ্গান সঙ্গীগণ মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত আনত মস্তকে আমার আদেশ প্রতিক্ষা কর্চ্ছে—একি কম সৌভাগ্যের কথা? কিন্তু—কিন্তু এতে কি সুখ? এই বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান, এই রাজ-অট্টালিকায় বাস, রাজভোগ সেবন—এতে কি সুখ? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। ক্ষমতার মদিরা যত পান কচ্ছি, নেশা তত বেড়ে যাচ্ছে, তীব্র পিপাসায় প্রাণ মরুভূমি হয়ে উঠছে—আরো চাই, আরো চাই। সেনাপতি?—কে সে? আর একজনকার অন্নদাস আজ্ঞাবহ বইতো নয়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। জনাব, সম্রাট এবং আবদালী সাহেব আসছেন।

নাদির। আচ্ছা।—(দৌবারিকের প্রস্থান)—না, এতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমার দৃষ্টি বহু উর্দ্ধে। এ শুধু আমার একটা সোপান। উপরে উঠবার সিঁড়ির একটা ধাপ মাত্র। যে ক'দিন চলে চলুক, তারপর দেখে শুনে নেওয়া যাবে।

(তাহ্মাস ও আহাম্মদের প্রবেশ)

তাহ্মাস। নাদির, নাদির, আর কতদিন আমরা এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে অপেক্ষা করব। যত দিন যাচ্ছে আমার প্রাণ ততই ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

নাদির। জাঁহাপনা, অধীর হবেন না। অধীর হলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হবে না। আমরা কাজ্‌ভীন হতে যাত্রা করবার পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করে এসেছি। ইস্পাহানে যে গেছে তার এইখানে এসে মিলিত হবার কথা। তার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাদের এইখানে অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। তার আসবার সময় হয়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তে সে এসে পৌঁছুতে পারে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। একজন গুপ্তচর দ্বারে উপস্থিত। সে জনাবের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়েছে।

নাদির। এই যে জাঁহাপনা সে এসেছে। তা'কে অবিলম্বে হাজির কর।—

(দৌবারিকের প্রস্থান—গুপ্তচরের প্রবেশ)—

কি সংবাদ দূত, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

গুপ্তচর। ইস্পাহানে আবার হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়েছে। অন্ধ সুলতান শাহ্‌ হুসেনকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিল বলে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ওমরাহ্ ধরা পড়ে। সেই অপরাধে তাদের প্রাণদণ্ড হয়, সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের সংশ্লিষ্ট আত্মীয় স্বজন হিতাকাঙ্ক্ষী অনুগত যে যেখানে ছিল,সম্রাট মাহ্‌মুদ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে হত্যা করবার আদেশ দেয় এবং নিজের হাতে কার্য্য আরম্ভ করে। তার আদেশে সৈন্যগণ সুলতান শাহ্‌ হুসেনের অবরোধ-গৃহে প্রবেশ করে তাঁর পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রকে হত্যা কর্ত্তে যায় এবং তা'কে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হতভাগ্য সুলতান নিজে সাংঘাতিক আহত হন। এ ঘটনার কয়েকদিন পরে সম্রাট মাহ্‌মুদ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করে। এখন তার স্থলে তার খুড়তুত ভাই আশরফ সম্রাট হয়েছে। সুলতান শাহ্‌ হুসেন এখনো

মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। বেগম কোথায় কেউ জানে না। আশরফের ক্ষমতা এখনো ভালরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, রাজ্য একরূপ অরাজক বল্লেই হয়। ইস্পাহানের রাজপথ জনশূন্য, হাট বাজার একরূপ বন্ধ, প্রজাগণ হাহাকার কচ্ছে—সকলেই জাঁহাপনার প্রত্যাগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

নাদির। হুঁ—আর কিছু?

গুপ্তচর। আশরফ গুপ্তচর-মুখে আমাদের সমরায়োজন জানতে পেরে মধ্যপথে আমাদের ধ্বংশ করবার জন্য পূর্ব্বেই সসজ্জ হয়ে ইস্পাহান পরিত্যাগ করেছে।

নাদির। এখন সে কোথায়?

গুপ্তচর। আমি ঠিক জানি না। আমার প্রতি শুধু ইস্পাহানের সংবাদ আনবার আদেশ ছিল। তাই আমি পথে কোথাও সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিনি। তবে লোকমুখে যতটুকু শুনেছি, তা'তে আমার বোধ হয় তারা বেশী দূরে নয়, নিকটেই এসে পৌঁচেছে।

নাদির। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

তাহ্‌মাস। তাইতো, কি হবে?—নাদির, আহাম্মদ, তোমরা আমার ভাই। এ বিপদে তোমরা আমায় উদ্ধার কর। জরাজীর্ণ অন্ধ পিতা আমার শত্রুর কারাগারে প্রতিদিন শত লাঞ্ছনা শত অপমান সহ্য করে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন কচ্ছেন, দেবীস্বরূপিণী জননী আমার—উঃ! সে কথা ভাবতেও বুক ফেটে যায়। আর আমি—ধিক আমাকে!—এর চেয়ে আমার মৃত্যু ছিল ভাল।

নাদির। বৃথা চিন্তায় ফল কি জাঁহাপনা? আপনি নিশ্চিন্ত হোন, এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব।

তাহ্‌মাস। নাদির, নাদির, সত্য বলছ?

নাদির। আমি ঠিক বলছি জাঁহাপনা। আপনাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখে লাভ কি? আপাততঃ আপনি ক্লান্ত, আজকের মত শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম লাভ করুন।

তাহ্মাস। বেশ, যা হয় তোমরা কর। আমি আর কি করব? তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা। তাইতো, সৈফুদ্দিনও সঙ্গে এলো না।

নাদির। তার জন্য ভাববেন না জাঁহাপনা, সে ও আপনারই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আমি তা'কে কাজ্‌ভীন রক্ষার ভার দিয়ে এসেছি। আর পশ্চাতের পথ-রক্ষা এবং রসদ সংগ্রহের আদেশও তার উপর আছে। যদি ঘটনাচক্রে দু' একদিনের যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটে, তা হলেও যাতে আমাদের একেবারে ভেঙ্গে পড়তে না হয় তার উপায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

তাহ্মাস। এ উত্তম বিবেচনা করেছ। আমি তা হ'লে শিবিরে যাই।

(নাদির ও আহাম্মদ অভিবাদন করিল—তাহ্মাসের প্রস্থান)।

নাদির। আহাম্মদ!—

আহাম্মদ। জনাব!

নাদির। আমি তাদের ছাউনি দেখে এসেছি।

আহাম্মদ। সে কি? এরি মধ্যে—

নাদির। হ্যাঁ আহাম্মদ। এই দেখ আমি তার এক নক্সা প্রস্তুত করেছি।—(বক্ষবস্ত্র হইতে নক্সা বাহির করিয়া)—এই দেখ। এইখানে এই পাহাড়ের এপারে আমরা, ওপারে দেহ্‌লুর নামে ক্ষুদ্র জনপদ। আর এইখানে দেহ্‌লুরের বন। এই বনের পার্শ্বে পরিষ্কার সমতল ভূমিতে আজ অপরাহ্নে তারা এসে শিবির স্থাপন করেছে। ফলতঃ তাদের একপার্শ্বে নিবিড় বন, সম্মুখে পাহাড় আর অপর পার্শ্বে দেহ্‌লুরের উপান্তে

বেগবতী গিরিনদী—বর্ষার মত্ত প্রবাহে কুলে কুলে পরিপূর্ণ। শুধু পশ্চাতের পথ খোলা। পাহাড়ের আড়ালে আছি বলে তারা আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারে নি।

আহাম্মদ। ঠিক—আমিও দেখে এসেছি জনাব। তারা আমাদের এত নিকটে অথচ আমাদের অস্তিত্ব তারা কিছুই জানে না। এর কারণ কি জানেন জনাব?

নাদির। কি?

আহাম্মদ। আমরা আফ্‌গান, আশরফ এবং তার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সকলেই আফ্‌গান। কাজেই আমার দলের লোক তার পল্টনে মিশে যাওয়া কিছু শক্ত কাজ নয়। আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর আমার আদেশে তাদের পল্টনে গুপ্তচররূপে প্রবেশ করেছে। তারা তাদের বুঝিয়েছে যে আমরা এখনো বহুদূরে—প্রায় তিন দিনের পথ দূরে আছি। তাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রামের আয়োজন কর্চ্ছে।

নাদির। উত্তম। এখন কর্ত্তব্য কি আহাম্মদ?

আহাম্মদ। আদেশ করুন।

নাদির। আজ এই রাত্রিতে এখুনি এখান থেকে ছাউনী তুলতে হবে। সুলতানকে আমার সঙ্কল্প জানাও। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। কিম্বা উপযুক্ত রক্ষীর তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাউনি আপাততঃ এখানেও থাকতে পারে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গভীর অন্ধকার—এই আমাদের উত্তম সুযোগ। এখন রাত্রি প্রায় একপ্রহর—তাড়াতাড়ি গেলে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বেই আমরা পাহাড়ের উপর পৌঁছুতে পারব। ছাউনি রক্ষার জন্য এবং কতকটা কাজ এগিয়ে রাখবার জন্য আগে থেকেই আমাদের ভারি কামান সব পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে গুপ্তভাবে সাজান আছে। হাল্‌কা কামান দু' চারটে পার

সঙ্গে নাও, না পার ক্ষতি নাই। পাহাড়ের উপর উপযুক্ত নায়কের অধীনে পারসীক গোলন্দাজ সেনা স্থাপন কর। তুমি তোমার আফ্‌গান পল্টন নিয়ে জঙ্গলের পথে শত্রুর পার্শ্বে অবস্থান করবে। আর আমি অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে দেহ্‌লুরের পথে লুকিয়ে থাকব। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ কর্ত্তে হবে। রাত্রি-শেষে আক্রমণ।

আহাম্মদ। তা কি করে সম্ভব হবে জনাব?

নাদির। যদি জয়লাভ কর্ত্তে চাও তবে অসম্ভবকে সম্ভব কর্ত্তে হবে। তোমার মুষ্টিমেয় আফ্‌গান পল্টন ভিন্ন আমাদের দলে কয়জন শিক্ষিত সৈনিক আছে আহাম্মদ?—দিনের স্পষ্ট আলোকে তারা আশরফের বিপুল বাহিনীর সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে?

আহাম্মদ। সে কথা ঠিক।

নাদির। শোন আহাম্মদ, আমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখতে পেলে সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করবে। এক পার্শ্ব থেকে তুমি তোমার পদাতিক সৈন্য নিয়ে সঙ্গীন চড়িয়ে আক্রমণ করবে, অপর পার্শ্ব থেকে আমি আমার অশ্বারোহী দল নিয়ে আক্রমণ করব, আর পাহাড়ের উপর থেকে কামান। কামানের মুখে মাঝে বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করবার আদেশ দিও, যেন শত্রুর শিবিরে আগুন ধরে যায়। তা'তে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। মনে থাকে যেন আহাম্মদ, আজ এদের পিঁপড়ের মত টিপে মার্ত্তে হবে।

আহাম্মদ। এ উত্তম পরামর্শ। আচ্ছা, সঙ্কেতিক চিহ্নটা হবে কি?

নাদির। একটু ভাবতে দাও। আচ্ছা তুমিই বল না কি হওয়া উচিত।

আহাম্মদ। আমি যখন আজ সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুর

শিবির পর্য্যবেক্ষণ করি তখন দেখেছি, ঠিক তাদের পেছনেই মাঠের মধ্যে একটা খুব বড় তাল গাছ আছে। সেই তাল গাছের মাথায় একটা মশাল জেলে দিতে পার্লে আমরা সবাই পরিষ্কার দেখতে পাব।

নাদির। উত্তম। সে তালগাছ আমিও দেখেছি। কিন্তু সেখানে যেতে হ'লে যে শত্রুর ছাউনির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পদে পদে জীবন-সংশয়, আর একটু অসতর্ক হ'লেই সব পণ্ড। এমন লোক চাই যে শৃগালের মত ধূর্ত্ত, মর্জ্জারের মত নিঃশব্দ, আর ব্যাঘ্রের মত সাহসী—যে এতটুকু প্রাণের মায়া করে না, অথচ প্রয়োজন হলেই পালাতে জানে। এমন লোক আমাদের মধ্যে কে আছে?

আহাম্মদ। এ কার্য্যের জন্য আমি একজন বিশ্বস্ত আফ্‌গান দিতে পারি।

নাদির। আফ্‌গান?—আফ্‌গান?—না সুবিধা হবে না। তোমাদের আফ্‌গানরা বড় গোঁয়ার—সব পারে কিন্তু কিল খেয়ে কিল চুরি কর্ত্তে জানেনা। একটুতেই মেড়ার মত শিং উঁচু করে গুঁতোতে যায়। আর যা'কে তা'কে দিয়ে তো এ কাজ হবে না। একজন বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রয়োজন।

আহাম্মদ। আফ্‌গান ছাড়া আর কি কেউ যেতে চাইবে জনাব? এমন অসাহসিক বিপজ্জনক কাজ—

নাদির। তাইতো, বড় ভাবনায় ফেলে দিলে যে আহাম্মদ।

(বালক বেশে আকবরীর প্রবেশ)।

আকবরী। কিসের ভাবনা জনাব, আমি হাজির আছি। হুকুম হয়তো আমি গিয়ে ওই তালবৃক্ষের শিরে মশাল জেলে দিতে পারি।

আহাম্মদ। কে তুমি বালক?—কি বলছ?

নাদির। ও আমার বালক ভৃত্য গুলাব। তুমি কি বলছ গুলাব? তুমি কি এই বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে অগ্রসর হতে সাহস কর?

আকবরী। আলবৎ করি জনাব।

আহাম্মদ। সাবধান বালক, কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি কর, বেশ করে ভেবে কথা কও।

আকবরী। আমি ভেবেই বলছি।

নাদির। যদি না পার?

আকবরী। জান কবুল।

নাদির। উত্তম, আমি তোমাকেই এই গুরুতর কার্য্যের ভার প্রদান কল্ল‌ুম। আপাততঃ তুমি আমার সঙ্গে থাকবে পরে তোমায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করব। যাও আহাম্মদ, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব নয়—কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।— (আহাম্মদের প্রস্থান)— যুদ্ধযাত্রার সময় তুমি বহু অনুনয় বিনয় করে আমার সঙ্গ নিয়েছিলে। বড় দর্প করে বলেছিলে তুমি আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী, সকল কার্য্যে আমার সহায়তা করবে। আজ দেখব তুমি সত্যই আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী কি না।

আকবরী। আমিও দেখাতে চাই আমি তোমার উপযুক্ত সঙ্গিনী।

নাদির। বেশ। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসছি। (প্রস্থান)

আকবরী। তবু যেন কে থেকে থেকে প্রাণের ভিতর থেকে উঁকি মেরে বলে "খোদা আছে—খোদা আছে।"—মিথ্যা কথা—খোদা নাই। আজ তাই আমি প্রমাণ কর্ত্তে চাই। আজ রাত্রিশেষে ওই প্রান্তরে সহস্র লোকের হাহাকার তুলে আমি দেখতে চাই তা সত্য সত্যই কারু কাণে গিয়ে পৌছোয় কি না। এই যে অজস্র-প্রবাহিত

নরশোণিতে শুকনো মাটী লালে লাল হয়ে যাবে, আমি দেখতে চাই তা'তে কারু প্রাণ এতটুকু ভিজে কি না। তবু—না, কিছু না—তাঁর উপদেশ এই নাদিরকে ক্রমাগত সাহায্য করে যেতে হবে, তা'কে লালসার মদিরায় মাতাল করে দিয়ে ব্যাভিচারের পর ব্যাভিচারে টেনে নিয়ে যেতে হবে।—স্বেচ্ছাচারের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়ে আশমানের কাছ বরাবর পৌঁছে দিয়ে তারপর পেছন দিক থেকে এক ধাক্কা—একেবারে পাতালের গভীর গহ্বরে—তবে হবে আমার প্রতিশোধ।—হাঃ হাঃ হাঃ!—কেমন মজা হবে! পালভরা পান্সী ঢেউয়ের উপর দিয়ে তর্‌তর্‌ করে ছুটে চলেছে—দাও তাকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে—তবে তো মজা।—হাঃ হাঃ হাঃ।—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আশরফের শিবির সম্মুখ।

কতিপয় সৈনিক বসিয়া মদ্যপান করিতেছে।

১ম সৈ। আঃ বাঁচা গেল। আজ ক'দিন বাদে খেয়ে দেয়ে আরাম করে প্রাণটা যেন ধাতে এলো।

২য় সৈ। ঠিক বলেছিস ভাই। উঃ, কদিন কি কষ্টটাই গেছে—না খাওয়া, না দাওয়া, না একটু ঘুম——

৩য় সৈ। না এক ফোঁটা মদ, না একরত্তি মেয়ে মানুষ—বাপ্, প্রাণটা যেন জবাই করা মুর্গীর মত কোঁ কোঁ ডাক ছাড়ছিল।

২য় সৈ। আর, কি পথ বাবা, চলছি তো চলছিই—ফুরোবার নামটী নেই!

১ম সৈ। আমাদের জাহাপনার যত আজগুবী খেয়াল—বলে স্থলতান তাহ্মাস যুদ্ধ কর্ত্তে আসছে। সে হল বুদ্ধিমান—আমাদের মত তো আর নিরেট নয়। সে দিব্বি খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে নিত্যি নতুন পরীর ঝাঁক নিয়ে সিরাজীর পিঁপেয় সাঁতার কাটছে। তার দায় পড়ে গেছে যুদ্ধ করবার।

(একটী মদের বোতল বগলে করিয়া টলিতে টলিতে গান গাহিতে গাহিতে চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ)

৪র্থ সৈ। গীত।

ঢল ঢলে তার বদনখানি, মনটী তাহার ময়লা।
চিকন চাকন বরণখানি, বুকের ভিতর কয়লা॥
চোখের কোনে ফিন্‌কি হেনে আমার পানে চেয়েছিল,
একটু হেসে একটু কেশে একটী কথা কয়েছিল ;
আমারে মজিয়েছিল দেখা যেদিন পয়লা।
এখন বাসি ফেলে নতুন ফুলে কর্ত্তে গেল নয়লা দয়লা॥

সকলে। বাঃ বাঃ!—চমৎকার! চমৎকার!—ক্যা কামাল হ্যায়—ইত্যাদি।

৪র্থ সৈ। আচ্ছা ভাই, বলতে পারিস এদেশের মাঠগুলো রাত্তিরে টলে কেন? এই দেখনা, আমি কোন মতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছি না। (উপবেশন)

২য় সৈ। ও ভাই, ও ভাই, ও কি বলতো?—ওই তাল গাছটার মাথায় একটা মশালের মত কি জ্বলছে?

১ম সৈ। তাইতো রে, ওটা কি? আলেয়া নাকি?

২য় সৈ। আলেয়া!—সে কি?

(নেপথ্যে বহু বন্দুক ও কামানের শব্দ—মহা কোলাহল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সহসা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল—কলরব উঠিল "আগুন আগুন—জল জল"—ইত্যাদি)

৩য় সৈ। এই মরেছে! বিদেশে বিঘোরে অনাহারে অন্ধকারে প্রাণটা নেহাৎ গেল দেখছি।

১ম সৈ। এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদলে আর কি হবে? মরা নসীবে থাকে মরব। চল হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ্ করে মরি—

২য় ও ৩য় সৈ। ঠিক ভাই, তাই চল—তাই চল।

(১ম, ২য় ও ৩য়ের প্রস্থান)

৪র্থ সৈ। যাও বাবা, যার যুদ্ধ্ করবার সখ থাকে এগোও। আমি কিন্তু বাবা এক পা ও নড়ছিনি। এইখানে বসলুম শেকর গেড়ে। তাহ্মাস মিঞার মত রসিক লোক কি আর এদেশে আছে? সে যখন আসছে তখন তার সঙ্গে দু' এক ঝাঁক ইরাণী লক্কা পায়রা আছেই আছে। একটাকে তো ঠ্যাং ধরে টান মেরে ফেলব এইখানে; তারপর—

(পুনরায় বহু বন্দুক ও কামানের শব্দ—সঙ্গীনধারী সৈনিকগণসহ নাদির ও আহাম্মদের প্রবেশ)

নাদির। অগ্রসর হও আহাম্মদ,—যা'কে যেখানে যে অবস্থায় পাবে অকাতরে হত্যা করবে। আজ খুনের মাইকেল—রক্তের লহর বহিয়ে দাও। যাও,—আমি একাই চতুর্দ্দিক পরিদর্শন করব।

(আহাম্মদ ও সৈনিকগণের প্রস্থান—মাতাল টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল)—

৪র্থ সৈ। (নাদিরের নিকটে গিয়া)—কে বাবা রূপসী তুমি, প্রাণ-প্রেয়সী দেখন-হাসি?—কথা কইছ না যে? গলা শুকিয়ে গেছে বুঝি? —এই নাও একঢোক টেনে নাও—নাও না—(নাদির তরবারি দ্বারা

আঘাত করিতে উদ্যত হইল) ওরে—বাবা!—(লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল)—দোহাই বাবা, নেশা ছুটে গেছে—তোমার ছ'টী পায়ে পড়ি বাবা, আমায় মেরো না, আমায় বাঁচতে দাও—

নাদির। (পদাঘাতে সৈনিককে ভূতলশায়ী করিয়া তরবারি তাঁহার বক্ষে বসাইয়া)—মানুষের মুখে হাহাকার কি মিষ্টি! এর মত সঙ্গীত দুনিয়ায় আর নাই।—হত্যা কর—হত্যা কর—রক্তের লহর বহিয়ে দাও—হাঃ হাঃ হাঃ— (প্রস্থান)

(আশরফ ও জনৈক সেনানীর প্রবেশ)

আশরফ। সব গেল—সব গেল—আমার চোখের সম্মুখে মাহ্‌মুদের চিরবিজয়ী সেনাদল বিধ্বস্ত হয়ে গেল। শিবিরের চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর সেই অস্পষ্ট আলোকে পিশাচের দল অট্ট অট্ট হাসছে আর ধেই ধেই করে নৃত্য কর্চ্ছে। আমার মৃত সৈন্যের শোণিতে মাটী লাল হয়ে গেল,—হায় হায়, আমার সব গেল—

সেনানী। জাঁহাপনা, এখনো সময় আছে, এখনো পালান। আপনি বেঁচে থাকলে আবার সেনাদল গঠন কর্ত্তে পারবেন—আবার সব হবে। এখনো আমাদের ইস্পাহান আছে। এরা সেইখানে যাবার পূর্ব্বে আপনাকে গিয়ে সেইখানে পৌছুতে হবে। নগর-রক্ষক যে কয়জন সৈনিক আছে, তা'দের নিয়ে এদের বাধা দিন। নসীবে থাকে, আবার সব হবে।

আসরফ। ঠিক বলেছ—এখনো আমাদের ইস্পাহান আছে। চল, এদের পূর্ব্বে আমাদের সেখানে পৌছুতে হবে—সেখানে আমি এদের আর একবার দেখব।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

লৌহ গরাদের ভিতরে অন্ধ সুলতান শাহ্ হুসেন, স্কন্ধে পটী বাঁধা,—বাহিরে বাঁদীবেশিনী রাজ্ঞী—তাহমাসের জননী।

শাহ্ হুসেন। কে, বেগম?—কি সংবাদ? তাহ্মাস আসছে?

রাজ্ঞী। আসছে, জাঁহাপনা সে আসছে। সুলতান আশরফ তার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে, সে ও পশ্চাদনুসরণ কর্ত্তে কর্ত্তে সহরের ফটকে এসে পৌচেছে। সেখানে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বেধেছে—(নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় সুলতান তাহ্মাসের জয়")—জাঁহাপনা, ঐ শুনুন—

শাহ্ হুসেন। খোদা, খোদা, বেগমের কথা সত্য হোক, আমার পুত্র জয়ী হয়ে এসে এই পিশাচদের শাস্তি দিক। মালেক! আমি চিরকাল তোমারই গোলামী করেছি—কখনো কোন আবদার করিনি। আমার এই একটী আবদার—আমার শেষ আর্জ্জি।

রাজ্ঞী। জাঁহাপনা, শান্ত হোন—(নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় সুলতান তাহমাসের জয়")—ঐ শুনুন জাঁহাপনা, ঐ শুনুন।—

শাহ্ হুসেন। এসেছে?—এসেছে?—খোদা আমার আর্জ্জি শুনেছেন? রাজ্ঞী, আমার চক্ষু নাই, আমি দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখ—দেখে আমায় বল।

(রক্তাক্ত কলেবরে আশরফের প্রবেশ—রাজ্ঞী একটু সরিয়া দাঁড়াইল—সে বেগমকে দেখিতে পাইল না)

রাজ্ঞী। একি, এ এখানে কেন?

আশরফ। সব গেছে—তবে আর কেন?—এখানকার কাজ শেষ করে এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করি। (কারাগারের দ্বার মুক্ত করণ—নেপথ্যে পুনরায় জয়ধ্বনি)—

শাহ্ হুসেন। (সোৎসাহে)—ঐ আবার—আসছে, আসছে—(আশরফ ও তৎপশ্চাৎ রাজ্ঞী গরাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল)—কে, বাবা তাহ্‌মাস এলি?—আয়—(বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত হইল—আশরফ উন্মুক্ত তরবারি দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিল—রাজ্ঞী তাহার হাত ধরিল, কিন্তু একটু বিলম্বে, কাজেই তাহাতে কোন ফল হইল না)—উঃ, খোদা, খোদা,—আমার শেষ প্রার্থনা শুনলে না? তোমারই ইচ্ছা মালেক,—তোমারই দয়া—

(মৃত্যু)।

রাজ্ঞী। (শাহ্ হুসেনের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল—উন্মাদিনীর ন্যায় চিৎকার করিয়া উঠিল)—জগদীশ্বর! এ কি কর্লে?

আশরফ। কে তুই? এখানে কি কর্চ্ছিস?

রাজ্ঞী। (দাঁড়াইয়া) তোমার সর্ব্বনাশের প্রতিক্ষা কর্চ্ছিলেম, কিন্তু নসীব বিরূপ—আমার নিজের সর্ব্বনাশ দেখতে হল। কিন্তু তোমারও আর দেরী নাই। আমার পুত্র আসছে, তার কাছে তোমায় এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে—প্রস্তুত হও।

আশরফ। কি, তোরও মৃত্যু চাই? তবে মর।—(তরবারীর আঘাত করিয়া প্রস্থান)

রাজ্ঞী। খোদা! খোদা! যাবার আগে আমার তাহ্‌মাসকে সুলতান দেখতে দাও—তিনি আমায় দেখতে বলেছেন—যেন এখান থেকে গিয়ে সেখানে তাঁকে বলতে পারি।

(তাহ্মাস নাদির ও আহাম্মদের প্রবেশ)

তাহ্মাস। নাদির, আহাম্মদ, আমার বাবা কোথায়? আমার মা কোথায়?—একি !!!

রাজ্ঞী। তাহ্মাস, তিনি আর নাই। ইহলোকে তাঁর সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। আমারও আর দেরী নাই। বাবা, শেষ মুহূর্ত্তে একবার আমার কাছে আয়—তোকে একবার দেখি।—উঃ—

তাহ্মাস। মা! মা!—

রাজ্ঞী। (তাহ্মাসের মস্তকে হাত দিয়া)—খোদা! আমার তাহ্মাসকে সুখে রাখ। সুফী-বংশের দুলাল!—খোদার আশীর্ব্বাদে তুমি—তুমি—উঃ—খোদা!—খোদা!—(মৃত্যু)।

তাহ্মাস। উঃহুঃহুঃ! আমার নসীবে, এ কি লিখেছিলে খোদা! —এ আমায় কি দেখালে! এই দেখবার জন্য কি নরশোণিতে চরণ রঞ্জিত করে এখানে এলুম?

আহাম্মদ। জাঁহাপনা, দুঃখ করে কি করবেন?—কাঁদলে তো দুঃখ ফুরোবে না। যা হবার হয়ে গেছে, আর ফিরবে না। সম্মুখে আপনার গুরুতর কর্ত্তব্য—একটা সাম্রাজ্য আপনার মাথার উপর—

তাহ্মাস। সাম্রাজ্য?—কি হবে আর সাম্রাজ্য নিয়ে? সাম্রাজ্যে আর কি আছে? আমার পিতামাতা আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছেন, আমার আপনার বলতে যে যেখানে ছিল সবাই গেছে। আমার পিতৃ-পিতামহের রাজ অট্টালিকা আজ শ্রীহীন, হৃত সর্ব্বস্ব, ভিখারীর কুটীরের চেয়েও ম্রীয়মান। নগরের পল্লীতে পল্লীতে ক্রন্দনের রোল, রাজপথে মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।—এখানে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারব না। এ সব আমার পাপের ফল—জান আহাম্মদ, বিলাস-বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আমি যে সব পাপের বীজ বপন

করেছি তাই এখন ফলেফুলে শোভিত এক বিরাট বৃক্ষ হয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।—ওঃ হোঃ হোঃ, জুলফিকার! তোমার কথাই সত্য হল।—এ সেই জবাব, খোদার কারখানায় তৈরি হয়ে এসেছে—এর আর প্রত্যুত্তর নাই।

নাদির। জাঁহাপনা, স্থির হোন।

তাহ্‌মাস। নাদির, আহাম্মদ, আমায় প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে। আমি আজ এই মুহূর্ত্তে ফকিরী নেব। সাম্রাজ্যে আর আমার কোন অধিকার নাই। রাজ্য জয় করেছ তোমরা—এ রাজ্য তোমাদের। তোমাদের মধ্যে যে হোক সিংহাসন গ্রহণ কর। তোমরা আমার সহায় হয়েছিলে, সে জন্য তোমাদের ধন্যবাদ।

নাদির। আহাম্মদ, জাঁহাপনা শোকে জ্ঞান হারিয়েছেন। আমি জাঁহাপনার কাছে রইলুম, তুমি সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হও—আশরফের পশ্চাদ্ধাবন কর। যতক্ষণ শত্রু পারস্যের সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তাদের কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না।

(আহাম্মদ নতশিরে প্রস্থান করিল)

তাহ্‌মাস। নাদির, চল আমি স্বহস্তে রাজমুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দেব।

নাদির। কিছু কর্ত্তে হবে না জাঁহাপনা। আপনি যদি সিংহাসনে বসতে নিতান্তই অনিচ্ছুক হন তবে আপনার শিশুপুত্র সিংহাসনে স্থাপিত হবে। আমি তার নামে আপাততঃ রাজ্য শাসন করব, পরে সে বড় হলে নিজের অধিকার বুঝে নেবে।

তাহ্‌মাস। নাদির নাদির, ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্ত্তে পারব না।

নাদির। এখন চলুন, এদের সসম্মানে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া

যাক।—আপনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন, আমি সমস্ত আয়োজন করে আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি।—(তাহ্মাসের প্রস্থান—নাদির তাহার সহিত অল্পদূর গিয়া ফিরিয়া আসিল)—এ রাজ্য আমার, সিংহাসন আমার, রাজমুকুট আমার—এ আমার চাই।—কিন্তু—না না, এখনো সময় হয় নি।—পৃথিবীতে প্রজাশক্তি বলে একটা জিনিস আছে তা'কে কোন অবস্থায়ই অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আপাততঃ তাহ্মাসের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাব, তার মাথায় রাজমুকুট তুলে দেব।—তারপর ক্রমশ। মূর্খ তাহ্মাস, তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞ—হাঃ হাঃ হাঃ—কৃতজ্ঞ! তোমার দোষ কি? তুমি কেমন করে বুঝবে নাদির কুলি কি চায়। হাঃ হাঃ হাঃ—আজ ইরাণ আমার, তারপর সম্মুখে ওই আফ্গানিস্থান—তারপর হিন্দুকুশের পরপারে অফুরন্ত রূপের ভাণ্ডার দুনিয়ার মুকুটমণি ওই হিন্দুস্থান—আমার—আমার—আমার।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

আকবরী বসিয়া আছে। সম্মুখস্থ মেজের উপর স্বর্ণ-মণ্ডিত কাচপাত্রে সুরা—আকবরী ধীরে ধীরে একটু একটু পান করিতেছিল।

আকবরী। এতে আমার কি দোষ? তাঁর উপদেশ, নাদির কুলির লালসার বহ্নিতে ক্রমাগত ইন্ধন নিক্ষেপ কর্ত্তে হবে। তাইতো আমি এ কাজ করেছি। তবু—তবু কি জানি কেন বুকের ভিতরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। এত সুরাপানেও তো কাঁপুনি থামছে না, প্রাণে প্রফুল্লতা আসছে না। আহা! অবোধ শিশু—তার অপরাধ কি?

না না, অপরাধের প্রয়োজন কি? অপরাধ না থাকলে যে শাস্তি পেতে হবে না এমন কিছু কথা নাই। তার প্রমাণ আমি। যাক, ভেবে আর কি হবে? নাদিরকে আপাততঃ এ সব কথা কিছু বলবার প্রয়োজন দেখি না। সে জানে শিশু সুলতান আব্বাস পীড়িত। হকিম দেখছে, রোগের উপশম হচ্ছে না—যা হবার হয়ে যাক। এতে আমার যে কোন হাত আছে তা সে কল্পনায়ও আনতে পার্চ্ছে না।

(হকিমের প্রবেশ)

হকিম। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

আকবরী। কে, হকিম সাহেব? আমি তোমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলেম।

হকিম। কি হুকুম জাঁহাপনা?

আকবরী। আচ্ছা দেখ হকিম সাহেব, তোমার কথা ঠিক তো? কোন সন্দেহ নাই?

হকিম। কোন সন্দেহ নাই।

আকবরী। বেশ করে ভেবে বল বৃদ্ধ। এ একটা যা তা বাজে কথা নয়—বলছ যার কাছে সেও আর কেউ নয়—বুঝেছ?

হকিম। বুঝেছি জাঁহাপনা।

আকবরী। দেখ, আর তিনদিন মাত্র সময় আছে। আজ হতে সপ্তম দিবসে নওরোজ। তার আগে কাজ শেষ হওয়া চাই। তার চারদিন আগে—কমও নয়, বেশীও নয়। মাত্র চারদিন আগে।

হকিম। কিছু ভাববেন না জাঁহাপনা। ঠিক সময়ে কার্য্য আরম্ভ করা গেছে, ঠিক সময়ে শেষ হবে। আজ সাতাস দিন এ ঔষধ চলছে—আর তিনদিন বাদে একমাস পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে—

আকবরী। চুপ।—আচ্ছা তুমি এখন যাও। যদি তোমার কথা

সত্য হয় প্রচুর পুরস্কার পাবে? আর যদি না হয়—তুমি জান আমাকে?—মনে থাকে যেন।

হকিম। যো হুকুম জাঁহাপনা।

আকবরী। উত্তম। আপাততঃ এই নাও।—(মুক্তাহার প্রদান—অভিবাদন পূর্ব্বক হকিমের প্রস্থান)—

এইবার দুইজন দূতকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে পাঠাতে হবে। একজন মজান্দরান্ হ'তে, আর একজন আফ্গান সীমান্ত হতে। তারা অতি ভীষণ সংবাদ বহন করে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দরবারকে চমকিত করে দেবে।—ও কে, সৈফুদ্দিন বেগ না?—কি ভাবতে ভাবতে আসছে। নাদির কুলি গৃহে নাই—এই আমার উত্তম সুযোগ। আপাততঃ একটু অন্তরালে যাই, দেখি কি করে। (প্রস্থান)

(ভাবিতে ভাবিতে সৈফুদ্দিনের প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। অদ্ভুত লোক এই সেনাপতি নাদির কুলি। বীরত্বে রোস্তম, বুদ্ধিতে শয়তান আর নিষ্ঠুরতায় জল্লাদ। অথচ একটা ঝড়ের ঝাপটার মত এলেমেলো। কি যে ভাবে, কি যে কর্ত্তে চায় আর কি যে করে বসে কিছুই বুঝবার উপায় নাই। কিন্তু কি উদ্দেশ্য তার?—কি চায় সে? সত্যই কি সে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন এবং রাজমুকুট একমুঠো ধূলোর মত জ্ঞান করে? তাই কি এত সমারোহ করে তাহ্মাসের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসালে? আরও আশ্চর্য্য আমার প্রতি এই বেগম আকবরীর ব্যবহার!—সত্যই কি সে আমার প্রতি অনুরাগিণী?—কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না—এতে কি স্বার্থ তার?—

(আকবরীর পুনঃ প্রবেশ)

আকবরী। কে, সৈফুদ্দিন বেগ? তুমি কখন এলে?

সৈফুদ্দিন। (চমকিয়া উঠিল—পরক্ষণে অভিবাদন করিয়া)—আমি এইমাত্র এসে পৌচেছি জাঁহাপনা।

আকবরী। (ইঙ্গিতের ভাবে)—তারপর সৈফুদ্দিন বেগ, বেশ ভাল ছিলে? শারিরীক—মানসিক—

সৈফুদ্দিন। (ঈষৎ হাসিয়া) জাঁহাপনার যেমন অনুগ্রহ।

আকবরী। আমি যা যা তোমায় বলে দিয়েছিলেম সে সব কথা বেশ করে ভেবে দেখেছ? তুমি জানতো—এ রাজ্যের সোনার কাটী রূপার কাটী আমার হাতে?

সৈফুদ্দিন। ভেবেছি জাঁহাপনা। কিন্তু আমি বুঝতে পার্চ্ছি না এতে আপনার স্বার্থ কি। আপনি সেনাপতি নাদির কুলির প্রধানা বেগম, এতে আপনার অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট নাই—তবে আপনি এ কথা বলছেন কেন?

আকবরী। সে অনেক কথা সৈফুদ্দিন, তুমি বুঝবে না। জিজ্ঞাসা কচ্ছ এতে আমার স্বার্থ কি?—(ঈষৎ হাসিয়া)—ধর, একটু আমোদ—দুনিয়াটাকে ওলটপালট করেই আমার সুখ।

সৈফুদ্দিন। শুধু এই?

আকবরী। তা ছাড়া তুমি—তোমায়—আমি—(একটু কটাক্ষ করিয়া চক্ষু নত করিল)—

সৈফুদ্দিন। আমায়—কি বলুন,—আমি বুঝতে পার্চ্ছি না যে—আমি যে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

আকবরী। কিছু না—এই একটু অনুগ্রহের চক্ষে দেখি আর কি?—কিন্তু তুমি পারবে কি সৈফুদ্দিন বেগ?

সৈফুদ্দিন। আমায় কি কর্ত্তে হবে?

আকবরী। সর্ব্বদা বিনা বিচারে আমার হুকুম তামিল কর্ত্তে হবে।

এই ধরনা যদি আমি কখনো আদেশ করি—"তোমার ওই তরবারি আমার বুকে বসিয়ে দাও"—তবে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে তাই কর্ত্তে হবে। কেমন পারবে? কি, চুপ করে রইলে যে?

সৈফুদ্দিন। জাঁহাপনা, আমি আপনার কেনা গোলাম, যা হুকুম করবেন অম্লানবদনে পালন করব।

আকবরী। তুমি আমার গোলাম?—ঠিক বলছ?

সৈফুদ্দিন। ঠিক বলছি—

আকবরী। তবে এই নাও, জুতো শুদ্ধু আমার পা—চুম্বন কর—(সৈফুদ্দিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া আদেশ পালন করিল)—বেশ, এমন নইলে গোলাম! এইবার আমার সঙ্গে এসো—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। সেনাপতির আসবার সময় হল, এখন এখানে তোমাতে আমাতে কথা হতে পারে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাজ্‌ভীন—প্রাসাদের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত
ময়দানের একাংশ।

চতুর্দ্দিকে নানা রংয়ের নানাপ্রকার পতাকা উড্ডীন। নাগরিক ও নাগরিকাগণ রক্ত পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইতস্ততঃ যাইতেছে, আসিতেছে, হাস্যপরিহাস, কলহ এবং কোলাহল করিতেছে—কেহ বা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে—শান্তি-রক্ষকগণ গোল থামাইতেছে।

১ম নাগরিক। এই এলো বলে।

২য় নাগরিক। সাবাস বাপের ব্যাটা কিন্তু—একলার ক্ষমতায় দেশটাকে আফ্‌গানদের হাত হতে রক্ষা কর্‌লে।

৩য় নাগরিক। শুধু কি তাই? রুষ আর তুর্কী দু'দিকে দু'দু'টো কতবড় শক্তি বাঘের মত হাঁ করে থাবা বাড়িয়েছিল,—তাদের এমন জব্দ করেছে যে বাকী বয়সে আর তারা এ মুখো হবে না।

৪র্থ নাগরিক। এতদিন পরে ভাই এদেশে একটা মানুষের মত মানুষ জন্মেছে। এ পোড়া দেশের নসীবে লোকটা বাঁচলে হয়।

৩য় নাগরিক। হ্যাঁ ভাই, শুনছি নাকি ইস্পাহানে শিশু সুলতান আব্বাসের বড় শক্ত ব্যায়রাম—কখন কি হয়—কখন কি হয়—এম্নি অবস্থা?

৪র্থ নাগরিক। তা আর কি করে জানব বল? তুমিও এখানে আমিও এখানে। আর যদি তা হয়ই এবং খোদা না করুন যদি শিশু

স্থলতান নাই বাঁচেন তবুও যতদিন সেনাপতি নাদিরের হাতে কার্য্যভার রয়েছে ততদিন আমাদের কোনও ভাবনা নাই।

(গাহিতে গাহিতে গ্রাম্যবালিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

গ্রাম্যবালিকাগণ।

ওরে ও বনের হরিণী! তোর এলো সুখের দিন—
নীল আকাশে ফুটলো আলো, বনে বনে বাজল বীণ।
কোন অচিন দেশের মলয় হাওয়া বুকের ভিতর ঢেউ খেলে যায়,
কোন আকাশের চাঁদের কণা পথের মাঝে ধূলায় লুটায়!—
থেমে গেছে ব্যাধের বাঁশী, চলে চলে দেখে আসি
কোথা সেই ফুলের হাসি প্রাণটা যেথায় হল লীন।

(নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম ও কলরব)

সকলে। ঐ আসছে—ঐ আসছে।—জয় সেনাপতি নাদির কুলির জয়—জয় সেনাপতি নাদির কুলির জয়।—ঐ আসছে ঐ আসছে।

(প্রথমে দুইজন বন্দিবালক ধূমায়মান ধূনা-গুগ্‌গুলুর পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল—তৎপশ্চাৎ ক্রীতদাসীগণ পথে ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে আসিল—তৎপরে আশা সোটা প্রভৃতি বহন করিয়া ক্রীতদাসগণের প্রবেশ—তৎপশ্চাৎ হস্তে বর্শা ও স্কন্ধে সঙ্গীন চড়ান বন্দুক লইয়া সৈনিকগণের প্রবেশ—তৎপশ্চাৎ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেনাপতিগণের প্রবেশ—সর্ব্ব পশ্চাৎ তাঞ্জামে উপবিষ্ট নাদির,—সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

কাজ্‌ভীন্—প্রাসাদের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত ময়দানের অপরাংশ। সুসজ্জিত মঞ্চোপরি সিংহাসনে নাদির উপবিষ্ট—পশ্চাতে দেহরক্ষীগণ দণ্ডায়মান—উভয় পার্শ্বে মন্ত্রীগণ, সেনাপতিগণ, ওমরাহগণ ইত্যাদি।—সম্মুখে জনসঙ্ঘ।

সকলে। জয় সুলতান আব্বাসের জয়—জয় সেনাপতি নাদির কুলির জয়।

নাদির। ভাই সব, আজ নওরোজ—আমাদের বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। আজকার অনাবিল আনন্দের মধ্যে আমাদের বড় দুঃখ যে সুলতান আব্বাস পীড়িত। তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে তোমাদের সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তে অপারগ। তাই তাঁর হয়ে আমি তাঁর ভৃত্য তাঁর নামে তোমাদের সম্বর্দ্ধনা কর্চ্ছি। আদিম যুগ হতে নিয়ম চলে আসছে যে এই দিনে এদেশের রাজা-প্রজায় মহামিলন হয়। এত-দিন আফ্‌গান দস্যুদের অত্যাচারে আমরা প্রায় সে নিয়ম ভুলেই গিয়েছিলেম। আজ তা'দের বিদায় করে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে আবার আমরা সেই আনন্দে যোগদান করবার সুযোগ পেয়েছি। উত্তরে রুষ এবং পশ্চিমে তুর্কী আমাদের দুই প্রবল শত্রু এতদিন সুযোগ পেয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ জনপদগুলি গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল এখন তারাও উপযুক্ত প্রতিফল পেয়ে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেছে। কাজেই আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত। এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া,—আমরা নিদ্রিত আছি মনে করে আর কেউ না এসে আমাদের হাত থেকে আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে সাহস করে তার জন্য জাগ্রত থাকা। তাই আজ

নূতন বৎসরের প্রথম দিনে আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ কর্চ্ছি আজ হ'তে তোমরা বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হও—যেন সুলতানের আদেশমাত্র তোমরা প্রাচীন পারস্যের মান রক্ষায় সমর্থ হও।

সকলে। (গোলমাল করিয়া)—"আলবৎ !"—"নিশ্চয় !"—"শোভানাল্লা !"—"বাঃ বাঃ বেশ বলেছে"—"চমৎকার বলেছে"—(ইত্যাদি)— (নেপথ্যে অশ্বপদশব্দ)

সকলে। ওকি ?—কিসের শব্দ ?—(কেহ অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল—কেহ বা গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিল)

নাদির। (জনৈক প্রতিহারীর প্রতি) দেখ তো ব্যাপার কি ?

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে সৈফুদ্দিনের প্রবেশ—সৈফুদ্দিন বেদীর নিকট আসিয়া অভিবাদন করিল)

নাদির। কি সংবাদ সৈফুদ্দিন ?—

সৈফুদ্দিন। জনাব, বড় ভয়ানক সংবাদ—সর্ব্বনাশ হয়েছে—সুলতান আব্বাস আর ইহলোকে নাই।—কাল সন্ধ্যায় তিনি—

নাদির। (স্বগতঃ)—একি আশ্চর্য্য সংঘটন !

(জনসংঘার মধ্যে প্রথম অস্ফুট কলরব উঠিল—ক্রমশঃ কলরব বৃদ্ধি পাইল—"কি সর্ব্বনাশ !"—"তাইতো কি হবে ?"—"সুফীবংশ নির্ব্বংশ হল"—"এইবার সম্রাট হবে কে ?"—"গেল গেল এইবার দেশটা ডুবে গেল।"—"রুষ তুর্কী আবার এলো বলে"—"তাহ'লেই তো গেছি"—"হায় হায় সর্ব্বনাশ হল"—"তাইতো আফ্গানরা যদি আবার আসে"—ইত্যাদি)—

কতিপয়। "ভয় কি সেনাপতি নাদির কুলি আছে"—"আমরা

তা'কেই সম্রাট করব"—"হ্যাঁ ভাই আমরা নাদীর কুলির মাথায় রাজ-মুকুট তুলে দেব"—"তার মত যোগ্য লোক এদেশে আর কে আছে?" "কেউ নাই কেউ নাই"—(ইত্যাদি)—

নাদির। ভাই সব, আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হল। আমাদের প্রতিপালক, আমাদের মাথার মণি সুলতান আব্বাস, যাঁর মহিমান্বিত ছত্র-ছায়াতলে আমরা এই পুরাতন দেশকে নূতন করে গড়ে তুলব ভেবেছিলেম তিনি আর ইহলোকে নাই। সুলতান তাহ্‌মাস ফকিরী নিয়েছেন—সুফী-রাজবংশের এই শেষ বংশধরও বিদায় গ্রহণ কর্লেন—আমরা আবার অকুলে ভাসলেম। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কেউ নাই যার হাতে আমরা নিশ্চিত হয়ে রাজদণ্ড তুলে দিতে পারি। এমন অবস্থায় অন্তর্ব্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী—সঙ্গে সঙ্গে রুষ আর তুর্কী আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে—আফ্‌গানরা আবার এসে হানা দেবে—ফল কি হবে কে জানে?

জনৈক প্রজা। না না তা হবে না। আমরা কিছুতেই অন্তর্ব্বিপ্লব ঘটতে দেব না। রুষ-তুর্কী-আফ্‌গানদের কিছুতেই আর সুযোগ দেব না। আমরা তোমায় সুলতান করব, তোমার মাথায় রাজমুকুট তুলে দেব, তোমার হাতে রাজদণ্ড তুলে দেব। তুমি আমাদের রক্ষা কর, তুমি আমাদের বাঁচাও। কি বল ভাই সব?—

সকলে। জয় সম্রাট নাদির কুলির জয়।

নাদির। ভাই সব, শান্ত হও। বেশ করে ভেবে দেখ আমার কি সুলতান হওয়া সাজে? আমি যেমন সেনাপতি আছি তেমি থাকব। তোমাদের নির্ব্বাচিত সুলতানের আদেশ মাথা পেতে নিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকব।

সকলে। (গোলমাল করিয়া)— "না না, তোমায় সুলতান হতেই হবে।"

"এ গুরুভার তোমায়ই বহন কর্ত্তে হবে।"—"তুমি ছাড়া এমন কেউ নাই যে গরীব প্রজাকে রক্ষা কর্ত্তে পারে।"—ইত্যাদি।

নাদির। এই তোমাদের ইচ্ছা?—কোন সন্দেহ নাই?—

সকলে। হাঁ এই আমাদের ইচ্ছা, এতে কোন সন্দেহ নাই।

নাদির। তবে তাই হোক। কিন্তু তার আগে আমার কাছে তোমাদের কয়েকটা অঙ্গীকার কর্ত্তে হবে।

সকলে। তুমি যা বল তাই হবে। কি অঙ্গীকার করব বল।

নাদির। প্রথম—আমার উত্তরাধিকারীগণই ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী হবে।

সকলে। তাই হবে, তাই হবে।

নাদির। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়ে আমার আদেশই তোমাদের অম্লানবদনে মেনে নিতে হবে।

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। ভুল কর্লে নাদির, ভুল কর্লে। রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার আদেশ পালনীয় বটে কিন্তু সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে নয়।

নাদির। কেন?

মোল্লাবাসী। দেখ, ধর্ম্মমন্দিরে এক খোদা ভিন্ন অন্য সুলতান নাই, অন্য উপাস্য নাই,—তিনি ভিন্ন অন্য কারু আদেশ পালনীয় নয়। আর সমাজধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেখানেও তোমার আদেশ চলবে না।

নাদির। কে তুমি?

মোল্লাবাসী। তুমি আমায় চেন না নাদির?—আমি মোল্লাবাসী—মেসেদের ইমাম।

(সকলের কণ্ঠ হইতে আশ্চর্য্যবোধক অস্ফুটধ্বনি শ্রুত হইল)

সকলে। জনাব, আদাব।

নাদির। আমার আদেশ ধর্ম্মমন্দিরে পালিত হলে তাতে খোদা নারাজ হবেন এমন কথা তোমার কে বল্লে ?

মোল্লাবাসী। কেউ বলেনি, আমি বলছি—আমার মন বলছে, আমার বিবেক বলছে।

নাদির। তবে কি তোমার আদেশ মান্য করে আমায় চলতে হবে ?

মোল্লবাসী। আমার আদেশ নয়, খোদার আদেশ—তোমার মেনে চলতে হবে বৈ কি নাদির ?

(১ম গুপ্তচরের প্রবেশ)

নাদির। কি সংবাদ দূত ?

১ম গুপ্তচর। জনাব, আমি মজান্দরান হতে আসছি। সেখানে রুষ এবং তুর্কীর চেষ্টায় পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

(২য় গুপ্তচরের প্রবেশ)

নাদির। তোমার কি সংবাদ ?

২য় গুপ্তচর। আমি আফ্‌গান সীমান্ত হতে আসছি। আফ্‌গানরা আবার আমাদের আক্রমণ করবার জন্য শক্তি সংগ্রহ কচ্ছে। এবার আয়োজন অতি গুরুতর।

নাদির। হুঁ—আচ্ছা অপেক্ষা কর। কি বলছিলে বৃদ্ধ ? এক পলিত-কেশ, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধির আজ্ঞাবাহী হয়ে সেনাপতি নাদির কুলিকে রাজত্ব কর্ত্তে হবে ?

মোল্লাবাসী। বলেছি তো নাদির,—আমার আদেশ নয়, খোদার আদেশ।

নাদির। ভাই সব, তোমাদের কি মত?—দেশবাসীর কি মত?—সবাই নিরুত্তর? বেশ, তবে আমি এ সলতনৎ চাই না। আসুক আফ্‌গান, আসুক রুষ, আসুক তুর্কী, আমি বাধা দেব না। তোমরা অন্য সেনাপতি নিযুক্ত কর, নাদির কুলি আজ হ'তে আর তোমাদের সেনাপতি নয়।

সকলে। (গোলমাল করিয়া) "না না, রক্ষা কর।"—"তুমি আমাদের রক্ষা কর।"—"আফ্‌গানরা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিয়েছে, এবার এলে আর আমাদের প্রাণে বাঁচতে দেবে না।"—(ইত্যাদি)

নাদির। সকলেরই এই ইচ্ছা?

সকলে। সকলেরই এই ইচ্ছা।

নাদির। উত্তম। তবে শোন বৃদ্ধ—আমি তোমার আদেশ মানব না, কিন্তু তোমায় আমার আদেশ মেনে চলতে হবে। নাদির কুলি যদি পারস্যের সম্রাট হয় তবে সে একচ্ছত্র সম্রাট হবে। কারু এমন ক্ষমতা থাকবে না যে কোন বিষয়ে তার আদেশের এতটুকু প্রতিবাদ করে। প্রজাগণ, তোমরা সকলে একবাক্যে আমায় সুলতান বলে বরণ করেছে—তোমাদের আদেশ আমি মাথা পেতে নিলেম। কাল প্রভাতে এইখানে আমার আভিষেক-উৎসব, তোমরা সকলে উপস্থিত থাকবে। এখন আজকের মত দরবার ভঙ্গ হোক, তোমরা গৃহে যাও। বৃদ্ধ, তুমি আপক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। সৈফুদ্দিন, তুমিও থাক,—আর কারু থাকবার দরকার নাই।

(নাদির, সৈফুদ্দিন ও মোল্লাবাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

সৈফুদ্দিন, তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর।—(সৈফুদ্দিনের প্রস্থান)—হাঁ, কি বলছিলে বৃদ্ধ, আমার আদেশ তুমি মানবে না? শোন,—আমি

আজই আদেশ প্রচার করব, যে এখন থেকে সকলে, শিয়া মত পরিত্যাগ করে শুন্নি মত অবলম্বন করবে এবং তার বিধান অনুসারে উপাসনা করবে। আমার আদেশ শুনলে বৃদ্ধ?—এদেশের সকলে তা মেনে চলবে তোমারও তা মানতে হবে। তোমার মেসেদের ধর্ম্মমন্দিরেও এ আদেশ পালিত হবে।

মোল্লাবাসী। নাদির, নাদির, অহঙ্কারের বশে আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না। কে তুমি নাদির, কতটুকু তোমার শক্তি যে মদগর্ব্বে অন্ধ হয়ে তুমি খোদার রাজত্বে নিজের অধিকার বিস্তৃত কর্ত্তে চাও? মূর্খ তুমি জাননা, আজ ভাগ্য তোমার শিরে রাজ-মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে তাঁর আদেশে, আবার হয়তো তাঁর ইচ্ছা হ'লে কালই তোমায় ভিখারীর ছিন্ন কন্থায় দেহ আবৃত করে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

নাদির। তুমি কি বলতে চাও বৃদ্ধ স্পষ্ট কথায় বল। তুমি আমার আদেশ মানবে কি না?

মোল্লাবাসী। না নাদির, আমি মানব শুধু তাঁরই আদেশ যিনি সর্ব্বশক্তিমান্,—এই বিরাট বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি,—চন্দ্র সূর্য্য যাঁর আজ্ঞাবহ, আকাশ যাঁর আস্তরণ, সমুদ্র যার পাদবন্দনা করে।

নাদির। কে তিনি?

মোল্লাবাসী। কে তিনি জাননা? তিনি খোদা, মহামহিমান্বিত জগদীশ্বর—তুমি আমি তাঁর হাতে খেলার পুতুল—তিনি ইচ্ছা কলে ভাঙতে পারেন ইচ্ছা কলে গড়তে পারেন।

নাদির। তিনি কি নিজে এসে তোমার আদেশ দিয়ে গেছেন?

মোল্লাবাসী। তিনি তাঁর অনুগৃহিত ভক্ত হজরৎ মহম্মদের মুখে সমগ্র মানব-মণ্ডলীর প্রতি তাঁর আদেশ পাঠিয়েছেন,—পবিত্র কোরাণ সরিফ যুগে যুগে সেই বাণী বহন কর্চ্ছে—তাই আমি মেনে চলব নাদির।

আর তোমার বলছি,—তুমিও আজ থেকে তাঁর আদেশ মেনে চল— গুনাহ্গারির প্রায়শ্চিত্ত হবে, দুনিয়ায় সুখে থাকবে,আখেরের ভাল হবে। ভাবছ কি নাদির, তুমি যে পাপের উপর পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে একটা পাহাড় মাথায় তুলে নিয়ে চলেছ তার ভারে একদিন তোমায় নুয়ে পড়তে হবে না ? দুর্ব্বলের রক্তে তোমার হাত দু'খানি রাঙ্গা হয়ে আছে, ভাবছ কি সেই শোণিত একদিন অগ্নি-শিখায় পরিণত হয়ে তোমায় দগ্ধ করবে না ? নারীর দীর্ঘশ্বাসে তোমার মাথার উপর কোটি কেউটে ফণা তুলে গর্জ্জন কর্চ্ছে, ভাবছ কি তারা একদিন কোটি ফণা বিস্তার করে তোমার দংশন করবে না ? এখনো সময় আছে নাদির এখনো এখনো সামলে যাও।

নাদির। হুঁ, তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

মোল্লাবাসী। আছে। বল দেখি নাদির, শিশু সুলতান আব্বাসের মৃত্যু হল কি রোগে ?

নাদির। কি রোগে তা আমি কি জানি ? তার কঠিন পীড়া হয়েছিল, হকিমের চিকিৎসায় কোন ফল হয়নি—সে মরেছে।

মোল্লাবাসী। না, না নাদির কুলি, সে তোমারই জন্য প্রাণ দিয়েছে অবোধ শিশু—তার অপরাধ সে তোমার উন্নতির পথে কণ্টক হয়েছিল। সেই অপরাধে তোমার বেগম আকবরী তাকে হকিমের বিষ দিয়ে একমাস ধরে তিল তিল করে হত্যা করেছে—তোমারই লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাবার জন্য।

বেগম আকবরী !

মোল্লাবাসী। হাঁ। সে বরাবর জানে তুমি সিংহাসন চাও। ভেবেছিলে বুঝি পাপ মনের ভিতর লুকিয়ে রাখলেই চাপা থাকে ? তা হয় না মূর্খ। নাদির, নাদির, রাজ্যই যদি চেয়েছিলে তবে সেই

নিরপরাধ শিশুকে সিংহাসনে বসিয়েছিলে কেন? মনে রেখো নাদির, এত পাপ কখনো বৃথা যায় না। এ ঋণ তোমার একদিন শুধতে হবে।

নাদির। (উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল)—ব্যাস্, তুমি অনেক কথা কয়েছ।—সেনাপতি নাদির কুলির মুখের উপর এত কথা আজ অবধি কেউ বলেনি। তোমার বলবার মেয়াদ ফুরিয়েছে—জন্মের মত তোমার বলা শেষ হয়েছে।—তুমি আর বলতে পাবে না। ভেবেছিলে বুঝি তোমার বার্দ্ধক্য, তোমার পক্ক কেশ, পক্ক শশ্রু আমার হাত থেকে তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারবে?—সৈফুদ্দিন!—

(সৈফুদ্দিনের প্রবেশ।)

সৈফুদ্দিন, এই বৃদ্ধকে এই মুহূর্ত্তে এখান হতে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে তার গলায় ফাঁসী পরিয়ে দাও। খুব শক্ত করে টানবে—যেন এ জীবনে আর আমার আদেশের প্রতিবাদ কর্ত্তে না পারে।

মোল্লাবাসী। মালেকের মর্জ্জি, আমি কি করব?—মেহেরবান! তোমার দয়ার সীমা নাই। দয়া করে এ গুণাহ্ মাফ কর,—অন্ধ এ, এক দৃষ্টিশক্তি দাও,—নিজেকে দেখতে শিখুক, তোমায় চিনতে শিখুক। চল ভাই।

(মোল্লাবাসীকে লইয়া সৈফুদ্দিনে প্রস্থান)

নাদির। খোদা?—কে খোদা?—কোথায় খোদা?—খোদা নাই। আজ হতে আমিই খোদা—এই পৃথিবীতে আমিই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর—আমি—আমি—আমি—শাহান-শা বাদশা নাদির শা'।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

নাদির। আজ দীন ভিখারির পুত্র নাদির কুলি পারস্যের সিংহাসনে। কাস্পিয়ান হইতে আরব্য সাগর, জর্জ্জিয়া হতে আফ্‌গান সীমান্ত—এই বিশাল ভূভাগে আজ আমি একচ্ছত্র অধীশ্বর। আজ এ দেশে এমন কেউ নাই যে আমার আদেশের এতটুকু প্রতিবাদ করে। কিন্তু তবু তো তৃপ্তি নাই।—আশার সফলতায় প্রাণে কিছুমাত্র আনন্দ হচ্ছে না। শুধু একটা তীব্র পিপাসা আগ্নেয়গিরির অন্তর্নিহিত বহ্নি-শিখার মত ভীষণ প্রদাহে প্রাণের ভিতর গুমরে গুমরে জলছে, আমায় উন্মাদ করে তুলেছে। কে যেন আমার নয়ন-সম্মুখ হতে একখানি ঘন যবনিকা অপসারিত করে দূরে অতি দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে,—কার আদেশবাণী যেন বজ্রগম্ভীর নিনাদে অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে—"এগিয়ে চল নাদির—ছুটে চল—চেয়ে দেখ পৃথিবী কত বড়, তুমি কত ছোট। বড় হও নাদির—আরো বড়, আরো বড়।"

(দৌবারিকের প্রবেশ)—

দৌবারিক। জাঁহাপানা, সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ এবং আবদালি সাহেব দ্বারে উপস্থিত।—

নাদির। তা'দের এইখানে নিয়ে এসো।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

নাদির। আরতো নিজেকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখতে পার্চ্ছি না। এই দেশ—মনে হচ্ছে যেন কারাগার। ঠিক তো—কেন আমি এখানে আটকে পড়ে থাকব? সমগ্র পৃথিবী আমার কর্ম্মক্ষেত্র। দিগ্‌বিজয়ী সিকেন্দর, শের, জঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর, মামুদ—এরা কে ছিল?—আমারই মত মানুষ তো। এরা যা পেরেছে আমি তা পারব না? অবশ্যই পারব। আমি দেখাবো আমার মত শক্তিশালী পৃথিবীতে আর কেউ নাই?

(সৈফুদ্দিন ও আহাম্মদের প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন, আহাম্মদ, আমি স্থির করেছি আমরা আপাততঃ একবার কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযান করব।

আহাম্মদ। কান্দাহার!—

নাদির। হ্যাঁ, চমকে উঠলে যে আহাম্মদ? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। এ কাজ আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। কান্দাহার পতি মাহ্‌মুদ আমাদের উপর যথেষ্ট জুলুম করে গেছে, তার সে ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। সে আর জীবিত নাই তার ভাই এখন কান্দাহারের সিংহাসনে। এখন সে ই আমাদের উত্তমর্ণ।

সৈফুদ্দিন। কিন্তু এ সময়—

নাদির। এ সময়?—এই তো উপযুক্ত সময়। এমন সময় আর কবে হবে? আমরা বহু চেষ্টায় দেশে শান্তি স্থাপন করেছি। আপাততঃ আর এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে ইরাণের রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করে, কিম্বা কুটীল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শত্রুগণও যথোচিত শিক্ষা পেয়ে আপাততঃ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেছে। দেশে আবার কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের প্রচার আরম্ভ হয়েছে। তোমরা অবগত আছ যে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের পথে এদেশের সহিত

বানিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, ইংলণ্ডের বণিকগণ হানবে ও এল্টন নামে দুইজন দূত প্রেরণ করেছে। বিদেশের সহিত সংশ্রবে বানিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আমরা পরিপুষ্টি লাভ করব এই বিবেচনায় আমরা, তা'দের সে অনুমতি দিয়েছি। অপাততঃ দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা ভিন্ন আমাদের হাতে আর কোন কাজ নাই। তার জন্য আমাদের সকলের নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকবার কোন প্রয়োজন দেখি না। একজন সুদক্ষ সেনাপতি এবং একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী থাকলেই কাজ চলতে পারে। আমার বিবেচনায় এই আমাদের যুদ্ধ যাত্রার উত্তম সুযোগ।

আহাম্মদ। জাঁহাপানা যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।

নাদির। কি ভাবছ সৈফুদ্দিন ?—তুমি কি প্রস্তুত নও ?

সৈফুদ্দিন। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত জাঁহাপনা।

নাদির। উত্তম। তবে শোন। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। অর্দ্ধেক সৈন্য থাকবে তোমার অধীনে। আর বাকী অর্দ্ধেকের ভার গ্রহণ করব আমি। আর আহাম্মদ, তুমি থাকবে এখানে দেশের শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করে।

সৈফুদ্দিন ও আহাম্মদ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

নাদির। তাহলে তোমরা এখন বিশ্রাম করগে। কাল প্রভাতে এ বিষয়ে সমস্ত পরামর্শ করা যাবে।

(আহাম্মদ ও সৈফুদ্দিনের প্রস্থান—আকবরীর প্রবেশ)

এই যে বেগম। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আকবরী। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

নাদির। দেখ, আমি স্থির করেছি আমরা অবিলম্বেই একবার যুদ্ধযাত্রা করব।

আকবরী। যুদ্ধ?—কোথায়?

নাদির। আমরা আপাততঃ কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযান করব। তারপর—

আকবরী। তারপর?—

নাদির। তারপর হিন্দুস্থানে। শোন আকবরী,—আমার অনুপস্থিতিকালে তুমিই থাকবে রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সর্ব্বদা সাবধানে চারিদিকে নজর রেখে কার্য্য করবে।

আকবরী। সে কি জাহাপনা!—আমি স্ত্রীলোক—

নাদির। কে বললে? মিথ্যাকথা—আমি বিশ্বাস করিনা।

আকবরী। সে আপনার যেরূপ অভিরুচি। তবে—

নাদির। তবে কি?

আকবরী। যদি আমায় এ ভার বহন কর্ত্তেই হয় তবে আমাকে সহায়তা করবার জন্য একজন সুদক্ষ সেনাপতি রেখে যাবেন।

নাদির। নিশ্চয়ই—আহাম্মদ আবদালী তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে এখানে থাকবে।

আকবরী। আবদালী বিদেশী, সে এখানকার আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ অবগত নয়। তার চেয়ে সৈফুদ্দিনকে রেখে গেলে বোধ হয় ভাল হ'ত—সে এখানকার অন্ধিসন্ধি সবই জানে।

নাদির। কিন্তু—কিন্তু—

আকবরী। আমি জানি জাঁহাপনা সৈফুদ্দিনকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বিশ্বাস করবার প্রয়োজন কি? আমি তো ঘুমিয়ে থাকব না। সৈফুদ্দিনের সাধ্য কি ইচ্ছা থাকলেও বেইমানী করে?

নাদির। তুমি যদি তার উপর সর্ব্বদা নজর রাখতে পার তো

আমার আপত্তি নাই। চল তবে সেইরূপ ব্যবস্থাই করে যাব। আবদালীই আমার সঙ্গে চলুক।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ রাজপথ।

কতিপয় পুরুষ ও তাহাদের পশ্চাতে কতিপয় শিশুসহ এক ঝাঁক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

১ম পু। ওরে, ছুটে চল, ছুটে চল। আঃ, বেটীদের পায়ে যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। তোদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মারা পড়লুম দেখছি।

১মা নারী। ওগো, নাগো না। খোদা তোমার নসীবে মরণ লিখতে ভুলেছে। তুমি মর্লে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে কে?

২য়া নারী। আঃ, মেয়েটা যেন কি! মর তুই এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আমরা চলে যাই।

একটী বালিকা। একটু দাঁড়িয়ে যা না মা, আর যে ছুটতে পাচ্ছি না।

২য়া নারী। (মুখ ভেংচাইয়া)—আর ছুটতে পাচ্ছি না—ছুটতে পাচ্ছিস না তো কি তোর সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোতল হব নাকি?—(বালিকাকে টানিয়া প্রস্থানোদ্যোগ—মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী।

মুস্কিল যিনোনে পয়দা কি হ্যাঁয় আশানীভি উন্‌হি সে মিলেগী।
জীন্দ্‌গী যিনসে মিলি হ্যাঁয় আজাদি ভি উন্‌হি সে মিলেগী॥
আগর দুনিয়া তুফানী দরিয়া খোদা মেহেরবান।
উন্ কো কেঁও ভাই ভুলগয়ো কেঁও নাহক পরেশান?

১ম পু। পথ ছেড়ে দিন জনাব, পথ ছেড়ে দিন। আমাদের বড় বিপদ, একটুও দাঁড়াবার সময় নাই।

মোল্লাবাসী। কি বিপদ ভাই তোমাদের?

২য় পু। কি বিপদ!—আপনি কি জানেন না নাদির বাদসা আসছে—পথে ছেলে বুড়ো যাকে পাচ্ছে দু'হাতে কাটতে কাটতে আসছে—বাড়ীঘর সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে?

মোল্লাবাসী। তা, তোমরা সব পালিয়ে কোথায় চলেছ?

৩য় পু। পালাব না তো কি ঘরে বসে বসে জবাই হব নাকি?

৩য়া নারী। হায় হায়রে! আমার লাউগাছ, পুঁইগাছ—কত কষ্টে বড় করেছি—সব কেটে নিয়ে যাবে।

১মা নারী। আমার ঘর বোঝাই ডালা, কুলো, ধামা—কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না।

মোল্লাবাসী। হ্যাঁ ভাই, ছুটে পালালেই কি নসীব ছেড়ে যেতে পারবে? তার চেয়ে এক কাজ কর না, সবাই মিলে তা'কে বাধা দাও না। তোমরা পুরুষ—

১ম পু। আমরা তো এই ক'জন—

মোল্লাবাসী। তোমরা ক'জনই বাদশার পল্টনে যোগ দাও—তোমাদের দেখে আরো বহু লোকে এসে যোগ দেবে।

২য় পু। বাদশা কি আর আছে জনাব ?—সে মরে ভূত হয়েছে। সে থাকলে আর আমাদের দুঃখু কিসের ?

মোল্লাবাসী। বেশ, তবে তোমরা নিজেরাই পল্টন গঠন কর।

১ম পু। দেশে আর লোক নাই—যারা বুদ্ধিমান তারা সব আগেই পালিয়েছে। চ'রে চ,—আমাদের আর কথা কইবার সময় নাই, আমরা চল্লুম। (নরনারীগণের প্রস্থান)

মোল্লাবাসী। খোদা যাকে মারেন সেই মরে, তিনি যাকে রাখেন তাকে কেউ মার্ত্তে পারে না। মানুষ কিন্তু এই সোজা সত্য কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। এই সম্রাট মোহম্মদ শা বেঁচেও মরে আছে, আর আমি মরেও বেঁচে উঠ্লুম। তারা আমায় ফাঁসী দিতে নিয়ে গিয়েছিল—কৈ মার্ত্তে তো পার্লে না। মালেক মেহেরবান! আমি তোমার অতি ক্ষুদ্র গোলাম,—জানি না আমাকে দিয়ে তোমার আর কি কাজ আছে।

(কতিপয় আফ্গানের প্রবেশ)

১ম আফ্গান। এই যে হজরৎ এখানে—আমরা আপনাকে সারা সহর খুঁজে এলুম।

মোল্লাবাসী। আর আমায় খুঁজছ কেন ভাই ? আপাততঃ তোমরা নিরাপদ। এখন অনায়াসে তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যেতে পার। এ হিন্দুস্থানে আর তোমাদের থাকবার প্রয়োজন নাই।

২য় আফ্গান। আমরা আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।—আমরা কিছুতেই আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করব না।

মোল্লাবাসী। আমি কে ভাই ?—তাঁর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গোলাম। তোমরা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর, সম্পদে-বিপদে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন।

১ম আফ্‌গান। আমরা অতশত বুঝি না। নাদির কান্দাহার জয় করে যখন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ কলে তখন আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বিপদের দরিয়ায় ভেসেছিলেম, আপনিই আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে আবদাল উপত্যকায় নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করেছেন, আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন।—আমরা আপনাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করব না। আপনি আমাদের দেশে চলুন জনাব, সেখানে আমরা আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করব।

মোল্লাবাসী। আমি কিছু করিনি ভাই, সব তিনি করেছেন।

২য় আফ্‌গান। হজরৎ মানুষ ন'ন ভাই। শুনিসনি ভাই, হজরৎকে যখন নাদিরের আদেশে তার সেনাপতি ফাঁসি দিতে নিয়ে যায় তখন কেউ জানে না কোথা থেকে চারিদিক আঁধার করে ঝড় শিলা-বৃষ্টি এলো—হজরৎ পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন—তারা আর হজরৎকে খুঁজে পেলে না।—হজরৎ নিজে বলেছেন—শুনিসনি? হজরৎ মানুষ ন'ন ভাই, মানুষ ন'ন।

মোল্লাবাসী। ভাই, যিনি শিলা-বৃষ্টি করে আমায় ফাঁসি থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা দেশে ফিরে যাও—তোমরা আমার অবাধ্য নও তো ভাই। আমি তোমাদের ভালর জন্যই বলছি।

১ম আফ্‌গান। তবে চল ভাই—হজরৎ যখন বলছেন, তাঁর হুকুম মানতেই হবে।

(আফ্‌গানগণের প্রস্থান—ইব্রাহিমের প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। এই যে একজন মোগল সৈনিক।—তুমি কে ভাই?

ইব্রাহিম। আমি একজন সৈনিক।

মোল্লাবাসী। তুমি তো সাধারণ সৈনিক নও, তুমি একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী।

ইব্রাহিম। উচ্চ নীচ জানি না, আমি মোগল সম্রাটের সেনাপতি। আপনি কে?

মোল্লাবাসী। আমি একজন ফকির।

ইব্রাহিম। আপনি তো দেখছি বিদেশী—এখানে কোথা থেকে এলেন।

মোল্লাবাসী। আমি পারস্য থেকে আসছি।—আমার দেশ বিদেশ নেই ভাই—সমস্ত পৃথিবীই আমার দেশ, খোদার নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ।

ইব্রাহিম। এখানে আর কি দেখতে এসেছেন জনাব? আজ এখানে কিছু নাই—আছে শুধু ছাই আর ভস্ম, তার উপর মাঝে মাঝে প্রেতের নৃত্য। এ ভূমি খোদার অভিশপ্ত। অবিলম্বে এদেশ পরিত্যাগ করুন জনাব।

মোল্লাবাসী। ভাই, খোদার অভিশপ্ত দেশ নাই, তাঁর পরিত্যক্ত মানুষও নাই। আমরা সবাই তাঁর গোলাম—সবাই তাঁর অনুগৃহীত।

ইব্রাহিম। আপনি বিদেশী, এদেশের বর্ত্তমান অবস্থা কিছুই জানেন না, তাই একথা বলছেন।

মোল্লাবাসী। বেশ, তবে এই অভিশপ্ত দেশে তুমি রয়েছ কেন? তুমিও চল না?

ইব্রাহিম। আমার যাবার উপায় নাই, আমি নিমক খেয়েছি। জানের চেয়ে ইমান অনেক বড়।

মোল্লাবাসী। ইমানদার!—কার নিমক খেয়েছ তুমি?—সম্রাটের? সম্রাটকেও সঙ্গে নাও না।

ইব্রাহিম। সে কি জনাব, শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যাব ?

মোল্লাবাসী। ক্ষতি কি ? এখানে থেকেও তো নাদিরকে বাধা দিতে পারবে না, দেশ রক্ষা কর্ত্তে পারবে না, প্রজা রক্ষা করতে পারবে না। শুধু রক্তস্রোতঃ বাড়াবে মাত্র। আমি আসতে আসতে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সকলেরই মুখে ভয়ের চিহ্ন, সকলেই পলায়নে ব্যস্ত, কারু দিকে কেউ চেয়ে দেখছে না। এ অবস্থায় তুমি তোমায় মুষ্টিমেয় সেনাদল নিয়ে কি করবে ?

ইব্রাহিম। আর কিছু না পারি মর্ত্তে তো পারব। সৈনিকের পক্ষে তাই যথেষ্ট। জনাব, আপাততঃ আমি বিদায় হই। নগর পরিদর্শনে এসেছিলেম, ফিরে গিয়ে সমস্ত অবস্থা সম্রাটকে জানাতে হবে। দেরী হলে তিনি চিন্তিত হবেন। আপাততঃ যদি আপনার আর কোন কাজ না থাকে তবে দয়া করে একবার প্রাসাদে পদধূলি দিলে আমরা ধন্য হব।

মোল্লাবাসী। তুমি যাও, আমি যদি পারি এর পর যাব।

ইব্রাহিম। জনাব, আদাব।

মোল্লাবাসী। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

(ইব্রাহিমের প্রস্থান)

হতভাগ্য সম্রাট মোহম্মদ শা ! তোমার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন। একবার চেষ্টা তো করে দেখি, তারপর যা হবার হোক। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী,—রাজকক্ষ।

সম্রাট্ মোহম্মদ শা একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

মোহম্মদ। বিষম সমস্যা।—এখন কি করি? আমি সেই দিল্লির সম্রাট্ যা'কে সমস্ত হিন্দুস্থানের লোকএকদিন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" বলে পূজা কর্ত্ত। আজ আমার কিছু নাই। দক্ষিণে মারাঠা আর পশ্চিমে রাজপুত প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখার মত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অস্তিত্বটুকু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। পূর্ব্বদেশে সুবাদারগণ বেইমানী করে বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে, আর উত্তরে শিখ ঘুম থেকে জেগে যেন চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে,—কোন দিক থেকে আক্রামণ করবে তাই যেন ভাবছে। তার উপর এই নাদির একটা মূর্ত্তিমান ধ্বংসের ঝটিকার মত উলাঙ্গ কৃপাণ হস্তে ধেয়ে আসছে। হাতের কাছে পথের দু'ধারে যাকে পাচ্ছে, নির্ম্মম জল্লাদের মত তাকেই হত্যা কচ্ছে, যা দেখছে তাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। কার সাধ্য তার গতিরোধ করে?— (ইব্রাহিমের প্রবেশ)

এই যে ইব্রাহিম,—কি স্থির করলে ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম। যুদ্ধ করব জাঁহাপনা। ভয় কি, এখনো আপনার গোলাম ইব্রাহিম বেঁচে আছে। এখনো আপনার বিশ্বস্ত পাঁচ সহস্র দেহরক্ষী সৈনিক জীবিত। আমাদের এখনো আশা আছে।

মোহম্মদ। আছে? তবে যাও। কিন্তু ইব্রাহিম—

ইব্রাহিম। কি জাঁহাপনা?

মোহম্মদ। জান তো সব। দুর্ব্বৃত্ত নগরবাসীদের শোণিতে কান্দাহার কাবুল এবং পেশোয়ারের কঙ্করময় রাজপথ কর্দ্দমাক্ত করেছে।

এই নাদির যদি দিল্লী অধিকার করে তবে তার হাতে নগরবাসীদের কি অবস্থা হবে তা কি বুঝতে পাচ্ছ না ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম। বুঝতে সবই পাচ্ছি জাঁহাপনা—কিন্তু কি করব? মানুষ নসীবের গোলাম। ভেবে আর কি হবে?—যা হবার তা'তো হবেই। তবে মিছে কেন ঘরে বসে বসে জবাই হব? তার চেয়ে আপনি হুকুম করুন, আল্লার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। তারপর যা হবার হবে।

মোহম্মদ। ধীরে ইব্রাহিম, ধীরে। তুমি কি মনে কচ্ছ আমি আমি নিজের জন্যই ভাবছি? তা নয় ইব্রাহিম, আমি ভাবছি হতভাগ্য প্রজার কথা। রাজ্য তো গিয়ে বসে আছে, কিসে প্রজা রক্ষা পায় তার উপায় চিন্তা কর। কাবুল এবং কান্দাহারের ভাগ্যে যা ঘটেছে দিল্লীর ভাগ্যে তা না ঘটে তার উপায় কর।

ইব্রাহিম। তাই তো বলছি জাঁহাপনা, একবার চেষ্টা করে দেখি, —কর্ণালে গিয়ে বাধা দি'। তারপর—তারপর আর কি?

মোহম্মদ। তা বটে, তারপর আর কি?—তারপর আর কিছু নাই। তুমি যাও তবে। আর আমি এই নির্জ্জন অন্ধকারময় দিল্লীর রংমহালে হতভাগিনী কন্যাকে নিয়ে দিগ্‌বিজয়ী শয়তান নাদির শাহের আগমন প্রতিক্ষা করি।

ইব্রাহিম। আর দেরী নয় জাঁহাপনা। আমি যাই, প্রস্তুত হই গে। জাহাপনার হুকুম হয় তো আমি আজই যাত্রা কর্ত্তে চাই।

মোহম্মদ। বেশ, তবে যাও।

(ইব্রাহিমের প্রস্থান)

আর ভাবতে পারি না।—ভেবেই বা আর কি হবে?

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। এখনো কি সাধ মেটেনি সম্রাট্ ?

মোহম্মদ। (চমকিয়া)—কে তুমি, কি বলছ ?

মোল্লাবাসী। আমি একজন ফকির, বলতে এসেছি গোটাকত সত্যকথা। আপাততঃ জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এখনো কি সাধ মেটেনি ?

মোহম্মদ। কি ?—কিসের সাধ ?

মোল্লাবাসী। সাম্রাজ্যের সাধ, হারামের লালসা, ক্ষমতায় নেশা —এ সব কি এখনো ঘোচেনি সম্রাট্ ? এখনো জাগ, এখনো চোখ মেলে চাও।—যাও, দেখ গিয়ে তোমার হারেমের সহস্র সুন্দরী যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

মোহম্মদ। সত্য কি ?—আমি জানিনা—আমি আজ দু'দিন হারেমে প্রবেশ করিনি।

মোল্লাবাসী। সম্পূর্ণ সত্য—যদিও বড় কঠোর। আরও শোন,— দিল্লীর অধিবাসী যে দিকে পার্চ্ছে পালাচ্ছে। রাজপথে বেরিয়ে দেখ সম্রাট্—পার যদি স্থির দৃষ্টিতে অবিচলিত চিত্তে চেয়ে দেখো—দেখতে পাবে যান-বাহন অভাবে অসূর্য্যম্পশ্যা পুরমহিলারা শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হেঁটে চলেছে,—রুগ্ন, খঞ্জ, বৃদ্ধ, এরা সব যষ্টি ভর করে কত কষ্টে চলেছে,—এক বলিষ্ঠ যুবাকে দেখে এলুম সম্রাট্, সে তার অন্ধ পিতাকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। সবারই মুখে ঐ এক কথা—দিগ্বিজয়ী জল্লাদ নাদির আসছে। আর কেন সম্রাট, এইবার তুমিও ইস্তাফা দাও। পৃথিবীতে তোমার আপনার বলতে এক মেয়ে আছে, যে এখনো তোমায় পরিত্যাগ করেনি।—তার হাত ধরে খোদার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়। এ দেশে যদি এমন শক্তিশালী কেউ থাকে যে নাদিরকে বাধা দিতে পারে, তার হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দাও—যদি না থাকে, তবে

প্রবাসীর মত ঘরে দ্বারে চাবি দিয়ে চল আমার সঙ্গে—তুমি শান্তি পাবে, সুখ পাবে। ভয় কি সম্রাট, খোদার দুনিয়ায় একটু মাথা রাখবার ঠাঁই সবাই পায়, তুমিও পাবে। জঠর-জ্বালা নিবারণ কর্ত্তে একমুঠো চানার অভাব কারু হয় না, তোমারও হবে না।

মোহম্মদ। ওঃ হোঃ হোঃ! এও কি নসিবে ছিল! সম্রাট বাবরের বংশধর শেষে কন্যার হাত ধরে রাজপথে বেরুবে, পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করবে, একমুঠো চানা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করবে!

মোল্লাবাসী। বড়ই দুর্ভাগ্য মনে কর্চ্ছ? নিজেকে ভাগ্যবান মনে কর সম্রাট, যে এখনো তোমার সে পথ খোলা আছে।—এর পর তাও থাকবে না। দুঃখ করে কি করবে? তুমি জাননা কি, পৃথিবীর কিছুই বৃথা যায় না—বীজ বপন কর্লেই ফলভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ বীজ বপন করে গেছেন, ফলভোগের ভার তোমার। তবু যদি বাঁচতে চাও তবে আমার উপদেশ শোন। খোদার আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হবে।

মোহম্মদ। না, আমি বুঝতে পার্চ্ছি না—আমি ভাবতে পার্চ্ছি না—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ, তোমার আদেশ অতি নির্ম্মম, অতি কঠোর।—আমায়—আমায় একটু অবকাশ দাও—একটু মনস্থির কর্ত্তে দাও—তারপর—তারপর যা হয় করব—একটু অবকাশ দাও—

(প্রস্থান)

মোল্লাবাসী। হায় হতভাগ্য, তোমার জন্য ফল পয়দা হয়েছে, তোমায় ভোগ কর্ত্তেই হবে। আমার সাধ্য কি আমি তার অন্যথা করি?

(প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে পরিবাণুর প্রবেশ)

গীত।

পরিবাণু।

ব্যাথা সহি কেমনে, কহি গো কারে?
কেমনে নিবারি ঝর ঝর নয়ন-ধারে?
আশার আলোটি নিভে যায় ধীরে,
হারাণ স্বপন আসে না তো ফিরে!
বেদনা মাথান স্মৃতিটুকু লয়ে কেমনে যাইব পারে?
বাঁধিতে নারি যে ব্যথিত মরম পীড়িত পাষাণ-ভারে॥

চারিদিক শূন্যময়।—হায়, ইব্রাহিমও চলে গেল!

(ইব্রাহিমের পুনঃপ্রবেশ)

ইব্রাহিম। এই যে শাহ্‌জাদী। আমি তোমায়ই খুঁজছি।

পরি। কেন ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম। শাহজাদী, আমি যুদ্ধে চলেছি—দিগ্বিজয়ী দস্যু নাদিরকে বাধা দিতে চলেছি। আমি দিল্লীর মোগল বাদশাহের শেষ সেনাপতি, সঙ্গে সম্রাটের শেষ দেহরক্ষীর পল্টন—পাঁচ সহস্র সৈনিক সবাই বিশ্বস্ত সবাই নিপুণ। গৌরবে সম্ভ্রমে আমার হৃদয় ভরে উঠছে। এ গর্ব্ব আমি বুকের ভিতর ধরে রাখতে পাচ্ছি না। তাই যাবার আগে তোমায় বলতে এলুম, তোমার কাছে বিদায় নিতে এলুম।

পরি। ইব্রাহিম, ইব্রাহিম, দিল্লীর সম্রাট্-কন্যা আজ বড় নিঃস্ব। আজ আমার এমন কিছু নাই যা উপঢৌকন দিয়ে তোমার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করব। আছে শুধু আমার অশ্রুজল, আছে শুধু আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা। তাই তোমার প্রতি আমার শেষ উপঢৌকন হোক। খোদার চরণে প্রার্থনা করি, বীর তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো, কিম্বা

মোগল বাদশাহের শেষ সেনাপতি তুমি, তোমারই উপযুক্ত গৌরবে মণ্ডিত হয়ে বেহেস্তের পথে অগ্রসর হও।

ইব্রাহিম। সম্রাট্-নন্দিনী,—

পরি। আর কেন ইব্রাহিম, আজ নাম ধরে ডাক। এসো, হাতে হাত দাও, আমার নারী জন্ম সফল হোক—(পরস্পরের হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল)

ইব্রাহিম। পরি, পরি, এই আমাদের মিলন।—ইহলোকে এই আমাদের শেষ দেখা।

পরি। ভয় কি ইব্রাহিম, এ জীবন ক'দিনের?—ইহলোকের পর পরলোক আছে। খোদার করুণায় সেইখানে আমরা অনন্তকালের জন্য মিলিত হব। চল বীর, অগ্রসর হও। আমি তোমার অনুসরণ কর্চ্ছি। এমন কীর্ত্তি রেখে যেতে চাও, যা বুকে করে সুখে মর্ত্তে পারি।

ইব্রাহিম। তবে এইবার আমায় বিদায় দাও।

পরি। এসো ইব্রাহিম, আমি আজ নিজে তোমায় বীরসাজে সাজিয়ে দিব। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণাল—নাদিরের শিবির।

আহাম্মদ আবদালী একাকী পদচারণা করিতেছিল।

আহাম্মদ। গোলামীর শৃঙ্খল আর যে বহন কর্ত্তে পাচ্ছি না। যুদ্ধব্যবসায়ী হয়ে নিজেকে জল্লাদের কার্য্যে নিয়োজিত করা—এর চেয়ে হীনতার কি হ'তে পারে? যে দৃশ্য কাবুল এবং কান্দাহারে দেখেছি

তার ছবি চোখের সম্মুখে ফুটে উঠছে—আর ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে মরমে মরে যাচ্ছি। আমার চোখের উপর আমার দেশবাসীর শোণিতে ভূমি কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে গেছে, অথচ আফ্গান আমি কোন প্রতিকার কর্ত্তে পারি নি। কি করব—ইমান—নিজে সেধে গোলামী স্বীকার করেছি। কিন্তু কি উদ্দেশ্য এর?—কি চায় এ? কান্দাহারের নাম করে বেরিয়ে সমস্ত আফ্গানিস্থানটা জয় করে ফেললে, তারপর এলো এই হিন্দুস্থানে। এর পর আবার কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? মরুভূমে মরিচিকা শুনেছি, এ—কি তাই? ক্লান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, অবসাদ নাই—শুধু একটা ধূমকেতুর মত ছুটে চলেছে—

(নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। আহাম্মদ, সম্রাট মোহম্মদ শা তো এখনো এলো না। তুমি কি তা'কে আমার আদেশ জ্ঞাপন কর নি?

আহাম্মদ। করেছি জাঁহাপনা।

নাদির। তবে সে এখনো আসছে না কেন?—তার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হয়েছে, সেনাপতি ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, হস্তী অশ্ব যা ছিল, কতক বা মৃত আর কতক বা আমাদের হস্তগত। তার আর কি অবশিষ্ট আছে যে সে শাহানশা বাদশা নাদির শাহের আদেশ অমান্য করে?

আহাম্মদ। আদেশ অমান্য করে নি জাঁহাপনা, হয়তো সে আসছে —এখুনি এসে পৌঁছুবে।

নাদির। কখন পৌঁছুবে? মূর্খ সে জানে না, যে আমি স্বয়ং তার পথ চেয়ে বসে আছি?—আমি—পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা?—(আহম্মদ নিরুত্তর)—আচ্ছা তোমার কথামত আমি

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। তার মধ্যে যদি সে এসে না পৌঁছায় তবে—তবে তা'কে অতি ভীষণ শাস্তি দেব।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। জাঁহাপনা, সম্রাট মোহম্মদ শা দ্বারে উপস্থিত।

নাদির। নিয়ে এসো।

(দৌবারিকের প্রস্থান—মোহম্মদের প্রবেশ)

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, আমি এসেছি।—আপনার বাহুবলে সম্যক্ পরাজিত হয়ে আপনারই আদেশে আপনার কাছে সন্ধি অথবা দয়া ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি।

নাদির। আপনি যথার্থ বলেছেন—আমি সন্তুষ্ট হলেম। কিন্তু দয়া আমার কাছে নাই। সন্ধি যদি চান পাবেন, কিন্তু আমি যা যা চাইব সব দিতে হবে। যা বলব বিনা বিচারে তাই মেনে নিতে হবে।

মোহম্মদ। তাই হবে জাঁহাপনা।

নাদির। উত্তম। ওকি,—আপনার তাজের উপর ওটা কি ঝক্‌মক্ করে জ্বলছে?—ও কি?—হীরা?—অত বড়?—অমন উজ্বল?

মোহম্মদ। হাঁ জাঁহাপনা, ও একখানি হীরক—আমার পিতৃ-পুরুষের দান—ওর নাম কোহিনুর। পৃথিবীতে ওরূপ হীরক আর নাই।

নাদির। ও মুকুট পরে আমার কাছে এলেন কেন সম্রাট্? আমায় দেখাতে এসেছেন কি?

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, আজ আমি ইচ্ছা করে আমার শ্রেষ্ঠ রাজ-আভরণ পরে জাঁহাপনার চরণে নিজেকে অঞ্জলী দিতে এসেছি—যেন জাঁহাপনার মনে কোন সন্দেহ না থাকে, যে আজ সত্য সত্যই বিশ্ববিশ্রুত দিল্লীর সম্রাট্ তাঁর কাছে পরাজিত পদানত।

নাদির। আপনি যথার্থ বলেছেন।—দেখুন, আমাদের দেশে রীতি

আছে, কারু সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্ত্তে হলে তাজ বদল কর্ত্তে হয়। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছি। অতএব আমার আদেশ আপনি আমার সঙ্গে তাজ বদল করুন। আমার এই মুকুট আপনি নিন, আপনার মুকুট আমায় দিন। (মুকুট আদান প্রদান)

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, এখন আমি আপনার আশ্রিত। তাই ভরসা করে আমার নিবেদন জানাচ্ছি। জাঁহাপনা দয়া করে গরীবের আর্জ্জি মঞ্জুর করুন।

নাদির। আপনি কি চান?

মোহম্মদ। জাঁহাপনা আমি এই চাই আপনি আমার যথাসর্ব্বস্ব নিন, শুধু দয়া করে আমার প্রজারক্ষা করুন। তাদের উপর কোন জুলুম করবেন না।—

নাদির। আচ্ছা সে কথা আমি ভেবে দেখব। এখন আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, বিশ্রাম করুন। আমরা কাল প্রভাতে দিল্লী যাত্রা করব। কে আছ?—(জনৈক সেনানী প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিল)—ইনি দিল্লীশ্বর সম্রাট্ মোহম্মদ শা। তুমি এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও, এঁর উপযুক্ত পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করে দাও।—(মোহম্মদকে লইয়া সেনানীর প্রস্থান)

দেখ, দেখ আহম্মদ, কি উজ্জ্বল এই হীরকখণ্ড! যেন খানিকটা জীবন্ত রোসনী পাথের হয়ে জমে রয়েছে! আমি এমন কখনো দেখিনি!

আহাম্মদ। জাঁহাপনা এ কোহিনূর অমূল্য রত্ন। শুনেছি পৃথিবীতে এর জোড়া নাই।

নাদির। ঠিক, ঠিক বলেছ আহাম্মদ। পৃথিবীতে আমারও জোড়া নাই, আর আমার রত্ন-মুকুটের শির্ষে যে মাণিক থাকবে তাও হবে অদ্বিতীয়। ঠিক মানাবে—কি বল আহাম্মদ?

আহাম্মদ। জাঁহাপনা ঠিক আজ্ঞা করেছেন।

নাদির। হিন্দুস্থানের কাছে আমাদের অনেক পাওনা।—এই তার প্রথম কিস্তি—অনুপযুক্ত নয়। এর পর সেই ময়ূর-সিংহাসন—তারও জোড়া নাই। আহাম্মদ, আমাদের এখানকার কার্য্য শেষ হয়েছে, এইবার অগ্রসর হ'তে হবে। কাল প্রভাতেই এখান থেকে তাঁবু তুলবার আদেশ দাও। আর সৈন্যদের বলে যাও, আমার কাছ থেকে তারা বেতন ভিন্ন পুরস্কার স্বরূপ কিছুই পাবে না। যদি তাদের ইচ্ছা হয় তবে লুণ্ঠন করে যে যার যথাসাধ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে—আমার আপত্তি নাই।

আহাম্মদ। যো হুকুম জাঁহাপনা।— (নাদিরের প্রস্থান)

—হতভাগ্য সম্রাট মোহাম্মদ শা! তোমার জন্য আমি দুঃখিত।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লীর রংমহাল—দরবার-কক্ষ।

জনশূন্য কক্ষে শূন্য ময়ূর-সিংহাসন—তদুপরি বাহুরক্ষা করিয়া আনত মস্তকে পরিবাণু ভূমিতলে উপবিষ্টা। অবেণীসংবদ্ধ কুন্তলরাজী পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কতক বা ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। বেশ আলুথালু মলিন—যেন দুই তিন দিন পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

পরিবাণু। গীত।

ডুবে গেছে দিনমণি, তিমিরে ছাইল ধরণী,
আজি উৎসব অবসান, আইল বিষাদ-রজনী!
হেথা কে আর জ্বালিবে দীপমালা?—
কে আর গাহিবে হেথা গান?—
ঘন যবনিকা অপসারি জীবন কে দিবে দান?—
সুপ্তি-মগনে জাগাইবে আর কাহার বিজয়-বাণী!
আজি অতীতের কোলে লুপ্ত গরিমা,
কেহ নাই আর মুছাতে কালিমা,—
যারা ছিল তারা কাল-সাগরে বাহিয়া গিয়াছে তরণী—
আজি তিমিরে ছাইল ধরনী—আইল বিষাদ-রজনী॥

(নাদির আহাম্মদ ও মোহম্মদ শার প্রবেশ)

মোহম্মদ। পরি, মা আমার, একটু পাশের ঘরে যা তো।—

(পরিবাণু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অর্থহীন ভাবে পিতার মুখ পানে তাকাইয়া রহিল—যেন পূর্ব্বোক্ত কথা তাহার শ্রুতিগোচর হয়

নাই। আহাম্মদ একদৃষ্টে বালিকার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। নাদির একবার ময়ূর-সিংহাসন, একবার বালিকাকে দেখিতে লাগিল)—

মোহম্মদ। মা, একটু পাশের ঘরে যা।

পরিবাণু। আর কেন বাবা ?—আরতো আমি অসূর্য্যম্পশ্যা সম্রাট নন্দিনী নই যে অপরিচিত দৃষ্টির ভয়ে ভীতা হব। সেই তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াইতে হবে—তবে আর লজ্জা কিসের, মান অপমান কিসের!—

নাদির। সম্রাট, এরই নাম কি ময়ূর-সিংহাসন ?—

মোহম্মদ। জাঁহাপনা এরই নাম ময়ূর-সিংহাসন। এই সিংহাসনে একদিন ভারত-সম্রাট্ সাজাহান রাজ্ঞী মোমতাজকে নিয়ে বসেছিলেন, আর সমগ্র জগৎ অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল। এই ধারে সম্রাট বসতেন আর এই ধারে রাজ্ঞী বসতেন—পশ্চাতে ওইখানে মখমলের কামদার পোষাক আর রত্নখচিত উষ্ণীষ পরে সশস্ত্র দেহরক্ষীর দল দাঁড়াত। এইখানে উজীর বসতেন, সেনাপতিগণ সামন্তগণ বসতেন—আর ওই ধারে ওমরাহগণ, হিন্দু-রাজগণ, সমগ্র ভারতের বীরেন্দ্রমণ্ডলী নতশিরে সম্রাটের আদেশ প্রতিক্ষা কর্ত্তেন। সেই একদিন গিয়েছে জাঁহাপনা, যেদিন এই দিল্লীর রংমহাল ধরায় অমরাবতী ছিল।—ঐ দেখুন জাঁহাপনা মর্ম্মর প্রাচীরে মরকতবর্ণে কি লেখা আছে—

"আগর ফারদোষ বরূরূয়ে জমিনাস্তো
হামিনস্তো হামিনস্তো হামিনস্তো"—
"সম্ভব অমরাবতী যদি এ ভুবনে—
এই স্থানে—এই স্থানে—শুধু এই স্থানে॥"

সেই একদিন ছিল জাঁহাপনা, যেদিন এখানে রজত-কাঞ্চন-হীরা-মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি যেত, কেউ ফিরেও তাকাত না। বসোরার গুলাব আর ইস্তম্বুলের আতর সামান্ত প্রহরী পর্য্যন্ত ঘৃণার চক্ষে

দেখতো। সেদিন আর ফিরবে না। আজ সম্রাট সাজাহান নাই, সাম্রাজ্ঞী মোমতাজ নাই,—তাঁরা ওই যমুনার পরপারে আগ্রার তাজমহলে বিশ্রাম লাভ কচ্ছেন।—সে ভারতবর্ষ নাই, সে দিল্লী নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই, সে সব কিছুই নাই—সব ব.শ বারিধীর অতল সলিলে ডুবে গেছে। এই অন্ধকারময় রঙ্গশালা আজ একটী প্রহরী একমাত্র হতভাগ্য আমি আর এই অভাগিনী কন্যা—যাক—জাঁহাপনা এরই নাম ময়ূর-সিংহাসন।

নাদির। হুঁ। সম্রাট – তুমি ঠিক বলেছ, আজ সে সব কিছুই নাই। —এখানে এই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত লোকও আর নাই। আজ সমগ্র পৃথিবীতে একজন মাত্র আছে যে এই তক্তে বসবার স্পর্দ্ধা রাখে। সে আর কেউ নয়—আমি—পৃথিবীপতি শাহান শা বাদশা নাদির শা। সম্রাট্,আমি দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছি,—সমগ্র দুনিয়া জয় করে আমি সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধিপতি হব। এমন শক্তি কারু নাই যে আমায় বাধা দেয়,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করে। এ সিংহাসনে আমারই অধিকার—এ আমার চাই।

মোহম্মদ। গ্রহণ করুন জাঁহাপনা। মৃত্যুর অন্ধকার মন্দিরে আবার জীবনের ক্ষুদ্র একটী স্মৃতিচিহ্ন কেন? কোন প্রয়োজন নাই জাঁহাপনা—আপনি গ্রহণ করুন।

নাদির। উত্তম। আহাম্মদ, তুমি উপযুক্ত রক্ষীর তত্বাবধানে এই ময়ূর-তক্ত্ ইস্পাহানে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা কর।

আহাম্মদ। যো হুকুম জাঁহাপনা।—

পরিবাণু। আর কেন বাবা, এইবার তো কাজ শেষ হল। এখন থেকে আমাদের ফুরসুৎ। চল, খোদার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

মোহম্মদ। আর ক্ষণেক অপেক্ষা কর মা!—গৃহে অতিথি—ফেলে কেমন করে যাব? বিদায় নিয়ে তো যেতে হবে।

নাদির। হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলেম।—আহাম্মদ, এই বালিকার মুখপানে চেয়ে দেখ—সুন্দরী বটে,—অপরূপ সুন্দরী। এমন রূপ তোমার দেশে তো নাইই—ইরাণের দ্রাক্ষা-কুঞ্জেও অতি বিরল। আমার আদেশ—তুমি এই বালিকাকে গ্রহণ কর।

আহাম্মদ। আমায় ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা,—আমি এর উপযুক্ত নই। তার চেয়ে জাঁহাপনার পালিত পুত্র শাহ্‌জোদা রেজা কুলির হস্তে একে সম্প্রদান করুন। ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদে এ রূপ অশোভন হবে না।

নাদির। মন্দ কি, একটু নূতন রকম হবে।—আহাম্মদ, তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ।—সম্রাট্,—

মোহম্মদ। সব হবে জাঁহাপনা, ঐটী হবে না। আমি নিঃস্ব বটে কিন্তু তথাপি আমি মোগলকুলরবি বাবর শাহের বংশধর।

নাদির। মোগলকুলরবি বাবর শাহের বংশধর সম্রাট মোহম্মদ শা! তুমি জান এই নাদির শাহ্‌কে? কেন বৃথা নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন? ভুলে যাও সম্রাট্, তুমি বাবর শাহের বংশধর—ভুলে যাও কাল তুমি দিল্লীর বাদশাহ ছিলে। চক্ষু বুঁজে শুধু ভাব তুমি শ্রীহীন স্থান-ভ্রষ্ট পরাজিত পদানত বন্দি। আমি ইচ্ছা কর্লে এই মুহূর্ত্তে তোমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারি—তোমার শক্তি নাই যে বাধা দাও—তবে এ ধৃষ্টতা কেন?

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, আমি আপনার পরাজিত পদানত বন্দি—ইচ্ছা হয় আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করুন—বা যা খুসী

করুন, আমার কিছু বলবার নাই। কিন্তু দোহাই আপনার, আমার একমাত্র কন্যা—

নাদির। মোহম্মদ, সাবধান! তুমি বরং নিদ্রিতা সিংহিনীর গহ্বরে প্রবেশ করে তার শাবক চুরি কর্ত্তে সাহস করো, সদ্যঃপ্রসূতি বাঘিনীর স্তন হতে দুগ্ধ দোহন করে আনতে যেও—উদ্যত-ফণা ফণিনীর হার করে গলায় পরো—তথাপি দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট নাদির শাহের আদেশ অমান্য করো না।

মোহম্মদ। জাঁহাপনা আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? আমার আর কি আছে যে আমি ভয় পাব? যার আশা নাই তার আবার ভয় কিসের?

নাদির। নাই কেন? এই কন্যা তো আছে? বাকী জীবনটা তা'কে বুকে করেই কাটিয়ে দেবে—এ আশাটুকু তো আছে।

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, আপনার ওই তরবারি এই বুকে আমূল বসিয়ে দিন। এই বক্ষে এখনও বাবর হুমায়ুন আকবরের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে, বিশ্ববিজয়ী তৈমুর এবং জেঙ্গিজ খাঁর শোণিত তার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। এই শোণিত আমি আপনার চরণে নজর দিচ্ছি। এ কি দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ নাদির শাহের উপযুক্ত নজর নয়? জাঁহাপনা, এই মূল্য নিয়ে আপনি আমার কন্যাকে পরিত্যাগ করুন।

নাদির। হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ তুমি, ভেড়ীওয়ালার পুত্র নাদির কুলির কাছে দয়ার প্রত্যাশা কর। তা হবে না সম্রাট্—আমার আদেশ তোমায় পালন কর্ত্তেই হবে। নইলে—

মোহম্মদ। নইলে কি?

নাদির। নইলে তোমার কন্যাকে আমি জোর করে নিয়ে যাব। ইস্পাহানের রাজপথে তাকে তাকে চাবুক মেরে মেরে গান গাওয়াব,

নৃত্য করাব, আর নিজের পরিচয় দিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়াব। এই আমার আদেশ—পাষাণের রেখা—কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হবে না।

মোহম্মদ। খোদা! খোদা!—একি শোনালে! এর চেয়ে কেন আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি দাও নি?—কেন কন্যাকে যমুনার জলে নিক্ষেপ কর্ত্তে শিখিয়ে দাও নি? হায় বৃদ্ধ, কেন সেদিন তোমার কথা শুনি নি!—

পরিবাণু। বাবা, বাবা, ভয় কি? ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা আমি মোগলের কন্যা, আমি বাদশা'জাদি। আমি কি নিজের মান নিজে রাখতে জানি না? এই দেখ—(আপন বক্ষে ছুরিকাঘাত)—

মোহম্মদ। (ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল)—হায় সর্ব্বনাশী, কি কলি!—আমি এদের পায়ে ধরে তোকে ভিক্ষা মেগে নিতুম। হায়, শেষ এও নসীবে ছিল!

পরিবাণু। আমায় বিদায় দাও বাবা,—আমি যাই। দাঁড়াও প্রভু—প্রাণেশ্বর—বহুক্ষণ আমার পথ চেয়ে আছ।—আর দেরী করব না—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—আমায় পথ দেখাও খোদা।—(মৃত্যু)

আহাম্মদ। হায় অভাগিনী!—এ সব ফুল কি এমন করে শুকিয়ে যাবার জন্যই ফুটে ওঠে!

নাদির। এ ব্যাপারটা আমি আগে থেকে ধারণা কর্ত্তে পারি নি—এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চল আমাম্মদ, আমরা এখান থেকে যাই—এ আমার কেমন বরদাস্ত হচ্ছে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

একটী টাকার থলে ঝন্ ঝন্ করিতে করিতে জনৈক হকিমের প্রবেশ।

হকিম। ব্যাটারা কিন্তু খরচ কর্ত্তে জানে। কি দেরাজ হাত দেখেছ! একটা রাত্তির জেগে একেবারে দু'দু'শো মোহর বকশিশ! আর রাত্রি জাগাই বা বলি কি করে?—দিব্বি নরম তুলতুলে বিছানা—শুতে না শুতেই একেবারে একহাতট্যাক ডুবে গেলুম, মনে হল যেন আশমানে সাঁতার কাটছি। না হবা হবে কেন? নাদির বাদশার ব্যায়রাম—চিকিৎসা করেছি আমি—এতো আর বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

(জনৈক দর্জ্জীর প্রবেশ)

দর্জ্জি। এ কে?—হকিম সাহেব যে!—সেলাম!—

হকিম। সেলাম। তারপর এত ভোরে সাঁই সাঁই করে কোথায় ছুটেছ?

দর্জ্জি। আজ্ঞে না—এই একটু কাজ ছিল।

হকিম। এত ভোরে তোমার আবার কি কাজ পড়ল?—

দর্জ্জি। আজ্ঞে—এই, এমন কিছু না। এই, একটা কাঁচুলীর ফরমাস ছিল, তাই দিয়ে এলুম।

হকিম। আজকাল কি ভোরবেলা খদ্দেরের বাড়ী গিয়ে কাঁচুলী দিয়ে আসতে সুরু করেছ না কি?—

দর্জ্জি। আজ্ঞে কি আর করি বলুন? যতদিন নাদির বাদশা আছে ততদিন তো আর কাঁচা মাথাটা হাতে করে চকে গিয়ে দোকান খুলতে পারি না। আর আমি বেরুলেই খদ্দের তো বেরুবে না।

এদিকে পেট ও তো চলা চাই।—ও কি, ও থলেটার ভেতর কি ও ঝন্ ঝন্ কচ্ছে´ন ?—কড়ি বুঝি ?—

হকিম। কোথাকার মুখ্‌খু হে তুমি ?—হকিমরা বুঝি কড়ি ঝন্ ঝন্ করে বেড়ায় ?

দর্জ্জি। তবে বুঝি আধ্‌লা ?—

হকিম। ছোট লোক কিনা,—কাপড় সেলাই করে খাস, তোর বুদ্ধি আর কত হবে ?—

দর্জ্জি। তবে কি পয়সা না রেজ্‌গী ?—

হকিম। আচ্ছা তুই আমায় কি পেলি বলতো ? আমি কি পোদ্দার যে কতকগুলি পয়সা আর রেজ্‌গী নিয়ে সকাল বেলা ঝন্ ঝন্ কর্ত্তে কর্ত্তে চলেছি ?—

দর্জ্জি। তবে কি টাকা !—অতগুলো !—ওখানে যে প্রায় একশো হবে।—কোথায় পেলেন হকিম সাহেব ?—ওযে আপনার তিন বছরের রোজগার ?—

হকিম। কি বল্লিরে কম্‌বক্ত, একশো টাকা আমার তিন বছরের রোজগার—আমার এক বছরের রোজগার কি তোর হিসাবে তেত্রিশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা নাকি ?—মাসে এগার সিকি ?—

দর্জ্জি। আহা, রাগ কচ্ছে´ন কেন ?—আপনি তো কিছু বলছেন না, তাই আমি আন্দাজী একটা ধরে নিলুম।—

হকিম। তবে শোন—এ আশরফি—অর্থাৎ মোহর।—বড় চাট্টিখানি নয়—কড়্‌কড়ে দু'শো।

দর্জ্জি। বটে ?—ওঃ হোঃ—বুঝেছি।

হকিম। ব্যাটার কি ছুঁচুলো বুদ্ধিরে !—এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে। কি বুঝলি বলতো ?

দর্জ্জি। আজ্ঞে এত ভোরে আপনি যথন এক থলে মোহর নিয়ে চলেছেন তথনই আমি বুঝে নিয়েছি। তা হাকিম সাহেব, আমায় বলতে ভয় কি? আমি তো আর আপনার পর নই—আপনার এক পাড়ার লোক, এক রদ্দুরে ধান শুকিয়ে থাই। তা দেখুন, যা করেছেন বেশ করেছেন—কিন্তু আমায় বথরা দিতে হবে। নইলে আমি চুপ করে থাকবো না।

হকিম। তবে রে শালা, আমি চোর!—(থলি দ্বারা প্রহার)—আমি চোর?—অঁ্যা!—

দর্জ্জি। আহা রাগ কর্চ্ছেন কেন? আপনি তো কিছু বলছেন না—তাই আমি আন্দাজী একটা ধরে নিলুম।

হকিম। তবে শোন।—নাদির বাদশার ব্যায়রাম কিনা—কাল সন্ধ্যেবেলা থানিকটা কাল কাল বমি করেছে। তাই রাত্তিরে তার লোক এসে আমায় নিয়ে যায়। রাত্তিরটা রংমহালে কাটিয়ে নগদ দু'শো মোহর বকশিস নিয়ে এই ফিরছি।

দর্জ্জি। বটে! বটে! ভারি আশ্চর্য্য তো!—নাদির বাদশার ব্যায়রাম!—ভারি শক্ত ব্যায়রাম নিশ্চয়ই কি, থানিকটা কালকাল বমি করেছে বললেন না? আর আপনি তাকে সারা রাত্তির তিকিচ্ছে করে এয়েছেন?—ব্যাস্, তবে আর কি?—হকিম সাহেব, সেলাম—আমি চল্লুম। আজ রাত্তিরে আমার বাড়ীতে আপনার নেমতন্ন রইলো।

হকিম। সে কি?—

দর্জ্জি। আমার এথন কথা কইবার সময় নাই। আমি দোকান খুলতে চল্লুম—তা দেখুন—

হকিম। ব্যাটা পাগল নাকি?—মরুক সে যাক।—(প্রস্থান)—

দর্জ্জি। (স্বগত)—কিন্তু কথাটা কি সত্যি? আরে সত্যি নয়তো কি? অমন কথা কখনো মিথ্যা হয়?—

(জনৈক আতরওয়ালার প্রবেশ)—

আতরওয়ালা। কিহে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকালবেলা কি ভাবছ?—

দর্জ্জি। না এই দোকান খুলতে যাব তাই ভাবছিলেম—

আতরওয়ালা। সে কিহে? দোকান খুলবে কি?—নাদির বাদশা সহরে থাকতে দোকান খুলতে যাচ্ছ?—তোমার বুকের পাটা তো কম নয়।

দর্জ্জি। নাদির বাদশার ভয় আর নাই। তার ভারি শক্ত ব্যায়রাম—এখন তখন অবস্থা। তার উপর যে হকিম তাকে চিকিৎসা করেছে তাকে আমি জানি—ও আর কিছু দেখতে হবে না।

আতরওয়ালা। বটে বটে? ব্যায়রামটা কি?

দর্জ্জি। ওঃ সে ভারি ব্যায়রাম। রাজা বাদশার ব্যায়রাম—সেতো আর তোমার আমার মত নয়—সে ভারি ব্যায়রাম—এতক্ষণ আছে কি নাই।

আতরওয়ালা। আরে তবু বলে ভারি ব্যায়রাম!—কি ব্যায়রাম তাই বলনা।

দর্জ্জি। বুঝতে পাচ্ছ না? সারা রাত্তির বমি করেছে—গোটা রংমহালটা ভাসিয়ে দিয়েছে। সে কি বমি!—একেবারে কাল কুট্‌কুটে—মোষের মত কাল—না না, তার চেয়েও কাল—একেবারে কাকের মত কাল।

আতরওয়ালা। সত্যি নাকি?

দর্জ্জি। তবু বলে সত্যি নাকি!—সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? আমি চল্লুম, আমার আর দেরী করবার সময় নাই—বেলা হয়ে যাচ্ছে।

(প্রস্থান)

আতরওয়ালা। তবে আমিই বা খামখা খামখা ঘরে বসে উপোস করে মরি কেন? যাই দোকানটা খুলে বসিগে—নিদেন খরচাটাও তো উঠবে।

(জনৈক জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী। কি হে, সকালবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে?

আতরওয়ালা। না, এই দোকান খুলতে যাব তাই—ভাবছি।

জহুরী। দোকান খুলতে যাবে?—সেকি! নাদির বাদশা সহরে থাকতে—

আতরওয়ালা। পোড়া কপাল তোমার নাদির বাদশার,—সে কি আর আছে? সে কাল শেষ রাত্তিরে অক্কা পেয়েছে।

জহুরী।—বটে বটে? এমন কথা?—সত্যি নাকি? কি হয়ে ম'লো?

আতোরওয়ালা। আর কি হয়ে ম'লো! খোদার মার রোখে কে? নইলে এমন মরা কেউ কখনো মরেছে, কৈ শুনিনি তো।

জহুরী। কি রকম? কি রকম?

আতরওয়ালা। রকম ভাল। খুব নতুন রকম।

জহুরী। আহা বলই না শুনি।

আতরওয়ালা। আর বলবো কি আমার মাথা না তোমার মুণ্ডু? কাল শেষ রাত্তিরে যেমনি বদনা আর লণ্ঠন নিয়ে শৌচঘরে যাওয়া—অম্নি এক ঝাঁক কাক কা কা কর্ত্তে কর্ত্তে ফুড়ুক করে উড়ে বেরিয়ে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে বমি।—সেকি বমি!—কাল মিশমিশে প্রকাণ্ড তিনটে মোষ—এত বড় বড় শিং—মেঘের মত ডাক—গাঁ গাঁ কর্ত্তে কর্ত্তে বেরিয়ে এলো।—আর সঙ্গে সঙ্গে নাদির বাদশাও অম্নি চিড়িং মিড়িং ভোঁ।

জহুরী। তাহ'লে—

আতরওয়ালা। না বাবা, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবার আমার সময় নাই—আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

জহুরী। এ শালা বলে কি?—কাক আর ঘোষ!—দূর, মানুষ কি কখনো তা পারে?—না বাবা, খবরটা নিতে হচ্ছে। কতদিন ঘরে বসে বসে কাজ কারবার সব মাটী হল। দেখি যদি দোকানটা খুলে বসতে পারি। (প্রস্থান)

(দুইজন পারসীক সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। নসীব! ভাই নসীব!—কপাল ছাড়া তো পথ নাই, নইলে এমন হবে কেন?—বাসশা খোলা হুকুম দিলেন যে যা পার লুঠে নাও—তা সবাই কিছু কিছু পেলে শুধু আমাদেরই কিছু জুটলো না।

২য় সৈ। আহা ঘাবড়াও কেন ভাই?—কোশিষ কর, কিছু মিলতেও পারে। যত শালা বড়লোক দেখছি সহর ছেড়ে পালিয়েছে—এক শালাকেও খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি কোন রকমে সন্ধান কর্ত্তে পার্ত্তুম—

১ম সৈ। চল ভাই কেল্লায় ফিরে যাই। বেলাও বেড়ে উঠেছে, ক্ষিদেও পাচ্ছে—অথচ সব দোকান-পাট বন্ধ।

২য় সৈ। দাঁড়া দাঁড়া, ওই দেখ এক ঝাঁক লাড্ডুওয়ালা আসছে—ব্যাটাদের কাছথেকে লাড্ডুও খাব, খবরও নেব—

(কতিপয় লাড্ডুওয়ালা বালকের প্রবেশ)

লাড্ডুওয়ালা বালকগণ। গীত।

দিল্লীকা লাড্ডু হ্যায় ক্যা মজেদার!
যো খায়া, পস্তায়া, উস্কো জীনা হায় দুষ্‌বার!

আকবরী। কি আছে এতে?

সৈফুদ্দিন। তিফ্‌লিস, তাব্রিজ, হামাদান এই তিনটি প্রদেশ তুরস্ককে ছেড়ে দিতে হবে। আর কাস্পিয়ান সাগরের তীরে সিরওয়ান ও জিলান প্রদেশদ্বয় রুষিয়া পূর্ব্বেই অধিকার করেছে এর উপর তাদের দারবন্দ্, বাকু, মজান্দরান এবং অস্ত্রাবাদ এই চারটী প্রদেশ চিরদিনের মত অর্পণ কর্ত্তে হবে। তা'হলেই তারা আমাদের আধিপত্য স্বীকার করবে এবং নাদিরের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র সাহায্য করবে।

আকবরী। তুমি কি এই সন্ধি-পত্র সাক্ষর করে এসেছ নাকি?

সৈফুদ্দিন। করেছি জাঁহাপনা। আমার প্রতি ঐরূপ আদেশ ছিল।

আকবরী। মূর্খ তুমি—আমি তোমায় সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করবার অধিকার দিয়েছিলেম—এ সব প্রদেশ রুষ কিম্বা তুর্কীকে প্রদান কর্ত্তে বলিনি। তারা যা চাইবে তাই তাদের দিতে হবে এমন কিছু কথা ছিল না।

সৈফুদ্দিন। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

আকবরী। আহাম্মুক, বুঝতে পার্লে না? এ সব প্রদেশ ইরাণ-রাজ্যের সারভাগ। এ সবই যদি গেল তো রইল কি?—শুধু বন-জঙ্গল, পাহাড় আর কাঁকরভূমি। আমার কি?—সুলতান হবে তুমি।—কর এই নিয়েই রাজত্ব কর—আমার কিছু আসে যায় না।

সৈফুদ্দিন। তাইতো জাঁহাপনা,—তাহলে তো বড়ই ভ্রম হয়েছে—এখন উপায়?

আকবরী। উপায়?—আচ্ছা এর পর ভেবে দেখব। আপাততঃ এ দিককার সংবাদ কি বল।

সৈফুদ্দিন। সংবাদ উত্তম। আমাদের হাকিম সাহেবের ঔষধগুলি

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করেছে। দেশের প্রায় সমস্ত জলাশয় দূষিত হয়েছে,—চারিদিকে ওলাউঠা, বসন্ত, মড়ক দেশটাকে দলিত করে চলে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে,—কতক আমাদের প্রক্রিয়ার ফলে—কতক যত্নের অভাবে। তার উপর আবার প্লাবন,—সে'টা যদিও আমাদের হাত নয়—কিন্তু ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর ক্রন্দনের রোল। আজ এদেশে প্রজাশক্তি বলে একটা জিনিস আর নাই।—আমরা যা করব তা'তে বাধা দিতে কেউ নাই।

আকবরী। উত্তম।—(স্বগত)—এইবার নাদির কুলি,—কি বলতে চাও? কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি? তবে একটা আশঙ্কা—তুমি যদি যুদ্ধে মরে গিয়ে থাক তবে আর দেখতে পেলে না নারীর প্রতিশোধ কেমন সুন্দর, কেমন মধুর। না না, তুমি মরো না, তুমি ফিরে এসো নাদির কুলি—দেখে যাও, তোমার সাধের রাজ্যের কি চমৎকার শ্রী হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার সৈন্যদল পুষ্ট কর্ত্তে আর একটীও জোয়ান পুরুষ বেঁচে থাকবে না—তাদের খাওয়াতে এক কণিকা শস্যও অবশিষ্ট থাকবে না—তোমার রাজকোষে একটী কপর্দ্দকও রাখব না। তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান?—এইবার তোমার শক্তির বিকাশ দেখব। দেশের লোক ক্ষেপে উঠল বলে।—ওদিকে রুষিয়া আর তুর্কি—এদিকে সৈফুদ্দিন—হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন মজা!—দেখব কেমন করে তুমি শুধু নিজের হাত দু'খানি দিয়ে এতগুলি শক্তির গতিরোধ কর।—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি বেঁচে আছ কিনা। ওকি!—সৈফুদ্দিন, তুমি মাথা নীচু করে চুপ করে আছ যে? আমি ভর্ৎসনা করেছি বলে রাগ করেছ?

সৈফুদ্দিন। না জাঁহাপনা,—ভাবছি—এই, মস্ত একটা ভুল করে ফেল্লুম!—

আকবরী। কিছু আসে যায় না। যা হয় একটা উপায় হবেই।

(ব্যস্তভাবে গফুরের প্রবেশ)

কি সংবাদ গফুর ?

গফুর। জাঁহাপনার আদেশমত আমি ওমরাহদের উস্কে দিয়েছি—তারা সবাই মিলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

সৈফুদ্দিন। সে কি জাঁহাপনা!

আকবরী। চুপ রও গোলাম। তারপর গফুর তারপর,—আর কিছু সংবাদ আছে ?

গফুর। আছে জাঁহাপনা। লোক পরম্পরায় শুনে এলুম, সম্রাট্ নাদির শাহ্ নাকি আফগানিস্থান জয় করে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছেন। সেখানে নাকি তিনি প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। কথাটা কতদূর সত্য তা আমি জানি না।

আকবরী। তাইতো আমায় ভাবিয়ে দিলে যে গফুর।—(মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া)—না, কিছু না। এসো নাদির, ফিরে এসো!—হিন্দুস্থানের অগণিত ধনরত্নরাজি লুণ্ঠন করে নিয়ে এসো। নিজের শোণিত ব্যয় করে আহরণ করবে তুমি, আর তা ভোগ করব আমি।—এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।—চল সৈফুদ্দিন, আমি বড় ক্লান্ত। চল, সুরা আর সঙ্গীতে গা ঢেলে দিয়ে শ্রান্তি দূর করিগে। গফুর, তুমিও বিশ্রাম করগে।

(গফুরের প্রস্থান—সৈফুদ্দিন ও আকবরীর ভিন্নদিকে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ—নিম্নে রাজপথ।

একখানি মানচিত্র হস্তে নাদির একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

নাদির। এশিয়ার মানচিত্রখানি আগা-গোড়া বদলে ফেলতে হবে। এইখানে আন্দোলী, দামাস্কস, বোগদাদ,—ইহুদির দেশ, আর্ম্মাণীর ভূমি,—রূপসীরবাজার—এ আমার চাই।—তুর্কীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। এই আরবস্থান,—প্রাচীন খালিফের রাজ্য, বালুকাময় মরুভূমি, বেদুইন দস্যুরআবাস,—এটাকে ভেঙ্গেচুরে একেবারে নতুন করে ফেলতে হবে—ইরাণের দ্রাক্ষাকুঞ্জ এইখানে তুলে আনতে হবে—এও আমার চাই। তারপর ইরাণ, তুর্কীস্থান, আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, হিন্দুস্থান—এ'তো আমারই—আমারই মুঠোর মধ্যে। বাকী শুধু চীন এবং রুষিয়ার বিশাল সাম্রাজ্য—যেদিন ইচ্ছা করব সেইদিনই আমার হবে। সাইবিরিয়ার বরফক্ষেত্রে আমার বিজয়পতাকা উড্ডীন হবে—পিকীনের রাজপ্রাসাদ আমার পদধূলিতে গৌরবান্বিত হবে—কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশে আমার গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত হবে।—(দ্বারে মৃদু করাঘাত)—কে ও ?

আহাম্মদ। (নেপথ্যে)—আমি।

নাদির। এসো।—

(আহাম্মদ প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিল)—

কি সংবাদ ?

আহাম্মদ। জাঁহাপনা, বড় ভীষণ সংবাদ—

নাদির। ভীষণ সংবাদ !—ভীষণ সংবাদ ! পৃথিবীতে আবার ভীষণ

বলে কিছু একটা আছে নাকি? কৈ তা'তো কথনো শুনিনি। আচ্ছা কি বল।

আহাম্মদ। সহরময় গুজব রটেছে জাঁহাপনা আর ইহলোকে নাই।

নাদির। অর্থাৎ?—

আহাম্মদ। অর্থাৎ জাঁহাপনা আর বেঁচে নাই।

নাদির। বটে? তারপর তারপর?

আহাম্মদ। তা'তে নগরের লোকেরা সাহস পেয়ে আমাদের দুই জন সৈনিককে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করেছে। সকলে চিৎকার করে বলছে—"ইরাণী ডাকাতদের দূর করে দাও—ইরাণী ডাকাদের দূর করে দাও।"—

নাদির। আহাম্মদ, তুমি নেশা করনি তো?—তুমি ঠিক বলছ?—তারা বলছে আমি মরে গেছি?

আহাম্মদ। বলছে জাঁহাপনা।

নাদির। (মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল)—হাঃ হাঃ হাঃ!—আমি মরে গেছি, বটে?—আমি মরে গেছি!

আহাম্মদ। জাঁহাপনা।

নাদির। আহাম্মদ, এই মূর্খ হিন্দুস্থানীদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও আমি মরিনি, আমি বেঁচে আছি। আমার মৃত্যু এখনো বহু দূরে।—এতদূরে যে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি সমগ্র পৃথিবী জয় করে তবে মরব। যাও আহাম্মদ, তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দাও যেন তারা এমন ভ্রম আর কথনও না করে।

আহাম্মদ। কি করব জাঁহাপনা?

নাদির। মূর্খ, বুঝতে পার্লে না? হত্যা কর, শূলে দাও, জবাই কর, লুঠ কর, আগুন ধরিয়ে দাও—

আহাম্মদ। জাঁহাপনা,—

নাদির। সাবধান আহাম্মদ, আমার আদেশের প্রতিবাদ করো না। তুমি জান আমাকে ?

আহাম্মদ। জানি। আর জাঁহাপনাও জানেন আমাকে। আমি সৈনিক—যার সঙ্গে বলবেন যুদ্ধ করব,—জল্লাদ নই যে মানুষকে পশুর মত হত্যা করব। আমি চাই অপরাধীকে খুঁজে বার কর্ত্তে।—যারা এই মিথ্যা রটনার মূল, যারা আমাদের সৈনিকদ্বয়কে হত্যা করেছে তাদের অনুসন্ধান করে বার করি,—তখন জাঁহাপনা তাদের যে শাস্তি দেবেন আমি কথা কইব না।

নাদির। তাহ'লে এখন আমরা চুপ করে দ্বার বন্ধ করে বসে থাকব ?

আহাম্মদ। না জাঁহাপনা, আমরা ঢোল-সহরৎ দ্বারা সত্য কথা প্রচার করে দেব, নগরবাসীদের সাবধান করে দেব।

নাদির। না, না আহাম্মদ, অত সময় আমি অপেক্ষা কর্ত্তে পারব না। তুমি অবিলম্বে আমার আদেশ পালন কর।—আমি তোমায় এই শেষবার বলছি—আমি দেখাতে চাই তুমি আমার যোগ্য সেনাপতি।

আহাম্মদ। জাঁহাপনা আমি আপনার অযোগ্য সেনাপতি। আপনার এ অন্যায় আদেশ পালনে আমি অক্ষম।—(গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে প্রস্থান)

নাদির। (মুহূর্ত্তকাল গতিশীল আহাম্মদের দিকে চাহিয়া রহিল,—পরে স্বগত)—আচ্ছা যাও। আপাততঃ তোমার উপর আমাকে অনেক পরিমাণে নির্ভর কর্ত্তে হচ্ছে। কান্দাহারের পথে আসতে আসতে যে নূতন আফগান পল্টন সংগ্রহ করেছি তাও সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তাই এখন তোমায় কিছু বলব না। আগে ইস্পাহানে ফিরে যাই—তারপর।

—কে আছ?—(জনৈক উচ্চপদস্থ সেনানী প্রবেশ করিল)—কে, সরফরাজ?—আমি তোমাকেই চাই। শোন সরফরাজ,আমি দিল্লীবাসীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি। সে আদেশ তামিল করবার ভার আমি তোমায় দিচ্ছি। যাও, অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ কর। ছেলে বুড়ো কিছু বাছবে না, স্ত্রী পুরুষ কিছু বিচার করবে না,—যাকে হাতের কাছে পাবে তা'কেই অকাতরে হত্যা করবে। সৈন্যদের বল তারা যা পারে লুঠে নিক। সহরে আগুন ধরিয়ে দাও—স্ত্রীলোকগুলোকে ধরে বেত মার, স্তন কেটে দাও, মুখ পুড়িয়ে দাও, বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার। বুড়োগুলোকে মাথা নীচু দিকে দিয়ে গাছের ডালে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ—আর শিশুগুলোকে মারবার জন্য একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করে নাও। দিল্লীর রাজপথ মানুষের রক্তে লাল করে দাও, আর সেই কর্দ্দমের উপর মৃতদেহ স্তূপাকার হোক। আমি নিজে দেখতে চাই—তাদের আর্ত্তনাদ শুনতে চাই।—তারা বলছে আমি মরে গেছি,—আমি বুঝতে চাই সরফরাজ,—যে আমি বেঁচে আছি।—বুঝেছ?

সরফরাজ। যো হুকুম জাঁহাপনা।—(অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান)

নাদির। আমি মরে গেছি, বটে? পৃথিবীপতি শাহান শা বাদশা নাদির শা খুঁজে খুঁজে মরবার আর যায়গা পেলে না, মর্ত্তে এলো শেষ এই ছাতুখোরের দেশে। না দিল্লীবাসী, আমি মরিনি—কিন্তু তোমরা এইবার মরেছ।—আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করেছি,—আর রক্ষা নাই। যাই, বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখিগে আমি সত্যই বেঁচে আছি কিনা। (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

দিল্লী মর্ম্মর প্রাসাদের দ্বিতলবারাণ্ডা—নিম্নে রাজপথ।

(বন্দুকের শব্দ, অস্ত্রের ঝনৎকার—নরনারীগণ ইতস্ততঃ ধাবমান—কেহ বলিতেছে—"হায় হায় সর্ব্বনাশ হল—গেল গেল"—কেহ বলিতেছে—"মেরো না, মেরো না রক্ষা কর"—কেহ বলিতেছে—"আগুন, আগুন, জল জল"—কেহ বলিতেছে "পালাও পালাও"—কোন স্ত্রীলোক কোলের শিশুকে বাঁচাইবার জন্য বলিতেছে—"আমায় হত্যা কর—একে বাঁচতে দাও—শিশু—কোন দোষ করে নি"—কোন স্ত্রী বলিতেছে—"মাগো আর পারি না"—কেহ বলিতেছে—"আমি ভিখারিণী—দয়া কর—মেরো না"—কেহবা বলিতেছে—"আমায় মার ক্ষতি নাই, একে মেরো না—এ বৃদ্ধ আতুর"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।—সৈন্যগণ বলিতেছে—"মার,কাট—আগুন ধরিয়ে দাও—শূলে দাও—লুঠ কর—মালেকের হুকুম, যা খুসী কর"—ইত্যাদি ইত্যাদি—)

(নাদিরের বারাণ্ডায় প্রবেশ)

নাদির। বাঃ! বেশ, এইতো চাই!—এখন আমার বেশ মনে হচ্ছে—আমি সত্যি সত্যি বেঁচে আছি।—

(একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়া জনৈকা স্ত্রীলোকের ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ—তিন চারিজন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার কেশাকর্ষণ করিল—শিশুকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া গলা টিপিয়া মারিল—পরে নারীকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিল।—বিভিন্ন দিক হইতে দুইচারিজন যুবকের প্রবেশ—কতিপয় সৈনিক প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিল—তৎপরে পলায়নপর বহু নরনারীর প্রবেশ—পশ্চাতে সৈনিক-গণের প্রবেশ—কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও

হাতে উন্মুক্ত তরবারি—নরনারীগণ কেহবা পলাইল, কেহবা হত হইল, কেহবা অঙ্গহীন হইল—ইত্যাদি ইত্যাদি—)

নাদির। চমৎকার! চমৎকার!—(রুমাল ঘুরাইয়া উৎসাহ দিতে লাগিল)

সৈন্যগণ। মার, কাট—লুঠে নাও, আগুন ধরিয়ে দাও—মালেকের হুকুম যা খুসী কর—(সমবেত কণ্ঠে)—শাহানশা বাদশা নাদির শাহের জয়— (প্রস্থান)

(তৎপরে বহুসংখ্যক নারী প্রবেশপূর্ব্বক নতজানু হইয়া জোড় করে নাদিরের মুখপানে তাকাইয়া রহিল—বহু সংখ্যক সৈনিকের প্রবেশ—সৈনিকগণ নারীগণকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল—নারীগণ ইঙ্গিতে দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল)—

(মোহম্মদ শার প্রবেশ)

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, দয়া করুন, রক্ষা করুন—যথেষ্ট হয়েছে। যে কয়জন এখনো বাকী আছে তাদের বাঁচতে দিন।

নাদির। কে, সম্রাট মোহম্মদ শা?—মোগলকুলরবি বাবর শাহের বংশধর?

মোহম্মদ। জাঁহাপনা, যত ইচ্ছা পরিহাস করুন—আমি যদি দোষী হয়ে থাকি তবে আমায় যে শাস্তি ইচ্ছা দিন—তবু হতভাগ্য প্রজাদের জীবন রক্ষা করুন। দিল্লী শ্মশান হয়েছে, রাজপথে রক্তের ঢেউ খেলছে—মৃতদেহের পাহাড় জমে গেছে।

নাদির। গেছে নাকি?—বটে?—(নিম্নে রাজপথে অবতরণ)

(মোল্লাবাসী ও তৎপশ্চাৎ আহাম্মদের প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। নাদির, ক্ষান্ত হও, এখনো ক্ষান্ত হও—নইলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

নাদির। কেও?—একি!—তুমি—তুমি—

(হতবুদ্ধি হইয়া নিরুত্তর)

মোল্লাবাসী। নাদির, আহাম্মদকে আদেশ দাও এই মুহূর্ত্তে ভেরী-নিনাদ করে সৈন্যগণকে ক্ষান্ত হতে বলুক।

নাদির। আমি—আমি—আদেশ—

মোল্লাবাসী। শীঘ্র আদেশ দাও নাদির—প্রতি মুহূর্ত্তে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে—শীঘ্র আদেশ দাও।

নাদির। আচ্ছা—আচ্ছা—

(আহাম্মদ ভেরী-নিনাদ করিলে সৈন্যগণ রাজপথে একত্রিত হইল ও আহাম্মদের আদেশে সকলে শির নত করিয়া নিরস্ত হইল)

মোল্লাবাসী। নাদির, আমায় জীবিত দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছ? সৈফুদ্দিন তোমার আদেশে আমায় ফাঁসি দিতে নিয়ে গিয়েছিল—তবু আমি বেঁচে আছি। খোদা যাকে মারেন সেই মরে, তিনি যাকে রাখেন তাকে কেউ মার্ত্তে পারে না।

নাদির। কিন্তু,—কিন্তু—

মোল্লাবাসী। শোন নাদির, এ তোমার জয় নয় পরাজয়। তুমি পৃথিবী জয় কর্ত্তে বেরিয়েছ—কিন্তু মূর্খ তুমি, জান না বাহুবলে পৃথিবী জয় করা যায় না। বাহুবলের নিকট পশুবল শির নত কর্ত্তে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব তেম্নি শির উঁচু করে অটল গিরিদুর্গের মত দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবী জয় করে ছিলেন তাঁরা, যাঁরা বিশ্বপ্রেমে গলে গিয়ে আপনা ভুলে খোদার নামে পরকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। পৃথিবী জয় করেছিলেন হজরৎ মোহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়সল্লাম, হজরৎ ইশা আলাহেচ্ছালাম, হজরৎ মুশা আলা-হেচ্ছালাম,—যাঁরা মানুষের হৃদয়ে চিরদিনের মত নিজের অটুট

সিংহাসন স্থাপন করে গেছেন। আর তুমি পিশাচ, তুমি এ যা করেছ তা'তে তোমার নামে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরাবে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমাময় হবে, তোমারই ভবিষ্য সন্তান তোমার নামে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবে।—তুমি পেছন ফির্ত্তে না ফির্ত্তে তোমায় বিজয়-গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যাও নাদির, তোমার ঘরে ফিরে যাও—দেখ গিয়ে মহামারী দুর্ভিক্ষ প্লাবনে তোমার দেশ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে,—গৃহে গৃহে হাহাকার আর্ত্তনাদের রোল,—পথের ধারে কত শিশু রোগের জ্বালায় ছটফট কচ্ছে, মুখে একফোঁটা জল দিতে কেউ নাই,—মৃতদেহ কবর দেবার লোক নাই, রাস্তার ধারে পড়ে পচছে,—শৃগাল শকুনি আনন্দে বিচরণ কর্চ্ছে। যাও নাদির ফিরে যাও,—দেখ গিয়ে ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়েছে, ভীম ঝঞ্ঝাবাত গুমরে গর্জ্জন কর্চ্ছে, তোমার রাজমুকুট খসে পড়ছে, তোমার সিংহাসন টলমল কর্চ্ছে—খোদার বজ্র তোমার মাথায় পড়বার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বতগহ্বরের সম্মুখ।

আহাম্মদ। এ দৃশ্য যে আর চোখে দেখতে পার্চ্ছি না হজরৎ। যে দিকে চাই শুধু হাহাকার আর অশ্রুজল।—জনাব, এ কি সেই ইরাণ?

মোল্লাবাসী। হাঁ আহাম্মদ, এ সেই ইরাণ। আজ খোদার ইচ্ছায় তার এই অবস্থা। সুখ দুঃখ সবই তাঁর বিধান, তাঁর নিয়ম। তবে কিসের ব্যাথা, কিসের শোক, কিসের অভিমান ভাই? সমস্ত কালিমার রেখা মুছে ফেল। মনে কর তুমি কেউ নও, তিনিই সব। তুমি তাঁর গোলাম।—তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ কর, আর্ত্তের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দাও, শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে মানুষকে ভালবাসতে শেখ।

আহাম্মদ। জনাব, আপনার দয়ার সীমা নাই। আপনি আমায় নূতন জীবন দান করেছেন।

(বুলবুল ও হানিফের প্রবেশ)

হানিফ। জনাব জনাব, এরই মধ্যে আপনারা আবার কোথায় যাচ্ছেন?—

মোল্লাবাসী। আমরা কিছুদূরে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় যাচ্ছি। কাল সন্ধ্যায় ফিরব। ভয় কি বাবা, তোমরা এখানে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান কর। আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আর্ত্তরক্ষার ভার তোমার। দেখো যেন কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন ত্রুটী না হয়। বিপন্নের জন্য আমাদের

দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকবে।—বুলবুল, রোগীদের পরিচর্য্যার ভার তোমার, দেখো যেন তাতে কোন ত্রুটী না হয়। চল আহাম্মদ।

হানিফ ও বুলবুল। জনাব, আদাব।

মোল্লাবাসী। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

(মোল্লাবাসী ও আহাম্মদের প্রস্থান—ভিন্ন দিকে হানিফ ও বুলবুলের প্রস্থান—)

(ছদ্মবেশে আকবরী ও গফুরের প্রবেশ)

আকবরী। তুমি ঠিক বলছ গফুর, আমাদের এত চেষ্টা বিফল হল? এরা সব ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিচ্ছে, তৃষিতকে জল দিচ্ছে, পীড়িতদের এইখানে এনে শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা কর্চ্ছে? তা'হলে এত পরিশ্রম করে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি করে লাভ হ'ল কি? তুমি কি ঠিক বলছ গফুর?

গফুর। হাঁ জাঁহাপনা।

আকবরী। গফুর, আমরা এই গহ্বরের অভ্যন্তরে গিয়ে দেখব তারা কি কর্চ্ছে।

গফুর। জাঁহাপনা, আমাদের এত নিকটে আসাই উচিত হয় নি—

আকবরী। আচ্ছা প্রয়োজন নাই। তুমি আর কি বলছিলে গফুর? সম্রাট নাদির—

গফুর। তিনি হিন্দুস্থান জয় করে ফিরে এসেছেন। সসৈন্যে কারমান পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছেন। বোধ হয় আজ সন্ধ্যায় কিম্বা কাল প্রভাতেই তিনি এই পথে ইস্পাহান যাত্রা করবেন।

আকবরী। অথচ আমরা কেউ প্রস্তুত নই। গফুর, অবিলম্বে সওয়ার পাঠিয়ে সৈফুদ্দিনকে জানাও, আমি ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেন সে কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করে। যদি আমার দ্বিতীয়

আদেশের পূর্ব্বে নাদির কুলি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় তবে তা'কে উপযুক্ত সম্মান দেখাবে, তার সঙ্গে পূর্ব্বের মত ব্যবহার করবে। তারপর আমি গিয়ে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিব।

গফুর। যো হুকুম জঁাহাপনা।

আকবরী। (স্বগতঃ)—রুষ এবং তুর্কীর সঙ্গে এখনো দ্বিতীয় সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হয় নি। মূর্খ সৈফুদ্দিনকে কেউ মানতে চায় না—তার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণও নয়। তবে? তবে আর প্রতিশোধ কি হ'ল? প্রজার হাহাকার?—তা'তে তো নাদির কুলির প্রাণে আনন্দ হবে। প্রজারা যদি বিদ্রোহী হয়,—এখনো হয় নি, হবে কি না সন্দেহ,—যদি হয়, তা দমন কর্ত্তে নাদিরের ক'দিন লাগবে?—গফুর, রুষ এবং তুর্কী—

গফুর। জঁাহাপনা, রুষ এবং তুর্কী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই দ্বিতীয় সন্ধিপত্রের আলোচনা কর্চ্ছিল। তারা যুদ্ধ করবেই, তা আমাদের সঙ্গেই হোক আর সম্রাটের সঙ্গেই হোক।

আকবরী। করবে?—তুমি ঠিক বলছ?

গফুর। আমি ঠিক বলছি জঁাহাপনা।

আকবরী। করুক আর না করুক, আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পার্চ্ছি না।—নাদির, তুমি যুদ্ধে মরা দূরে থাক, জয়ী হয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে ফিরে এসেছ। পথে দূষিত জল পান করে তোমার পীড়া পর্য্যন্ত হয় নি।—কিছু আসে যায় না। বড় দুঃখ রইল নাদির, যে মনের মত করে তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে পার্লুম না। তবু, তবু আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। এইখানেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমার সব উপায় ব্যার্থ হতে চলেছে—হোক।—শেষ এই পিস্তল আছে—(পিস্তল বাহির করণ)—একটি অঙ্গুলিচালনে তোমার মস্তিষ্কটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিব—দেখি কে তোমায় রক্ষা করে।

গফুর। জাঁহাপনা, কে আসছে একটু অন্তরালে চলুন।

আকবরী। তোমার এত ভয়!—আচ্ছা চল।

(উভয়ের প্রস্থান—নাদির ও তাহার পশ্চাতে দুইজন সেনানীর প্রবেশ)

নাদির। আমার সোনার ইরাণ আজ শ্মশান হয়েছে। চতুর্দ্দিক হতে গুপ্তচরমুখে ক্রমাগত একই সংবাদ পাচ্ছি—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন।—দেশের কোথাও এক ফোঁটা পানীয় জল নাই।

১ম সেনানী। জাঁহাপনা সন্ধ্যা হয়েছে—

নাদির। একি, তোমরা এখনো আমার সঙ্গে রয়েছ?—যাও, তোমরা অবিলম্বে শিবিরে যাও।

২য় সেনানী। জাঁহাপনা একাকী—

নাদির। যাও, আদেশ পালন কর।—(সেনানীদ্বয়ের প্রস্থান)—এ সব নিশ্চয় কারু ষড়যন্ত্রের ফল। তাইতো, কে এ কাজ কর্লে?—কার এতদূর স্পর্দ্ধা? সৈফুদ্দিন?—অসম্ভব। তার এতদূর সাহস হতেই পারে না। তবে কে?—রেজাকুলি? কিম্বা বেগম আকব্—না না, কেন সে এ কাজ করবে?

নেপথ্যে বুলবুল। গীত।

স্বপনে জাগে নয়নে,—
ধীরে ধীরে রবিছবি ডুবে যায় দূর গগনে।

নাদির। একি! কে গায়? অতি মধুর কণ্ঠস্বর।

নেপথ্যে বুলবুল।

গীত।

স্বপনে জাগে নয়নে,—
ধীরে ধীরে রবিছবি ডুবে যায় দূর গগনে।

নাদির। কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত! জীবনে গান কখনো শুনিনি।

(গাহিতে গাহিতে বুলবুলের প্রবেশ)

বুলবুল গীত।

স্বপন জাগে নয়নে,—
ধীরে ধীরে রবিছবি ডুবে যায় দূর গগনে।
কুসুমে ভূষিতা ধরা—
হিল্লোলে পরাগ-পূরিত সমীরণ পরাণ পাগল করা—
মরমে আঁকা সেই সুখের কুটীর মোর
হারায়ে এসেছি কোন গহন বনে!
নয়ন মেলি চাহি চারিধারে,—আঁধার হইয়া আসে দিশি,
ধরণী ঘুমায়ে পড়ে ভাবে বিভোরা, গভীর হইয়া আসে নিশি—
আমি অনিমেষ আঁখি আশায় চাহিয়া থাকি
দূর অতি দূর ওই ছায়াপথ পানে॥

নাদির। গায়িকা সুন্দরী বটে। যেমন রূপ তেমনি কণ্ঠস্বর।

(হানিফের প্রবেশ)

হানিফ। বুলবুল!

বুলবুল। কে?—হানিফ? তুমি কখন এলে ভাই?

হানিফ। আমি এইমাত্র এলুম। তুমি দেখতে পেলে না?

বুলবুল। না, আমি দেখতে পাইনি, আমি ভাবছিলুম।

হানিফ। (বুলবুলের হস্তধারণ পূর্ব্বক)—কি এত ভাবছিলে ভাই,—আমায় বলবে না?

নাদির। এ বালিকাকে আমার চাই। প্রভাতে সন্ধ্যায়, সময়ে অসময়ে এর মধুর সঙ্গীত আমার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক শীতল করবে।

হানিফ। বল ভাই কি ভাবছিলে,—আমায় বলবে না ?

বুলবুল। ভাবছিলেম ? সেই পুরাতন স্বপ্নের ছবি আবার আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল,—সেই অপরিচিত হারান বাপ মা সেই সুখের আবাস—

সরিফা। (নেপথ্যে)—হানিফ, বুলবুল, শীগ্‌গির ভিতরে আয়—আম্মি ডাকছে—

উভয়ে। যাই মা। (প্রস্থানোদ্যোগ ।)

নাদির। বালিকা, দাঁড়াও।

(উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল)

হানিফ। কে তুমি ?—কি চাও ?—

নাদির। বালিকা, তোমার আর এখানে থাকা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

বুলবুল। কোথায় যাব তোমার সঙ্গে ? কেন যাব ?

হানিফ। সৈনিকবেশী কে তুমি ?—কি চাও ? এ বালিকাকে তোমার কি প্রয়োজন ?— (দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারী ধারণ)

নাদির। কে আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ—আমি পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা। তোমরা চেননা আমায় ? আমি এই বালিকাকে চাই। এ আমার প্রাসাদে গায়িকা হবে। বালক, অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

(পশ্চাতে পা টিপিয়া টিপিয়া আকবরীর প্রবেশ)

আকবরী। উত্তম। নাদির কুলি, এইবার তোমাতে আমাতে—দেখি কে তোমায় রক্ষা করে।—(পিস্তল উদ্যত করিল—সহসা হানিফের প্রতি দৃষ্টি পড়িল)—একি !—মরি, মরি একি রূপ !

নাদির। বালক, শুনতে পাচ্ছ? অস্ত্র পরিত্যাগ কর। বালিকা, আমার সঙ্গে এসো।

আকবরী। প্রাতঃসূর্য্যপ্রতিম দীপ্যমান্ তেজোরাশীর মত কে তুমি পুরোষোত্তম? তোমার উন্মেষিত যৌবনের কান্তোজ্জ্বল মাধুরী-গরিমায় আমার নয়ন ঝলসে যাচ্ছে,—(নাদির শিশ দিলে দুই জন রক্ষী প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিল)—শত রোস্তমের বীরগর্ব্বখর্ব্বকারী তোমার ওই দৃষ্টির সম্মুখে আমি মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছি! আহা! আমি এমন যে কখনো দেখিনি।

(একদৃষ্টে হানিফের মুখপানে চাহিয়া রহিল)

নাদির। রক্ষীগণ!—

হানিফ। তুমি বাতুল!—কিন্তু কে তুমি?—তোমার মুখ আমি ভাল দেখতে পাচ্ছি না,—এই ক্ষীণ আলোকে তোমার পৈশাচিক আকৃতির অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখতে পাচ্ছি। কে তুমি?—না, সে তো জলে ডুবে মরেছে—

নাদির। সৈন্যগণ, এ বালকের অস্ত্র কেড়ে নাও।

হানিফ। সৈন্যগণ কেন, তুমি এসো।—দেখছ,এখানে সশস্ত্র আমি একা,—তুমি পিশাচ হও, শয়তান হও আর মানুষ হও, তুমিও একা আমার বিরূদ্ধে দাঁড়াও,—যুদ্ধ কর, দেখি কে হারে, কে জিনে। আমি খোদার গোলাম,—খোদার নামে এই আমি অস্ত্র উত্তোলন কচ্ছি,—সাধ্য থাকে আমার গতিরোধ কর।

নাদির। তবে তাই হোক।—এসো বালক যুদ্ধ দাও।

(উভয়ের যুদ্ধ—সরিফা ও ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। এ কি!

সরিফা। হানিফ, বুলবুল—

আকবরী। আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেম!—নাদির কুলি, এই নাও—

(নাদিরের মস্তক লক্ষ করিয়া গুলি করিল, কিন্তু হস্ত কম্পিত হওয়ায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া হানিফের হাতে লাগিল —আকবরী অবাক্ হইয়া রহিল)

হানিফ। উঃ—খোদা! খোদা!

(তরবারী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কব্জি দৃঢ়ভাবে বামহস্তে চাপিয়া ধরিল)।

নাদির। একি!

আকবরী। হুঁ—অদৃষ্টের পরিহাস!—(প্রকাশ্যে)—পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শাহের জয়। সম্রাট্, কার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে, কার সাধ্য তোমার কথার উপর কথা কয়?

নাদির। একে?—বেগম?—তুমি এখানে?

আকবরী। জাঁহাপনাকে অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছি।

নাদির। এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়—এর হাতে গুলি কর্লে কেন?

আকবরী। কি জানি, ঠিক বুঝতে পালুম না।

নাদির। সৈন্যগণ, এদের বন্দি করে নিয়ে চল।—(অকবরীর প্রতি)—চল, আমার সঙ্গে শিবিরে এসো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইস্পাহান—প্রাসাদের তোরণ।

(প্রহরীগণ দ্বারে দণ্ডায়মান—ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত নরনারীগণ হাহাকার করিতেছে।)

১ম পু। ওগো এক মুঠো চাল দাও,—একটুকরো রুটী,—আমরা ক'টী প্রাণী আজ তিন দিন না খেয়ে আছি।

২য় পু। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেল—একফোঁটা জল নাই।—ঝর্ণার জল সব খারাপ,—যে খাচ্ছে সেই মর্চ্ছে। দোহাই তোমাদের, এর উপায় কর।

১ম প্রহরী। এই হট্ যাও। হুজুর অভি আরাম কর রহেঁ হ্যায়। ইহা শোরে না মচাও।

১মা নারী। ওগো, কোথায় যাব গো? সেপাইরা আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে—দু'টী শিশু নিয়ে অনাথা বিধবা পথে দাঁড়িয়েছি।

২য়া নারী। ওগো, আমার সব গেছে।—গাঁকে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাচ্ছে—ব্যায়রাম হচ্ছে অষুদ নাই—আমাদের অষুদ দাও।

২য় প্রহরী। আবে শুনতা নেহি? ভাগো ইঁহাসে।

(একটী বালিকা ছুটিয়া আসিয়া এক নারীর অঞ্চল ধরিল)

বালিকা। এই দেখ মা পেয়েছি,—একটা কুকুর এই রুটীখানা মুখে করে যাচ্ছিল—কেড়ে নিয়েছি।

কতিপয়। (চিৎকার করিয়া)—আমরা যাব না—আমরা যাব না—আমরা প্রতিকার চাই।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ)

সেনানী। এরা কারা?—কি চায়?

১ম প্রহরী। এরা সব প্রজা। কেউ চাই রুটী, কেউ চাই জল, কেউ চাই দাওয়াই, কত আর বলব হুজুর ?

সেনানী। হটাও ইঁহাসে।

প্রহরীগণ। (ধাক্কা দিতে দিতে)—ভাগো সব, চলো ইঁহাসে।

(কতিপয় উত্তেজিত নরনারীর প্রবেশ)

সকলে। (হল্লা করিতে করিতে)—রাজদ্বারে প্রতিকার নাই—আমরা শুনব না আমরা বিদ্রোহ করব, আমরা বিদ্রোহ করব—ভেঙে ফেল এই রংমহাল, এই পাপের পাহাড়—নখে করে এক একখানা ইঁট খুলে ফেল—সেপাইদের হাতিয়ার কেড়ে নাও—কয়েদীদের খালাস করে দাও —এই জল্লাদদের ধরে শূলে দাও,—তোষাখানা লুঠে নাও—(ইত্যাদি)

(সেনানী ভেরীনিনাদ করিলে কতিপয় সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ)

সেনানী। হটাও এ লোগকো।

(সৈনিকেরা উত্তেজিত নরনারীগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল—সৈফুদ্দিনের প্রবেশ।)

সৈফুদ্দিন। ক্ষান্ত হও। ফটক বন্ধ করে দাও, প্রাচীরের উপর থেকে গুলি চালাও।

(মুহূর্ত্তমধ্যে আদেশ পালিত হইল—পরমুহূর্ত্তে বহু বন্দুকের শব্দ—জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"উঃ হু—হু"—কেহবা—"বাপরে খুন কর্লে" বলিয়া পলায়ন করিল—কেহবা আহত হইল —অবশিষ্ট চিৎকার করিতে লাগিল—"অমরা জান দেব তবু প্রতিকার না নিয়ে যাব না।"—মোল্লাবাসী ও আহাম্মদের প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। ভাইসব, কিছু কর্ত্তে হবে না। আমার সঙ্গে এসো—আমি তোমাদের খাদ্য প্রদান করব, পানীয় জল দেব, রোগের চিকিৎসা করব। আহাম্মদ, তুমি এদের ভার গ্রহণ কর।

১মা নারী। এ কে? হজরৎ!—আপনি কি বেহেস্ত হতে ফিরে এসেছেন।

সকলে। আর ভয় নাই, আর ভয় নাই—হজরৎ ফিরে এসেছেন,—আমাদের দুঃখু দেখে বেহেস্ত হতে ফিরে এসেছেন।—চলুন চলুন, আমাদের দুঃখু দূর করবেন চলুন। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত রাজসভা।

সৈফুদ্দিন ও ওমরাহগণ উপবিষ্ট—নর্ত্তকীগণ দণ্ডায়মানা।

সৈফুদ্দিন। নাচ, গাও, আমোদ কর। পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা পূর্ব্বদিক্ জয় করে ফিরে আসছেন—তাঁর যথোচিত সম্বর্দ্ধনা কর।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আজু মধু যামিনী মধুর সমীরণে ভেসে আসে মধুমাখা গান—
মাধুরীপরশে বিহ্বল হরষে, শিহরিয়া উঠেগো পরাণ!—

(নাদিরের প্রবেশ)

সকলে। পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শাহের জয়।

নাদির। এসব কি হচ্ছে সৈফুদ্দিন?—এসব নৃত্যগীত কিসের?

সৈফুদ্দিন। জাঁহাপনার অভ্যর্থনার জন্য এই নৃত্যগীতের আয়োজন।

নাদির। আমার অভ্যর্থনার জন্য?—ভাল, তোমরা কি গাইছিলে গাও।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আজু মধু যামিনী মধুর সমীরণে ভেসে আসে মধুমাখা গান—
মাধুরীপরশে বিহ্বল হরষে, শিহরিয়া উঠেগো পরাণ!
নুপুর-নিক্কন অপাঙ্গে-ভঙ্গে, উছলিত আকুল রঙ্গ-তরঙ্গে,
ফুলহার কুঙ্কুম মৃগমদগন্ধে বয়ে যায় তৃষার তুফান—
অধরে অধরে সুধা লহর খেলিয়া যায় সোহাগে অধরে কর পান।
বঁধুয়া, তুহারি পুলক মাখি গায় লুটায়ে পড়িছে তব পায়
চঞ্চল চিতখানি,—তোমারি আপন মানি তুমি তুলে লও রাখ মান,—
সরম ভরম বাঁধ আর যে বাঁধিতে নারি হিয়ায় হিয়ায় বাড়ে টান॥

নাদির। আচ্ছা, তোমরা যাও। (নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

নাদির। এ আবার গান! সৈফুদ্দিন, আমার অভ্যর্থনার জন্য তুমি এই সঙ্গীতের আয়োজন করেছ?

সৈফুদ্দিন। জঁাহাপনা, এরা রাজধানীর শ্রেষ্ঠা গায়িকা।

নাদির। বটে?—তাহ'লে বাধ্য হয়ে বলতে হয় রাজধানীতে গায়িকা নাই,—শুনবার উপযুক্ত গানও নাই।

সৈফুদ্দিন। জঁাহাপনা!

নাদির। কি, আশ্চর্য্য হচ্ছ?—ভাবছ কি আমি রহস্য কচ্ছি? তুমি কি জাননা আমি কখনো কারু সঙ্গে রহস্য করি না? আমি সত্য বলছি, তোমরা শোনবার যোগ্য গান কখনো শোননি, আমিও পূর্ব্বে কখনো শুনিনি। কাল পথে আসতে আসতে হঠাৎ শুনে ফেলেছি। শুনবে সৈফুদ্দিন?—আমি তোমাদের শোনাব।—(জনৈক রক্ষীর প্রতি) —তুমি যাও, আমি যাদের বন্দি করে নিয়ে এসেছি, তা'দের মধ্যে এক বালিকা আছে। তা'কে এখানে হাজির কর।—(রক্ষীর প্রস্থান)— আমি ঠিক বলছি সৈফুদ্দিন, এমন গান তোমরা কেউ কখনো শোননি—

সারা জীবনে কখনো শুনবেও না। সে মানুষের গানের মত মোটেই নয়। সে গান একবার শুনলে কখনো ভুলতে পারবে না। তা'তে কথা এবং সুর ছাড়াও এমন কিছু আছে, যা প্রাণের ভিতর ছুরিকার মত গিয়ে বিদ্ধ হয়, ঝটিকার মত আঘাত করে, বিদ্যুতের মত চিন্তারাশি ঝল্সে দিয়ে যায়,—আবার বজ্রের মত বিস্মিত চমকিত স্তম্ভিত করে দেয়।

(বুলবুলকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। কে এই বালিকা?—এর মুখ যেন পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে।—একি! সহসা মন এত চঞ্চল হচ্ছে কেন?—না ও কিছু নয়—আমার মনের দুর্ব্বলতা মাত্র।

নাদির। বালিকা, আমরা তোমার গান শুনব।

বুলবুল। আমি তো এখন গান গাইতে পারব না।

নাদির। কেন?

বুলবুল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। আমার যখন ইচ্ছা হয় তখন কেউ না বল্লেও, কাছে শুনবার কেউ না থাকলেও গান গাই। আবার যখন ইচ্ছা না হয় তখন মাথা খুঁড়লেও একটী গানের একটী সায়েরী আমার মনে আসে না।

নাদির। এখন কেন ইচ্ছা হচ্ছে না?

বুলবুল। তা কি জানি?—তবে বোধ হয়—বোধ হয়—

নাদির। বল—বোধ হয়—কি?

বুলবুল। আমি যত গান জানি সব সুখের গান। তা গাইতেও সুখ, শুনতেও সুখ। দুঃখের লেশমাত্র তা'তে নাই। সম্রাট্, আজ তোমার হুকুমে আমার মা, ভাই, আর আমি কারাগারে পচছে—বুঝি তাই আমার গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে না।—শুধু কান্না পাচ্ছে, চোখের জলে দুনিয়া ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

নাদির। বালিকা, তুমি গান গাও। যদি তুমি আমায় সন্তুষ্ট কর্ত্তে পার তবে হয়তো আমি তাদের মুক্ত করেও দিতে পারি।

বুলবুল। পার, কিন্তু দেবে কি?—দেবে?—বেশ, তবে আমি গাই, তোমরা শোন।—

গীত।

বুলবুল।—

মেরে দরদে জীগর কি তু' হায় দাওয়া—
মুঝে জলদীসে সরবতে ওয়াস্‌লে পিলা—
ইয়া হবিবে খোদা! ইয়া হবিবে খোদা!
ইয়ে তমন্না খোদাসে হায় মেরে নবী,
জুদা হো বদনসে ইয়ে রুহ্ যভি—
হো জাবানসে ইয়ে কলমা কলাম আদা—
ইয়া হবিবে খোদা! ইয়া হবিবে খোদা!
কোই তুমসা হুয়া হায় না হোগা কভি,
হুই তুম্‌পর রিসালৎ খৎমে নবী,
বনে আপকে বাস্তে আরজো সমা
ইয়া হবিবে খোদা! ইয়া হবিবে খোদা!
তুম্‌হি বাদ খোদাকে হো সবসে কলাঁ,
তুম্‌হি সারে জাহানকে হো জলবা নমাঁ,
শবে এস্‌রাকা কিস্‌সা হো কিস্‌সে বয়াঁ
ইয়া হবিবে খোদা! ইয়া হবিবে খোদা!

(বুলবুল গাহিতেছিল—নাদির চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ধীরে, অতি ধীরে অথচ দৃঢ়পাদবিক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার দক্ষিণহস্ত বুলবুলের কণ্ঠের দিকে প্রসারিত—হস্তের অঙ্গুলিসকল আকুঞ্চন-প্রসারণ-রত—যেন বুলবুলের কণ্ঠ চাপিয়া

ধরিবে—বামহস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। নাদির প্রায় বুলবুলের নিকট উপস্থিত হইয়াছে—তাহার হস্ত প্রায় বুলবুলের কণ্ঠ স্পর্শ করে—এমন সময় গান থামিয়া গেল, নাদির চমকিয়া উঠিল—যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল—অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আসনে আসিয়া উপবেশন করিল)

নাদির। বালিকা, এ গান তুমি কোথায় শিখেছিলে?

বুলবুল। আমার মা আমায় শিখিয়েছেন।

নাদির। তোমার মা শিখিয়েছেন?—এ শিক্ষা ভুলে যাও বালিকা। এ সব ভুল, ভুল—তোমায় এ সব গান ভুলে যেতে হবে।

বুলবুল। কি ভুল জাঁহাপনা?—কি আমায় ভুলে যেতে হবে?—

নাদির। নবী ভুল, খোদা ভুল, সর্ব্বশক্তিমান ভুল,—ঈশ্বর নাই। পৃথিবীতে হয়তো কোন কালে ঈশ্বর নামে একজন ছিল,—সে তার কাজ করে দিয়ে ফুরসুৎ নিয়েছে—এখন আর তার থাকবার কোন প্রয়োজন নাই। তবু যদি খোদা বলে কারু পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাও তবে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়, যদি সর্ব্বশক্তিমান বলে কারু বন্দনা কর্ত্তে চাও,—আমার বন্দনা কর!—তুমি যা প্রার্থনা কর, যে বর চাও আমি তোমায় দেব।

বুলবুল। পুণ্য এবং স্বর্গ?—

নাদির। কবির কল্পনা—গাঁজাখুরি গল্প। আমার আশ্রয় যারা গ্রহণ করে তাদের ও সব জিনিসের প্রয়োজন হয় না।

বুলবুল। তুমি কি মাতাল?—নেশা করেছ? উন্মাদ?—বুদ্ধি-বৃত্তি হারিয়ে ফেলেছ?—না তুমি শয়তান যে ঈশ্বরের নামে নিজেকে অভিহিত কর্চ্ছ? হায় মূর্খ, রোগ শোক জরা জন্ম মৃত্যুর অধীন ক্ষুদ্র জীব তুমি—তুমি ঈশ্বর? একটি বৃশ্চিক দংশনের যাতনা তুমি সহ্য কর্ত্তে পার না, একটা সাপ দেখলে আঁৎকে ওঠ, একটা বজ্রাঘাতে তোমার

ক্ষুদ্র জীবনের সূক্ষ্ম সূত্রটুকু ছিঁড়ে গিয়ে ধূলোর জিনিস ধূলোয় মিশিয়ে যাও—তুমি ঈশ্বর?—

নাদির। হাঁ আমিই ঈশ্বর। তোমায় বলতে হবে, স্বীকার কর্ত্তে হবে—আমিই ঈশ্বর। যদি আমার চেয়ে শক্তিমান দুনিয়ায় কা'কেও খুঁজে পাও—যদি পরীক্ষায় সত্যসত্যই প্রমাণ হয় সে আমার চেয়ে শক্তিমান—তাকে খোদা বলে মান্য কর, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যতক্ষণ তা না পাবে, ততক্ষণ হয় খোদার আসন শূন্য থাকবে, নতুবা আমাকেই খোদা বলে মানতে হবে।

বুলবুল। হাঁ, আমি খোদা বলে মানব তোমায়, যদি তুমি একটা দুনিয়া সৃষ্টি কর্ত্তে পার, চন্দ্র সূর্য্য গড়তে পার, পাহাড়ের পাথর ফুঁড়ে ঝর্ণা নাবাতে পার। তোমার শক্তি সম্রাট?—কতটুকু তোমার শক্তি? ওই দু'টী ক্ষীণ বাহু নিয়ে তুমি কি শক্তির বড়াই কর? আমার খোদার শক্তি অসীম অনন্ত।—ঝটিকামথিত সাগরের তরঙ্গভঙ্গ, আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুপ্রবাহ, দাবানলের ভীষণ বুভুক্ষা তাঁর শক্তি-সাগরের ক্ষুদ্রতম বিন্দু। ওই সূর্য্য তাঁর জ্যোতির কণামাত্র বহন করে প্রতিদিন ধরণীর অন্ধকার দূর করে, তাঁরই আদেশে মেঘ বারি বর্ষণ করে, ধরণী শস্য প্রদান করে, তটিনী দেশ ধৌত করে। শুধু তাই নয়, তিনি দয়ার সাগর—যে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি তাঁর, যে তাঁকে পরিত্যাগ করে যেতে চায় তিনি তাঁরও। তিনি সবাইকে কোলে তুলে রেখেছেন। আজ তুমি বড় হয়েছ সম্রাট্—খোদাকে চেন না? যখন তুমি শিশুটী ছিলে, কে তোমায় বাঁচিয়েছিল?—কে তোমার মায়ের বুকে অমৃতের প্রস্রবণ খুলে দিয়েছিল? তিনি না? তুমি আমায় বর দিতে চাইছ সম্রাট্?—আমি তাঁর কাছে প্রতিদিন বর পাচ্ছি। তোমার বরে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁর কাছে বর মাগ সম্রাট্, যেন তিনি তোমার

ভ্রান্তি দূর করেন, তোমার অন্ধ নয়নে দৃষ্টি প্রদান করেন, তোমাকে চরণে স্থান দেন।

নাদির। (চিন্তিত ভাবে)—তুমি সত্য বলছ?—খোদা অলীক একটা কল্পনা নয়?—তিনি আছেন?—তিনি শক্তিমান? কৈ, এমন স্পষ্ট ভাষায় তো একথা আমায় কেউ কখনো বলে নি। হ্যাঁ, একজন বলেছিল—বৃদ্ধ মোল্লাবাসী।—কিন্তু—আচ্ছা, আমি যদি এই মুহূর্ত্তে তোমায় হত্যা করি, সে এসে তোমায় বাঁচাতে পারে? যদি তোমায় কোন কঠিন শাস্তি দি, সে তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারে?—

বুলবুল। তুমি আমায় হত্যা করবে?—তুমি আমায় শাস্তি দেবে?—তোমার সাধ্য কি?—তিনি যাকে রাখেন সেই থাকে, তিনি যাকে মারেন সেই মরে।—তুমি কে?—কেউ নও।

নাদির। তাই কি?—সত্যই কি আমি কেউ নই?—না না, মিথ্যা কথা। আমি পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা—এই পৃথিবীতে আমিই সর্ব্বশক্তিমান। এ কি!—কে প্রাণের ভিতর থেকে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে—"না—না!"—না? আচ্ছা আমি আজ পরীক্ষা করব। যদি কেউ এই বালিকাকে আমার হাত হতে রক্ষা, কর্ত্তে পারে বুঝব খোদা বলে কেউ আছে। সৈফুদ্দিন,—

সৈফুদ্দিন। জাঁহাপনা।—

নাদির। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে এই বালিকাকে আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত করবে। বালিকা, তুমি খোদাকে বিশ্বাস কর—আমি করি না। যদি তুমি এখনো মত পরিবর্ত্তন কর, আমার কাছে নতজানু হয়ে বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সবাইকে মুক্তি দেব। নতুবা আমার আদেশ বহাল থাকবে। বল কি বলতে চাও?—

বুলবুল। খোদা! খোদা! মেহেরবান! এ কি ভীষণ পরীক্ষা!—

না না, তুমি আছ—আছ—আছ।—সম্রাট্, আমার খোদা আমায় রক্ষা করবেন।

নাদির। তবে যাও,—একে আপাততঃ কারাগারে নিয়ে যাও।—(সহসা বাহিরে বন্দুকের শব্দ—একটী গুলি আসিয়া নাদিরের বাহুমূলে লাগিল—নাদির চমকিত হইল—পর মুহূর্ত্তে যাতনায় মুখ বিকৃত করিয়া আহত স্থান চাপিয়া ধরিল—পর মুহূর্ত্তে উন্মত্তের মত চিৎকার করিয়া উঠিল)—সরফরাজ, বাইরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দাও,—একটি প্রাণীও যেন না পালাতে পারে। আমি দেখতে চাই কে আমায় আঘাত কর্লে। এতদূর স্পর্দ্ধা! আমারই প্রাসাদে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগৃহের কক্ষ।

হানিফ ও আকবরী।

আকবরী। তোমার হাতে গুলি করেছিলুম বলে আমার উপর রাগ করেছ হানিফ?—কি করব, নসীবের পরিহাস! আমি গেছলুম নাদির কুলিকে হত্যা কর্ত্তে,—কি জানি কেমন হাত কেঁপে উঠলো, গুলিটা তোমার হাতে গিয়ে লাগল। এতে আমার কি দোষ? যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে হানিফ, আমায় ক্ষমা কর। দেখ, আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারী,—রূপে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে আমার মত দুনিয়ায় আর কে আছে?—আমি তোমার কাছে মাফ্ চাইছি—আর তুমি কি চাও?

হানিফ। কি বলছ তুমি? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আকবরী। আমার চোখে চোখে চাও হানিফ—দেখ, এমন চোখ তুমি কখনো দেখেছ কি? মেঘের কোলে বিদ্যুৎ,—সে কি এর চেয়ে সুন্দর? আমার মুখখানি,—তাম্বুলরাগরক্ত সুধার আধার এই অধর—দেখ দেখ হানিফ,—এ কি তোমার মনে ধরে না? মুখ ফিরিয়ে থেকো না হানিফ,—ফিরে চাও,—দেখ, ঘন-কম্পিত এই উদার বক্ষঃস্থল, ললিত লাবণ্যের লীলাভূমি,—শত বসন্তের কমনীয় কান্তি যার কাছে লজ্জায় ম্লান হয়ে যায়—তোমারই প্রেমের হিল্লোলে উঠছে পড়ছে—তোমারই একটী আলিঙ্গনের আশায় বুভুক্ষিত হয়ে আছে। ফিরে চাও হানিফ,—দেখ, এই আমি জীবন্ত প্রেমের প্রতিমা তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি—বল হানিফ, রূপের দরিয়া উথলে আসছে না?—কল্পনার কাম্যকুঞ্জে কোটী বসন্তের কান্ত কৌমুদী তোমার প্রাণের পরতে পরতে গিয়ে আঘাত কচ্ছে না?—এই নিটোল যৌবনের দীপ্ত মাধুরী তোমার যৌবনকে জাগিয়ে তুলছে না? আমি তোমার। আমায় বুকে নাও হানিফ, আমায় তুলে নাও, আমায় লুঠে নাও,—মুখের কাছে সুধাভাণ্ড তোমার, অন্ধের মত তা পেয়ে হারিও না।

হানিফ। স্তব্ধ হও নারী। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা! কি লজ্জা! ইরাণের রাজরাজেশ্বরী তুমি, দীন প্রজার মাতৃস্বরূপিণী। তোমার মুখে এ কি কুৎসিৎ আলাপ? আমায় যা শুনতে লজ্জা হচ্ছে, সে কথা মুখে আনতে তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হচ্ছে না?—খোদা! খোদা! মেহেরবান! কত পাপ করেছি আমি যে তুমি আমায় জীবন্তে এই নরক ভোগ করাচ্ছ! আমায় অন্ধ করে দাও প্রভো, আমায় বধির করে দাও, —যেন আর এই পাপিয়সীকে চোখে দেখতে না হয়—এর পাপকথা কাণে শুনতে না হয়।

আকবরী। হানিফ! হানিফ! আমি তোমার,—তুমি আমায় ঘৃণা

করো না, তুমি আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিও না। তুমি জান কি হানিফ, আমি তোমার জন্য কি করেছি?—তোমার মাকে এবং ধাত্রীকে আমি মুক্ত করে দিয়েছি। তারা আমার আশ্রয়ে নিরাপদে আছে। তোমারই জন্য আমি মূর্খ নাদির কুলির সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করে রেখে এসেছি। সে তার বুকের রক্ত জল করে যে সাম্রাজ্য জয় করেছে, তা তোমার চরণে অঞ্জলি দেব বলে ডালা সাজিয়ে রেখে এসেছি। আজ তুমি আমার হও হানিফ, কাল প্রভাতে তুমি দুনিয়ার বাদশাহ্ হবে।

হানিফ। কি বলছ তুমি নারী?—বাতুলের মত কি প্রলাপ বকছ?

আকবরী। না হানিফ, আমি সত্য বলছি।—আমি মূর্খ নাদির কুলির সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করে বেখে এসেছি। আজ রাত্রিতেই তার দুনিয়ার খেলা শেষ হবে। আমি তার পানপাত্রে বিষ ঢেলে রেখে এসেছি। তোমার আমার মিলনে সেই একমাত্র অন্তরায়।—তোমায় আমি সিংহাসনে বসাতে চাই, পথে সেই একমাত্র কণ্টক।—তাই তোমার কাছে আসবার আগে তা'কে উন্মূলিত করবার উপায় করে রেখে এসেছি।

হানিফ। কি উপায় করেছ?—হত্যা?—

আকবরী। হাঁ, হত্যা—তোমারই জন্য—দোষ কি তা'তে? এই নাদির কুলি কত লোককে হত্যা করেছে জান? কত নারীর সর্ব্বনাশ করেছে তার খবর রাখ? কত শিশুকে গলা টিপে মেরেছে ধারণা কর্ত্তে পার?

হানিফ। সে বিচার করবার তুমি আমি কে?—খোদা আছেন—

আকবরী। খোদা?—আছেন?—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কে খোদা? কোথায় খোদা? দেখাতে পার আমায় একবার?—গোটাকত কথা শুনিয়ে দি। খোদা আছেন,—বটে?

হানিফ। তুমি খোদা মান না

। মানতুম এককালে—এখন আর মানি না। পরীক্ষা করে দেখেছি খোদা নাই। যদি থাকে তবে সে দুর্ব্বল মুমূর্ষু অকর্ম্মণ্য—তার থাকা না থাকা সমান।

হানিফ। কি পরীক্ষা করেছ?—

আকবরী। বহু পরীক্ষা করেছি হানিফ, বহু খুঁজেছি, খোদাকে কোথাও দেখতে পাই নি। যেখানে দেখব আশা করেছি সেইখানেই দেখছি সর্ব্বশক্তিমান শয়তান অক্ষুণ্ণ প্রতাপে তার সাম্রাজ্য শাসন কচ্ছে। আমার জীবনের প্রতিদিন খুঁজছি, কৈ, দেখতে পাচ্ছি না তো। এই নাদির কুলি ছিল গরীবের ছেলে আর আমি ছিলুম গরিবের মেয়ে। পথে নদীর ধারে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে আমায় বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—ভেবেছিলুম সে দেবদূত। সেদিন মনে মনে বলেছিলুম "খোদা তুমি আছ।" কিন্তু তারপর দেখলুম সে শয়তান—আমার বাবার কাছ থেকে সে আমায় কেড়ে নিলে,—তারপর—যাক, সে সব পুরাতন কথায় ফল কি? হানিফ, আমি স্থির বুঝেছি খোদা নাই।

হানিফ। তুমি নিতান্তই অভাগিনী। কিন্তু—কিন্তু—তুমি কে?—আর এই সম্রাট নাদিরই বা কে?—কোথায় নদীর ধারে তোমাদের পরিচয় হয়েছিল?—সেদিন কি তাকে একাকীই দেখেছিলে?—আর কেউ তার সঙ্গে ছিল না?—বল, বল—একটি ছোট ছেলে—তার ভাই—আর একটি মেয়ে—তার বোন? বল—তোমার কি মনে পড়ছে না?—বেশ ভাল করে মনে করে দেখ দেখি—সেই ছোট ছেলেটাকে কি তুমি কোলে নিয়েছিলে?—সে কি তোমায় দিদি বলে ডেকেছিল?

আকবরী। তুমি কি করে জানলে?—তুমি—তুমি—তুমি কে?—

হানিফ। আমি সমসের—তুমি কে?—তুমি কি আকবরী?—

আকবরী। (সহসা বজ্রাহতার ন্যায় দুই হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিল—মুখ তুলিয়া একবার হানিফের চোখে চোখে চাহিয়া পর মুহূর্ত্তে চক্ষু নত করিল)—তুমি—তুমি—না না—আমি নই—আমি নই— (বেগে প্রস্থান)

হানিফ। হায় অভাগিনী! তোমার মত দুঃখিনী বুঝি দুনিয়ায় আর নাই। আর তুমি,—প্রথম দর্শনেই আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার সেই দাদা নাদির। কিন্তু হায়, কি হতভাগ্য তুমি!—এত উচ্চে উঠেও এত নিম্নে! না না, তোমায় আমি ডুবতে দিব না—তোমায় আমি ডুবতে দিব না। খোদার দয়ায় আমি তোমার চোখ খুলে দিব, তোমার উদ্ধার সাধন করব। (বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

সৈফুদ্দিনের কক্ষ।

সৈফুদ্দিন। উঃ কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! এখনো গা শিউরে উঠছে। তাইতো আমি যে বুঝতে কিছুই পার্চ্ছি না। তা'কে তো আজ কত বৎসর দুনিয়া থেকে বিদায় করেছি, নিজের হাতে পিস্তল দিয়ে গুলি করেছি—সন্দেহের কোন কারণ নাই। তবে সে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একদিন কোত্থেকে এসে উপস্থিত হয়! আমি ঠিক দেখেছি সে এসেছিল—সেই কাপড় পরণে, সেই মুখ চোখ, সেই আলু-থালু চুল,—সব সেই। সে এসেছিল—আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।—

কি যেন বলতে চায়—ঠোঁট নড়ে অথচ কথা ফোটে না। ডাকলুম—সাড়া দিলে না,—ধর্ত্তে গেলুম একটু সরে দাঁড়াল,—পেছু পেছু সারা ঘরময় ছুটে বেড়ালুম কিন্তু ধর্ত্তে পাল্লুম না।—দেখতে দেখতে হঠাৎ হাওয়ায় মিশিয়ে গেল! এ কি আশ্চর্য্য!—হসিনা! হসিনা! তুই কোথায়?—স্বর্গে কি নরকে?—সেখান থেকে আসতে যেতে পারিস—তবে কথা কইতে পারিস না কেন?

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কারাগার হতে সেই বালিকাকে নিয়ে গিয়ে সম্রাটের শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

সৈফুদ্দিন। উত্তম, যাও।—(ভৃত্যের প্রস্থান)—যাই, আমিও একটু বিশ্রাম করিগে।— (প্রস্থান)

(সরিফা ও ধাত্রীর প্রবেশ)

সরিফা। যাব।—ডাকব?—

ধাত্রী। না না,—একটু দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর। যেন বড্ড ছুট্‌ফট্‌ কর্চ্ছিল, যেন আপন মনে কি বকছিল। ওই, আবার আসছে—চল একটু অন্তরালে যাই, দেখি কি করে।

(অন্তরালে অবস্থান)

(সৈফুদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। আবার—আবার এসেছিল। আগে ঘুমুলে পর আসত এখন জেগে থাকতে থাকতেই আসতে সুরু করেছে। যেন কি বলতে চায়, যেন কোন বিষয়ে আমায় সতর্ক করে দিতে চায়—অথচ কথা ফোটে না। হসিনা! হসিনা! কি তুই আমায় বলতে চাস?—বলে চলে যা। আর যদি না বলতে পারিস তবে ফিরে যা—যে

জাহান্নম থেকে এই ব্যর্থ সংবাদ বহন করে আমার কাছে আনা-গোনা কর্চ্ছিস তা সেইখানে ফিরিয়ে নিয়ে যা—আর আনিস নে।

(সহসা হসিনার প্রোজ্জ্বল ছায়ামুর্ত্তি দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া উঠিল)

ওই,—ওই—আবার—আবার এসেছ—(একদৃষ্টে মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল)—

ধাত্রী। স্বপ্ন দেখছে—নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। আমি পরিষ্কার শুনেছি হাসিনা হাসিনা বলে ডাকছিল।

সৈফুদ্দিন। আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে,—আমায় এক লহমাও সুস্থির থাকতে দেবে না। হাসিনা! হাসিনা! বেঁচে থেকে তুই আমার সঙ্গে বেইমানি করেছিলি আবার মরে গিয়েও আমার উপর এই উপদ্রব কর্চ্ছিস!

(সহসা হাসিনার ছায়ামূর্ত্তির পার্শ্বে একটু দূরে দেয়ালের গায়ে জুলফিকারের ছায়ামূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল)—

সৈফুদ্দিন। একি!—তুমি আবার কে? কে,বৃদ্ধ জুলফিকার আলি? উঃ, এর মুখপানে চাইতে পাচ্ছি না যে! তুমি এ সময় আবার কেন বৃদ্ধ? তুমি কি চাও? আমি একজনের জ্বালায় অস্থির হয়েছি—এখন আমায় বিরক্ত করো না-(হসিনার ছায়ামুর্ত্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) ওই দেখ—দেখেছ? ও একাই আমায় পাগল করে দিতে পারবে, তোমায় আসবার দরকার হবে না—তুমি যাও। ওকি, তুমিও কিছু বলতে চাও? কি বলতে চাও তোমরা দু'জনে? ওকি!—তুমি মৃদু মৃদু হাসছ কেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—হায় হায়, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।—হায়! যদি কেউ আমায় বুঝিয়ে দিত, যদি কেউ আমায় বুঝিয়ে দিত! এমন কি কেউ নাই যে এদের ভাষা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারে?—(নিজের চুল ছিঁড়িতে লাগিল)

সরিফা। আম্মি—

ধাত্রী। চুপ,—দাঁড়াও দেখ কি করে।

সৈফুদ্দিন। বলবে না—এরা কিছুতেই বলবে না। না না, বলতে হবে।—আমি সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ, আমি আদেশ কচ্ছি—তোমাদের বলতে হবে। শীঘ্র বল—শীঘ্র বল।—কি, তবু বলবে না? বেশ, তবে দেখ আমি তোমাদের আজ কি দশা করি—(পিস্তল দ্বারা প্রথমে হাসিনাকে পরে জুলফিকারকে কয়েকবার গুলি করিল—ছায়া—মূর্ত্তিদ্বয় অদৃশ্য হইল) কোথায় গেল?—কোথায় লুকাল?—পালিয়েছে। আমি সেনাপতি সৈফুদ্দিন বেগ,—আমার ভয়ে পালিয়েছে। বেশ হয়েছে, আমি আর তাদের দেখতে চাই না।

(গমনোদ্যোগ—সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল—চারিদিকে দেয়ালে হসিনা ও জুলফিকারের কতিপয় ছায়মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল)

সরিফা। একি! খামখা ফিরে দাঁড়াল কেন?

সৈফুদ্দিন। একি!—কে হাসলে?—কে হাসলে?—না না, আমি আর চাইতে পাচ্ছিনা।—তোমরা—তোমরা চলে যাও—এই মুহূর্ত্তে চলে যাও—আমার রেহাই দাও। আমি চাইনা তোমাদের কথা বুঝতে, চাইনা তোমাদের মুখ দেখতে,—আমার রেহাই দাও—আমার রেহাই দাও।—

(দুইহস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া পলায়নোদ্যোগ—ছায়ামূর্ত্তি সকল অদৃশ্য হইল)

সরিফা। সৈফুদ্দিন!——

সৈফুদ্দিন। কেও?—কে কথা কয়?—এই তো বেশ পরিষ্কার কথা কইছে! কে তুই?—হাসিনা? বল. বল, শীঘ্র বল, তুই আমায় কি বলতে চাস। না, তুই তো হাসিনা নোস। তবে—তবে কে তুই?

সরিফা। আমি সরিফা।

সৈফুদ্দিন। সরিফা?—সরিফা?—কে সরিফা?—বড় পরিচিত নাম—অথচ মনে পড়ছে না।

সরিফা। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ'না সৈফুদ্দিন?—আমি অভাগিনী হসিনার ভগ্নী।

সৈফুদ্দিন। হাঁ হাঁ—মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি কি জীবিতা না মৃতা?—না না তুমি মৃতা। নইলে তুমি এই রাত্রিকালে এখানে কেমন করে আসবে? কিন্তু তুমি তো বেশ কথা কইছ, তবে ওই হসিনা কথা কইতে পারেনা কেন?—ওই বুড়ো জুলফিকার পারেনা কেন?—

সরিফা। আমি মৃতা নই সৈফুদ্দিন, আমি জীবিতা।

সৈফুদ্দিন। জীবিতা?—বেশ, এখানে কি কর্ত্তে এসেছ?—কি চাও তুমি আমার কাছে?

সরিফা। আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

সৈফুদ্দিন। কি প্রয়োজন?

সরিফা। পুণ্যবতী হসিনার ভাষা তুমি বুঝতে পারনি—আমি তোমায় বুঝিয়ে দিতে এসেছি।

সৈফুদ্দিন। তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে এসেছ?—তুমি জান?—তুমি বুঝেছ?—বল—বল কি তুমি বুঝেছ?—বল হাসিনা আমায় কি বলছে?

সরিফা। হাসিনা বলছে—আজ তুমি আজ তুমি আর এক মহাপাপ করেছ। এমন 'পাপ তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনো করেনি। তবে এখনো তার সংশোধনের উপায় আছে, যদি তুমি কর।

সৈফুদ্দিন। কি বলছে হসিনা আমায়?—সোজা স্পষ্ট কথায়

বল দেখি কি মহাপাপ আমি করেছি?—কি সংশোধনের উপায় আছে?

সরিফা। তুমি অপরের কন্যা মনে করে আজ নিজের কন্যাকে সম্রাটের কামানলে আহুতি দিয়ে এসেছ।—তোমার নিজের রক্তমাংশে গঠিত—তোমারই কন্যা বুলবুল।—কি আমার মুখপানে চেয়ে রইলে যে?

সৈফুদ্দিন। কিন্তু—কিন্তু—না, এ কি কখনো হতে পারে পারে? সেই রূপলাবণ্যময়ী গায়িকা আমার কন্যা বুলবুল?—অসম্ভব।

সরিফা। আমি বলছি সৈফুদ্দিন, সে তোমারই কন্যা বুলবুল। এখনো সময় আছে, তাকে রক্ষা কর সৈফুদ্দিন।

সৈফুদ্দিন। না—না।—আমি বিশ্বাস করিনা।—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না—এ হ'তে পারে না।

(পুনরায় জুলফিকারের ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ও কি! ওই দেখ জুলফিকার আবার এসেছে—একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছে। কি ব'লছে ওই জুলফিকার?—হাঁ—হাঁ—বুঝেছ—ওই জুলফিকার একদিন আমায় অভিশাপ দিয়েছিল,—তার কন্যাকে সুলতান তাহ্‌মাসের হাতে তুলে দিয়েছিলুম বলে, বলেছিল একদিন আমার নিজের কন্যাকে তেমি করে আর এক নর-পিশাচের হাতে তুলে দেব।—কেমন তাই নয় জুলফিকার? উঃ, হঠাৎ বুকের ভিতরটা এমন করে উঠল কেন? সরিফা, তুমি ঠিক বলছ?—সেই বালিকা আমারই কন্যা বুলবুল?—

সরিফা। আমি ঠিক বলছি সৈফুদ্দিন—সে তোমারই কন্যা বুলবুল।

সৈফুদ্দিন। না আমি বিশ্বাস করব না—আমার খুসী।

ধাত্রী। তোমায় বিশ্বাস কর্ত্তে হবে সৈফুদ্দিন বেগ। আমি সেই

কন্যার ধাত্রী। জন্মাবধি সে বরাবর আমারই কাছে রয়েছে। আমি বলছি এই বালিকাই তোমার কন্যা বুলবুল।

সৈফুদ্দিন। তুই মিথ্যা বলছিস শয়তানী—দূর হ এখান থেকে। নইলে এই পিস্তলের গুলিতে তোদের দু'জনকেই বধ করব। সৈফুদ্দিন বেগ জীবনে অনেক নরহত্যা করেছে, না হয় আরো দু'টো করবে—

ধাত্রী। কিন্তু তবু তোমায় বিশ্বাস কর্ত্তে হবে সৈফুদ্দিন, যে আজ তুমি অপরের কন্যা মনে করে নিজের কন্যাকেই সম্রাটের কামানলে আহুতি দিয়ে এসেছ। যাও, পার যদি সম্রাটের শয়নকক্ষের গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে দেখ গিয়ে।—বেশ করে দেখবে চিনতে পার কি না। যদি না পার, একটু অপেক্ষা করো। তোমার মনে নাই সৈফুদ্দিন, হসিনা যখন অষ্টমমাস গর্ভবতী তখন তা'কে এক অন্ধকার রাত্রিতে গভীর বনের মধ্যে বাঘে আক্রমণ করে?—সেই গর্ভের এই কন্যা, বাঘিনীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। প্রতিদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে সে শোণিতলোলুপা বাঘিনীর মত দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূণ্যা হয়ে পড়ে—কাছে যাকে পায় তারই টুঁটী কামড়ে ধর্ত্তে যায়।—তোমার মনে নাই?—যাও সৈফুদ্দিন, দেখ গিয়ে—এখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, এখুনি গেলে দেখতে পার। তবে সে এখনো জীবিত আছে কি না, জানিনা। সৈফুদ্দিন, যদি সে এখনো জীবিত থাকে তবে তার রক্ষার উপায় কর।

সৈফুদ্দিন। তুমি ঠিক বলেছ—আমি ভুলে গিয়েছিলেম। চল, আমি দেখব—আমি দেখব।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

তিনটী দরবেশ-বালক।

গীত।

সকলে। ইয়ে দুনিয়া আলমে খাব হ্যায়,—
আলমে খাব হ্যায়।

১ম। সল্‌তনৎ তুম্‌হারে ঝুটা হ্যায়,—
বড়াই তুম্‌হারে বেকার হ্যায়,
তামাম ঝুটো মে সাচ্ এহি হ্যায়,—
(কি) ইয়ে দুনিয়া আলমে খাব হ্যায়।

সকলে। ইয়ে দুনিয়া ইত্যাদি—

২য়। উয়ো জমানেমে কাঁহা থা আফ্‌তাব মহ্‌তাব ও সিতারে?—
রৌসনী কাঁহা থি?—থে তামাম আঁধিয়ারে—
আতস্ ও পানী কাঁহা থা?—পতা কাঁহা থা তুম্‌হারে ও হামারে?-
উসিকা মর্জ্জিসে আয়া হ্যায় ফের তবা হো যায়েগা সারে।

সকলে। ইয়ে দুনিয়া ইত্যাদি—

৩য়। আবেগা ক্যয়ামৎ ইয়াদ্ নেহি হ্যায়,
এলেম মে ফসে হো, সমঝমে গলদ্ হ্যায়,—
বাচানেবালা ভাই খোদা ঔর রসুল হ্যায়—
ইয়ে দুনিয়া আলমে খাব হ্যায়।

সকলে। ইয়ে দুনিয়া ইত্যাদি—

সপ্তম দৃশ্য।

নাদিরের শয়নকক্ষ।

বুলবুল একাকিনী ছট্‌ফট্ করিতেছিল, উঠিতেছিল বসিতেছিল কদাচ বা গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিতেছিল।

বুলবুল। কৈ, এখনো তো এলো না। যত দেরী হচ্ছে ততই মনের বল টুটে আসছে।—শঙ্কায় প্রাণ কাঁপছে, সন্দেহের অস্পষ্ট ছায়া এসে বিবেকের ক্ষুদ্র জ্যোতিটুকু নিবিয়ে দিচ্ছে। খোদা! খোদা! আমি তোমার নাম নিয়ে দরিয়ায় ভেসেছি। তুমি আমায় ত্যাগ করো না, তুমি আমায় অভয় দাও। দয়া করে শুধু এই বর দাও, যেন দুরাত্মার স্পর্শের পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হয়,—যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার চরণে আশ্রয় মেগে নিতে পারি,—যেন শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম উচ্চারণ কর্ত্তে পারি।

(একখানি সোফার উপর উপবেশন—আবেগভরে গাহিয়া উঠিল)—

গীত।

নেহি আওত চ্যয়েন সখী মোহে কোই সা আৎ—
নিশদিন পলছনমে মোয়া দিল, মোরি জান, মোয়া মন
হরদম লগা হ্যায় মদিনেকি গলিয়ন মে।
তোরে পাইয়া লাগো মহবুবে খোদা!
তোরি ওয়ারি গরি অ্যায় শাহে হুদা!
দেখলাদে হযরতিয়া আপনি জেয়া—
ভড়কী হ্যায় আগ মোরে তনমন্ মে।
দিনকো দিল চ্যয়েন নহি পাওৎ, রাতকো নিঁদ নেহি আওৎ হ্যায়—
তোরি বাঁকি আদা অ্যায় সামরিয়া! অব বস্ গযি মোরে নয়নন মে।

বুলবুল। "লা এলাল্লা ইল্লিল্লাহো মহম্মদুর্‌রসুলুল্লাহে—
"লা এলাল্লা ইল্লিল্লাহো মহম্মদুর্‌রসুলুল্লাহে—
"লা এলাল্লা ইল্লিল্লাহো মহম্মদুর্‌রসুলুল্লাহে"—

(ক্রমশঃ ক্ষীণকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে ঘুমের ঘোরে এলাইয়া পড়িল—নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—সারা জীবনটা যুদ্ধ কর্‌লুম—আর ভাল লাগে না। বড় ক্লান্ত হয়েছি, আর পারি না। দেশের পর দেশ জয় কর্‌লুম, অতুল সম্পদ অর্জ্জন কর্‌লুম, কিন্তু কি ফল হল? এই ঐশ্বর্য্যের লোভে আমার পালিত পুত্র রেজাকুলি,—যাকে একদিন পথের ধার হতে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করেছিলেম,—সেই রেজাকুলি আমায় গুলি কর্‌লে। এই কি ঐশ্বর্য্যের পরিণাম?—তবে এতদিন কি বুঝলেম, কি কর্‌লেম? আমি তা'কে অন্ধ করে দিয়েছি।—বেশ করেছি। আমরণ সে তার অপরাধের ফল ভোগ করুক। আর ভাবতে পারি না। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়ছে—আজ অনেকদিন পরে একটু বিশ্রাম করব।—(শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া)—এ কি! কে এই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী বালিকা?—ওহোঃ—মনে পড়েছে—এ সেই গায়িকা। আজ যে আমার পরীক্ষা—আমি ভুলেই গিয়েছিলেম। এমন ভুল আজ আমার কেন হ'ল? নাদির কুলির জীবনে এমন ভুল তো কখনো হয় নি। যাক, ভেবেছিলেম আজ বহুদিন পরে একটু নিদ্রা যাব, তা হল না। সম্মুখে পরীক্ষা, শেষ না করে বিশ্রাম করা হতে পারে না।—(বুলবুলের নিকট গিয়া ডাকিল)—বালিকা, ওঠ, জাগ। পরীক্ষার সময় উপস্থিত,—তোমার খোদা বড় কি এই নাদির কুলি বড় তা যাচাই করে নিতে হবে।—এ সময় তুমি ঘুমিয়ে থাকলে চলবে কেন? ওঠ—জাগ!—

বুলবুল। ওঃ—(পাশ ফিরিয়া শুইল)—

নাদির। বালিকা, ওঠ, আর ঘুমিও না।—

(সহসা বুলবুল লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিল—নাদিরের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলে সে ত্রস্ত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল—বুলবুল চুল এলাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অট্টহাস্য করিয়া নাদিরের কণ্ঠের দিকে থাবা বাড়াইয়া অগ্রসর হইল—নাদির আরও সরিয়া দাঁড়াইল—বুলবুল লম্ফ দিয়া নাদিরের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, দন্ত বিকাশ করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইল—নাদির প্রাণপণে তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল—কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বুলবুলের দেহ নাদিরের বাহুর উপর এলাইয়া পড়িল—নাদির তাহার অচেতন দেহ ভূমির উপর রক্ষা করিল)—

নাদির। (ক্লান্তভাবে উপবেশন করিল) উঃ কি ভীষণ! মানুষের মুখ কখনো এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। এ কি নারী, না ছদ্মবেশিনী বাঘিনী? নাদির, নাদির, তোমার প্রাণেও ভয় আছে? না না কিসের ভয়? সোজা হয়ে দাঁড়াও নাদির কুলি, বক্ষ স্ফীত করে দুই বাহুর মাংশপেশীগুলো লৌহের মত শক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়াও নাদির কুলি।—ভয় করো না,—তুমি দুনিয়ার বাদশাহ্, তোমার কে কি কর্ত্তে পারে? উঃ! বড় পিপাসা—(সহসা পার্শ্বস্থিত মেজের উপর পানপাত্রের দিকে দৃষ্টি পড়িল)—এই যে পানীয়—(এক নিশ্বাসে সবটুকু পান করিয়া ফেলিল—মুখে বিস্বাদ লাগিল—মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া স্বর্ণমণ্ডিত কাচপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল)—এত কটু কেন?—এত তিক্ত কেন? এ কি?—বিষ?—বিষ? এরই মধ্যে মাথা ঘুর্চ্ছে, গা জলছে—উঃ! (উপবেশন পূর্ব্বক পাগলের মত তীব্র ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার

করিয়া উঠিল)—এ আমি কি পান কলুম? কে আছ শীঘ্র বল—একি বিষ?—

(আলুলায়িতকুন্তলা আকবরীর প্রবেশ)

আকবরী। বিষ—বিষ—বিষ। না—না—বিষ নয়—সম্রাট, আমি নই—আমি নই।

নাদির। কি তুমি নও বেগম?

আকবরী। বিষ—আমি—না না—আমি নই—

নাদির। তবে কি তুমিই আমায় বিষ দিয়েছ? উঃ! কি ভীষণ বেইমানী! বেগম, বল—সত্য বল—তুমিই কি আমায় বিষ দিয়েছ? কি চুপ করে রইলে যে? বুঝেছি। কি আশ্চর্য্য! যারা আমার পরে আমার আজীবন পরিশ্রমের ফলভোগ করবে, আমার এই অতুল সম্পদের মালিক হবে তারাই আমার শত্রু! একজন গুলি কর্লে, একজন বিষ দিলে—আর কা'কে বিশ্বাস করব? দুনিয়ায় সব বেইমান—সব বেইমান—চারিদিকে ষড়যন্ত্র। বিশ্বাস করে জলটুকু পর্য্যন্ত পান করবার উপায় নাই। নাদির কুলি! তুমি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট হয়েও অতি দীন অতি নিঃস্ব। আজ তোমার কেউ নাই কিছু নাই।

আকবরী। কি হ'ল?—কি রকম সব গোলমাল হয়ে গেল--না না—বেশ করেছি—প্রতিশোধ নিয়েছি—আমার স্বামীর জ্বালা—আমার বাবার বুকের ব্যাথা—সম্রাট, আমি—আমি তোমায় বিষ দিয়েছি—বেশ করেছি—বেশ করেছি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

নাদির। বেশ করেছিস? আমায় বিষ পান করিয়ে অনায়াসে আমার মুখের উপর বল্লে—বেশ করেছি। একদিনে কি পৃথিবীর নিয়ম বদলে গেল?—না না, এ আমি সহ্য করব না—কিছুতেই নয়—আমি—পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা—উঃ (উঠিবার

চেষ্টা)—বল টুটে আসছে—আর শক্তি নাই—উঠতে পার্চ্ছি না—এই যে (মেজের উপর হইতে পিস্তল তুলিয়া লইল)—বেগম, দাঁড়াও—সোজা হ'য়ে দাঁড়াও—(পিস্তল দ্বারা লক্ষ্য করিল)

আকবরী। না না—আমায় মেরো না—আমি নই—আমায়—(নাদির গুলি করিল—গুলি আকবরীর ললাটে বিদ্ধ করিল)—উঃ (পতন ও মৃত্যু)

নাদির। কেমন ?—আর বেইমানি করবে ? আর কখনো বিষ দেবে ?—না না, আর দিতে হবে না।—উঃ যাই যে !—ওকি !—ওই যে মেয়েটা দিকি ঘুমুচ্ছে ! তবে কি পরীক্ষার আমার পরাজয় ? না—তা হবে না। আমি পৃথিবীপতি—উঃ—জয়লাভ আমায় কর্ত্তেই হবে।—প্রাণ যায় যাক—তবু—কিন্তু—(পুনরায় উঠিবার চেষ্টা)—দাঁড়াতে পার্চ্ছি না যে !—নড়বার শক্তি নাই—হায় হায়—আমার—উঃ তবে কি সত্য সত্যই আমার পরাজয় ?—তবে কি সত্য সত্যই খোদা আছে ?—(শিরোলুণ্ঠন—যাতনা বৃদ্ধি হইল)

(সহসা শয়তানের আবির্ভাব)

শয়তান। নাদির, খোদা আছেন। আজ তোমার পরাজয়ে আমারই পরাজয়।—কেননা তুমি আমার কাছে আত্মবিক্রয় করেছ। আমি যুগে যুগে মানবের কাছে এমনি পরাজিত হয়ে আসছি—তবু আমায় বিজয়ের চেষ্টা কর্ত্তে হয়। এ তাঁরই নিয়ম, তাঁরই বিধান। ক্বচিৎ কখনো কোন যুগে এক একটী মানবাত্মা আমার প্রলোভনপাশ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে উঠে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এক এক ধাপ উপরে উঠতে পাই। নইলে নিম্নগামী আমি, উপরে উঠবার শক্তি নাই, অধিকার নাই। নাদির, তুমি মর্ত্তে চলেছ—আর কেন ? পার যদি দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন কর।

নাদির। খোদা ! তুমি আছ—তুমি আছ। উঃ—একটা জীবন

—কি ভুল করেছি!—হায় পার্ত্তুম যদি—কোন রকমে একবার বেঁচে উঠতে।—ভ্রমসংশোধন—উঃ—পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—একটু জল—একটু জল।

(হানিফের প্রবেশ)

হানিফ। দাদা! নাদির -কোথায় তুমি?—এই যে দাদা (আলিঙ্গন)

নাদির। কে?—কেও?

হানিফ। দাদা, দাদা আমি তোমার ছোট ভাই সমসের—আমায় চিনতে পার্চ্ছ না দাদা? আমার মুখপানে তাকাও দাদা—দেখ, আমি তোমার ছোট ভাই।

নাদির। না—আমার কেউ নাই—আমার কেউ নাই—তুমি—তুমিও আমার শত্রু—তুমি আমায় বিষ দিতে এসেছ—উঃ যাই যে—হ'ল না—এ জীবনে—ভ্রমসংশোধন—খোদা—তুমি আছ—

হানিফ। দাদা দাদা, আমি তোমায় মর্ত্তে দিব না। যাই একজন হকিমকে ডেকে আনি—

(গমনোদ্যোগ মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

মোল্লাবাসী। হানিফ!

হানিফ। এই যে হজরৎ! হজরৎ, কথা কইবার সময় নাই,—আমার দাদাকে রক্ষা করুন—আমার দাদাকে রক্ষা করুন।

নাদির। উঃ হুঃ হুঃ—আর যে সয় না—প্রাণ যে বেরোয় না।

মোল্লাবাসী। (পরীক্ষা করিয়া)—হায় হতভাগ্য! তোমার পরিণাম ভাবতেও হৃদ্‌কম্প হয়। হানিফ, বৃথা চেষ্টা।—এর জীবনদান মানুষের সাধ্যাতীত। হায়, যদি আর একটু আগে আসতে পার্ত্তুম।

হানিফ। অ্যায় খোদা!—(দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন)

(সৈফুদ্দিন ধাত্রী ও সরিফার প্রবেশ)

সৈফুদ্দিন। বুলবুল—বুলবুল—কৈ আমার বুলবুল ?—এই যে—মরে গেছে।—মা আমার !—(কাঁদিয়া ফেলিল)—না না,আমি এর প্রতিশোধ নেব, নাদিরের বুকে ছুরি বসাব, তার রক্তপান করব—তবে এ জ্বালা জুড়োবে।—(ছুরিকা উদ্যত করিয়া নাদিরের দিকে ছুটিয়া গেল)—

মোল্লাবাসী। সৈফুদ্দিন !—(সৈফুদ্দিন থমকিয়া দাঁড়াইল)—তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ সৈফুদ্দিন বেগ ? দেখছ না সম্রাট্ মৃত্যু শয্যায় ?

সৈফুদ্দিন। সম্রাট মৃত্যু শয্যায় !

নাদির। উঃ—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা।—খোদা !—তুমি আছ।—কে ?—সৈফুদ্দিন ? শোন—কাছে এসো—সৈফুদ্দিন,—হাসিনা দেবী—আমি প্রলোভন—প্রতিশোধ—তুমি আমার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ—আমার বাবা জুলফিকারের মৃত্যু—উঃ—সব প্রলোভন বৃথা—আমি তোমায় মিথ্যা চিঠী—তুমি পিস্তল—আমায়—উঃ সে দেবী—আমি পিশাচ—তুমিও—জল—জল—(ধাত্রী জল দিল—নাদির পান করিয়া)—না না—বিষ—তেজাব—তেজাব—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—কে আছ—একটু জল—একটু—(মৃত্যু)—

সৈফুদ্দিন। হাসিনা দেবী—তবে ? তবে ?—ওঃ হোঃ হোঃ ! হাজার কেউটে একসঙ্গে ছোবলাচ্ছে—কলেজটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল—কলেজটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।—ওই—ওই জুলফিকার আসছে—ওই হাসিনা আসছে—না, না—আমায়ও মৃত্যু দাও—আমায়ও মৃত্যু দাও।

মোল্লবাসী। তা হয় না সৈফুদ্দিন বেগ,সাজা তোমায় পেতেই হবে। জীবনে যত পাপ করেছ আরও বহুদিন বেঁচে থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে। সৈফুদ্দিন, খোদার নিয়মের অন্যথা কখনো হবার নয়। তুমি মৃত্যু চাও ? মরণের পরপারে কিছু নাই মনে করেছ ?

সৈফুদ্দিন। ওঃ-হোঃ হোঃ!

বাসী। শোন সৈফুদ্দিন, মৃত্যু তোমার এখনো বহু দূরে—এখনো অনেকদিন তোমায় বেঁচে থাকতে হবে—তিল তিল করে তোমায় এই তুষানলের জ্বালায় পুড়ে মর্ত্তে হবে। জুলফিকারের অভিশাপ স্মরণ কর সৈফুদ্দিন—

সৈফুদ্দিন। (পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)—ওঃ হোঃ হোঃ!

মোল্লাবাসী। এখন এ আপশোষে ফল কি সৈফুদ্দিন? শান্ত হও—এ নিয়ম শুধু তোমার একার জন্য নয়। বড় ছোট সবাই তাঁর নিয়মের অধীন। ওই দেখ দিগ্বিজয়ী সম্রাট নাদিরের পরিণাম—যে একদিন অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরাকে সরা দেখেছিল, ঐশ্বরিক নিয়মের উপর পদাঘাত করে, সংযমের সকল বন্ধন ছিন্ন করে তার উদ্দাম লালসার শতাশ্বসংযোজিত মনোরথ উল্লাসে সমাজের বক্ষের উপর দিয়ে ছুটিয়ে দিয়েছিল, তার দলিত মথিত হৃদ্‌পিণ্ড নিয়ে আনন্দে কন্দুকক্রীড়া করেছিল?—কোথায় আজ তার সেই নীলিমাচুম্বি আশার আকাশ-দুর্গ, যার শিখরদেশে আরোহণ কবরার জন্য প্রজার হাহাকার এবং অশ্রুজল উপাদান সংগ্রহ করে বহুশ্রমে সোপান নির্ম্মাণ করেছিল? কোথায় আজ সেই পৃথিবীপতি শাহানশা বাদশা নাদির শা—যে দম্ভ-গর্ব্ব-অহমিকায় একটা জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত শির উন্নত করে তার সহযাত্রীদের পানে অবজ্ঞাভরে তাকিয়েছিল? দেখ সৈফুদ্দিন—সে আজ এত হীন, এত দীন,—এক দীনাদপি দীন ভিখারীরও কৃপার পাত্র। অন্ধ মানুষ তবু দেখবে না, তবু শিখবে না যে পাপের সৌধশিখর এম্নি করেই এক নিশ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে ধূলিকণায় মিশিয়ে যায়, বুদ্‌বুদ এম্নি উঠে এম্নি করেই মিলিয়ে যায়, যুগে যুগে এম্নি করেই তাঁর বিজয়পতাকা বিশ্বজগতে উড্ডীন হয়। সৈফুদ্দিন, দুঃখ করো না

ভাই, তবু তোমার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তোমা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি পথভ্রান্ত মানবকে শিখাতে চান সেই অনন্তকালে ধ্রুব সত্য—যে পৃথিবীতে পাপের রাজ্য কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে ন শয়তানের সিংহাসন কখনো স্থাপিত হবে না,—তার স্বপ্ন কখনো সফ হবে না। তোমার আমার সকলেরই ঈশ্বর তিনি—সেই এ এবং অদ্বিতীয়।

যবনিকা।